আমি

॥ মঞ্চসফল : জনপ্রিয় সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক ॥

রাধারমণ ঘোষ

পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির ॥ ৫৪/৫এ, কলেজ স্ট্রীট
কোলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮১

প্রকাশক : সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপেরা ॥ ২৭/৮, সূর্য সেন স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : আশীষ চৌধুরী

জয়দুর্গা প্রেস ॥ ১৮, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রাজা প্রিন্টার্স ॥ কোলকাতা ৭০০ ০০৯

পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

● এই নাট্যকারের অন্যান্য নাটক ●

একাংক : ইতিহাস কাঁদে ॥ অথ স্বর্গ বিচিত্রা ॥ শতাব্দীর পদাবলী ॥ হারাধনের দশটি ছেলে ॥ হইতে সাবধান ॥ কৈলাস বদ্ধ উন্মাদ ॥ হয়তো নয়তো ॥ সূর্য নেই স্বপ্ন আছে ॥ মুচকি মঙ্গল কাব্য ॥ বিবর্ণ বিস্ময় ॥ দোদুল দোলা ॥ মানুষ নামে মানুষ ॥ ভজ-গৌরাঙ্গ কথা ॥ এক ধামা আলু [ছোটদের] ॥ চিচিংগে এণ্ড্ কোং [কিশোরদের] ॥

পূর্ণাঙ্গ : নতুন মানুষ ॥ শতাব্দীর পদাবলী ॥ চিত্ত বিনিময় ॥ যদি আমি কিন্তু আমি ॥ চিচিং ফাঁক ॥ হারাধনের দশটি ছেলে ॥ যদিও সন্ধ্যা ॥ রণদুন্দুভি ॥ পিকনিক ॥ তিতুমীরের লাঠি ॥

পত্রিকায় : প্রমত্ত প্রভঞ্জন [রূপায়ন] ॥ শুভশুভকিয়া [পূর্ণাঙ্গ । অভিনয়] ভূতনাথের ভূত [গ্রুপ থিয়েটার] ॥

রাধারমণের অপ্রকাশিত নাট্যসম্ভারের ক্রমান্বয়ে মরণোত্তর প্রকাশের প্রায় [illegible] বিহীন ব্যতিক্রমী ঘটনাটিই প্রমাণ করে, তাঁর কিংবদন্তীপ্রতিম তুলনারহিত জনপ্রিয়তার বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটেনি আজও। জীবিতাবস্থায় অনেকেই জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করেন ; কিন্তু মৃত্যুর শীতল আঁধারে যেদিন তাঁদের যাত্রাপথ হারিয়ে যায়, সেদিন কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সূর্যেও গ্রহণ লাগে। রাধারমণের ক্ষেত্রে কিন্তু তার বিপরীতটি ঘটেছে। অকাল প্রয়াণের মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে দিয়েও নাট্যকার হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি যেন ক্রমশঃই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

রাধারমণ ঘোষের এ যাবৎ অপ্রকাশিত এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটির মরণোত্তর প্রকাশ আমাদের আরেকবার চমকে দেবে। আশ্চর্য, এই নাটকটি তাঁর জীবিতকালে বেরুলো না ? যদি বেরুতো, আমার ধারণা, তা'হলে সেদিনই রাধারমণের প্রকৃত মূল্যায়ণের পথ অনেকটাই প্রশস্ত হতো। হাঁ, লিখনশৈলীর দিক থেকে এই নাটকে রাধারমণের নিজস্ব নাট্যরীতি পুরোপুরি বজায় আছে, তদুপরি মঞ্চসাফল্যের প্রচলিত বাণিজ্যিক উপাদানগুলিও এখানে চূড়ান্ত কুশলতায় ব্যবহৃত, এখানেও ইচ্ছা পূরণের একটা গল্প আছে। তবুও আমার মতে, "আমি" নাটকে এমন কতকগুলি বিরল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার জন্যে এই নাটক তাঁর নাট্যকার জীবনে একটি মাইলস্টোন হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

প্রথমত :—পেশাদার অভিনেত্রীদের দুঃখভারনত লাঞ্ছিত জীবনের যে করুণ ও মর্মস্পর্শী আলেখ্য এখানে রচনা করেছেন রাধারমণ, তা তাঁর দীর্ঘদিনের নাট্য জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত নিখাদ বাস্তব। রাধারমণের কৃতিত্ব তিনি পুরুষ শাসিত সমাজের নির্মম লোভাতুর রূপটি এই সূত্রে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। দ্বিতীয়ত :—এই নাটকে রাধারমণের রাজনৈতিক বিশ্বাসটি অত্যন্ত স্পষ্ট। সত্তর দশকের বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ যে রাধারমণকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, তার নিঃসংশয় প্রমাণ—এই নাটকের অনির্বাণ চরিত্র। তৃতীয়ত :—একদা বিবাহিতা এক প্রবঞ্চিতা নারীর প্রেম এখানে পরম সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছে। 'মনুস্মৃতি'র কুসংস্কারে আজন্ম লালিত এই দেশে তথাকথিত 'সতীত্বে'র সংস্কারমুক্ত এই প্রেম অবশ্যই বৈপ্লবিক। চতুর্থত :—প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন এখানে মধ্যবিত্ত ঘর গেরস্থালীর সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় বাঁধা পড়েনি, সে প্রেম অবারিত মুক্তি পেয়েছে বারুদের গন্ধে ভরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ময়দানে। এমন একটি নাটক যিনি লিখতে পারেন, আমাদের প্রত্যাশাকে অপূর্ণ রেখে তিনি এত তাড়াতাড়ি চলে যান কেন ?

আমি

চরিত্রলিপি

অনির্বাণ

যতীন

অভ্র

হরিসাধন

কানাই

চৌটন

বিকাশ

ভুটকো

পাপাই

চায়না

আম্মা

● আমি ●

প্রযোজনা : কালপুরুষ নর্থ। প্রথম অভিনয় : ৭ই আগস্ট, ১৯৮৩। স্থান : ই. আর. রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চ : দিলীপ হালদার। আলো : বৈদ্যনাথ নন্দী ও তপন ঘোষ। সঙ্গীত : সঞ্জীব চৌধুরী। নাটক : রাধারমণ ঘোষ। নির্দেশনা : অনিল ভট্টাচার্য।

● অভিনয়ে ●

অনির্বাণ : দেবাশীষ দাস। হরিসাধন : বিপিন সরকার। যতীন : আশীষ মিত্র। চৌটন : সুব্রত বসু। কানাই : হরপ্রসাদ চক্রবর্তী। পাপাই : ইন্দ্রনীল ঘোষ। অভ্র : চঞ্চল মুখার্জী। বিকাশ : বিনয় ব্যানার্জী। চায়না : ডলি দাঁ। আম্মা : নীলা রায়।

আমি

॥ এক ॥

[আলো জ্বলতে দেখা যায়—টৌটন বই পড়ছে, আন্না সেলাই করছে।]

আন্না ॥ বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়ছেরে—

টৌটন ॥ (বই পড়ায় মগ্ন) হুঁ—

আন্না ॥ দিদি কি করে ফিরবে বলতো টৌটনদা ? (উত্তরের প্রত্যাশা, উত্তর নেই) রাস্তায় নিশ্চয়ই জল জমে গেছে। আর বাসগুলোও হয়েছে তেমনি, দু-এক ফোঁটা পড়ল কি না পড়ল—অমনি বাসের টিকি আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

টৌটন ॥ হ্যাঁ—

আন্না ॥ কি হুঁ-হ্যাঁ, হুঁ-হ্যাঁ করছিস বলতো ? দিদি বাড়ী ফিরবে কি করে সে খেয়াল আছে ?

টৌটন ॥ (পড়তে পড়তে) ঠিক চলে আসবে।

আন্না ॥ তোর মাথা চলে আসবে। (বাইরে উঁকি মারে) না, বৃষ্টি থামার কোন নামগন্ধ নেই। আকাশ একদম কালো করে আছে।

টৌটন ॥ থাকুকগে—যাক্। তুই ক্যাঁচম্যাচানি থামাতো বাবা। পড়তে দে।

আন্না ॥ কি এমন হাতি-ঘোড়া পড়ছিস শুনি ?

টৌটন ॥ এ-সব তুই বুঝবি না।

আন্না ॥ না, যত বুদ্ধিমান তুই একাই আছিস।

টৌটন ॥ কপিঞ্জলের নাম শুনেছিস ?

আন্না ॥ না।

টোটন॥ কপিঞ্জলের কবিতা পড়েছিস ?

আন্না॥ না।

টোটন॥ তাহলে তোর জীবনের ষাট পয়সাই মাটি।

আন্না॥ তা হোক, ও বাকী চল্লিশ পয়সাতেই আমার ঠিক চলে যাবে। এখন বইটা বন্ধ ক'রে একবার দেখ্ দেখি।

টোটন॥ দেখ আন্না তুইও জানিস, আমিও জানি, দিদি নিশ্চয়ই আমার জন্য হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই। দিদি গেছে রিহার্স্যালে। আর আমাকে রেখে গেছে ঘোড়াশালে ঘোড়াকে পাহারা দেবার জন্যে—

আন্না॥ আচ্ছা! আমি তাহলে ঘোড়া। যা, তোর সঙ্গে আমি কথাই বলব না।

টোটন॥ ঠিক আছে, কথা না বলিস, কানে শোন। আমি কপিঞ্জলের কবিতা পড়ছি।

আন্না॥ শুনতে আমার বয়ে গেছে।

[টোটন বই নেয়, চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে]

টোটন॥ আমি খিদে, আমি খিদে।
যেই আমি দিই ঠ্যালা
ভুলে গিয়ে সব খেলা
বেঁকে যায় যত সিধে।
ওরে বাবা, আমি খিদে।
ধনীদের পেটে যেতে পাসপোর্ট পাই না,
কখনোতো ভুল ক'রে ওধারেতে যাই না।
গরিবের পেটে ভাই
ঘন ঘন যাওয়া চাই,
মাগো, দুটো রুটি দাও, দু'দিন যে খাই না।
ফ্যান দাও, ফ্যান দাও, আর কিছু চাই না।

আন্না। কারুণ লিখেছে রে ?

টোটন। বেকারীর জ্বালাতে যে যুবকেরা বুড়ো হয়,

হাড়-ভাঙা খাটুনিতে আধ পেটা খেয়ে রয়।•

ওদের ঐ ছেলেগুলো ডাক ছেড়ে কাঁদবে,

বুনোঘাস তুলে এনে বউগুলো রাঁধবে।

খেতে দাও, খেতে দাও, খেতে দাও, খেতে দাও,

ভগবান, পারিনাকো, ওপরেতে তুলে নাও।

[ইতিমধ্যে চায়না ও অভ্র ঢুকেছে, • ওরা দাঁড়িয়ে কবিতা পড়া শুনছিল। টোটন দেখতে পায়।]

দিদি ?

আন্না। কি করে এলিরে দিদি ?

চায়না। বলছি। টোটন, থামলি কেন ? শেষ কর।

টোটন। (সোৎসাহে) ধর্মের জন্ম ? উৎস শুধুই খিদে।

যত শ্রেণী সংগ্রাম ? উৎসটা সেই খিদে।

দেশে দেশে যুদ্ধ ? উৎসটা যে ঐ খিদে।

স্বার্থ ও লালসা ? পিছনেতে তাও খিদে।

অভ্র। পিকিউলিয়ার কবিতা। কপিঞ্জলের কবিতা নিশ্চয়ই।

টোটন। আজ্ঞে হ্যাঁ। [আবার পড়ে]

আমি যত দিই চাপ, পেটে জ্বলে অগ্নি,

ভুলে যাই কেবা স্ত্রী, কেবা ভ্রাতা, ভগ্নি।

কে-যে ছেলে, কে-যে মেয়ে, থাকে না খেয়াল আর,

কানে ভাসে মৃত্যুর সুর শুধু বেহালার।

অভ্র। সত্যি, অপূর্ব কবিতা। এক কথায় পিকিউলিয়ার। আমারতো খুব ভালো লাগে।

টোটন। আমারও।

চায়না॥ আচ্ছা, পরিচয় করিয়ে দিই—আমার বোন আন্না। আর এ হচ্ছে —আমার ভাই, ভাই বললে বোধহয় কম বলা হবে। আমাদের দুঃসময়ের সাথী, অসময়ের অভিভাবক, আরো অনেক কিছু।

টৌটন॥ তোমার সবেতে বাড়াবাড়ি দিদি। আমি অমৃত দাস। তবে টৌটন বলে সবাই আমাকে ডাকে।

অভ্র॥ আমি অভ্র মজুমদার। আজ চায়নাদেবীর যেখানে রিহার্স্যাল ছিল, সেখানকার নাটকের আমি ডিরেক্টার।

চায়না॥ আন্না, চায়ের জল চাপা।

অভ্র॥ না-না, এখন আর চা খাব না। রাত হয়ে গেছে, আমি ফিরি। তাহোলে কবে আবার যাচ্ছেন? সামনের শুক্রবার?

[ওদিকে আন্না ও টৌটন ফিস্‌ফিস্ করে কি-সব কথা বলে যাচ্ছে।]

চায়না॥ না, প্লিজ, এ শুক্রবার হবে না। আপনি তার পরের শুক্রবার করুন। এ শুক্রবার…কোথায় যেন রে আন্না?

আন্না॥ (ঘাবড়ে) এ শুক্রবার তোর কোথাওতো—

[টৌটন চিমটি কাটে। আন্না 'উ' বলে থেমে যায়।]

টৌটন॥ এ শুক্রবারেতো তোমার বেগুনীতলায় রিহার্স্যাল আছে দিদি।

অভ্র॥ বেগুনীতলা! পিকিউলিয়ার নাম। জায়গাটা কোথায় বলুনতো?

টৌটন॥ ঐতো মোমিনপুর থেকে বাস পাল্টে, সিধে গিয়ে…তারপর দক্ষিণে বেঁকে—

অভ্র॥ পিকিউলিয়ার, পাড়া-গাঁ বলুন? তাই জায়গাটার নাম শুনিনি। (চায়নাকে) কিন্তু পরের শুক্রবার হলে একেবারে পনেরোদিন দেরী হয়ে যাচ্ছে না চায়নাদেবী?

চায়না॥ ক্ষতি কি? আপনাদেরতো দেখলাম এখনো ভালো করে মুখস্থই

হয়নি। ততদিন আপনারা মুখস্থ করে নিন, আমিও কয়েকবার পার্টটায় চোখ বুলিয়ে নিই।

অভ্র॥ না-না, মুখস্থর ব্যাপারটা ঠিক নয়।

চায়না॥ তবে?

অভ্র॥ মানে আর কি……

টোটন॥ (আন্নাকে চুপি চুপি) এই মানে আর কি, মানে—কেস ঘোলাটে আরকি।

আন্না॥ চুপ, শুনতে পাবে।

অভ্র॥ মানে, দেখুন, ব্যাপারটা হলো কি…

টোটন॥ (আন্নাকে) দাঁড়া, কেস আর একটু ঘোলা করে দিয়ে চলে যাই। (চায়নাকে) দিদি, আমি চললাম।

চায়না॥ হ্যাঁ, যা, যেন আবার পথে আড্ডা মারিস না। সিধে বাড়ী চলে যাবি।

টোটন॥ মাথা খারাপ, সিধে কখনো যাওয়া যায়? পথে কত গলিগালা আছে না? এঁকে বেঁকে যেতে হবে।

চায়না॥ (হেসে) ফাজিল কোথাকার।

টোটন॥ যাবেন নাকি অভ্রবাবু?

অভ্র॥ হ্যাঁ যাব…তবে, মানে ঐ চায়নাদেবীর সঙ্গে একটা পিকিউলিয়ার দরকারী কথা—

টোটন॥ ওহো, সেই পুরোনো টেপ রেকর্ডার চালাবেন? ঠিক আছে, চালান। আমি চলি।

[চলে যায়]

চায়না॥ ওর কথায় যেন কিছু মনে করবেন না অভ্রবাবু।

আন্না॥ সত্যি, টোটনদা না বড্ড ট্যাক্ ট্যাক করে কথা বলে।

অভ্র॥ না-না, আসলে আমার সঙ্গে এখনো ঠিকমত আলাপ হয়নিতো।

চায়না ॥ হ্যাঁ, কি দরকারী কথা যেন বলছিলেন ?

অভ্র ॥ (আমতা আমতা) ঐ আর কি, দরকারী কথাটা হলো, মানে, আসলে কথাটা হচ্ছে—

চায়না ॥ কিসের গন্ধ ছাড়ছেরে আন্না ? কি পুড়েছে ?

আন্না ॥ এইরে, ভাতটা বোধহয় ধরে গেল !

[ছুটে বেরিয়ে যায়]

অভ্র ॥ (অবাক) পিকিউলিয়ার ! আমিতো কোন গন্ধ পাচ্ছি না।

চায়না ॥ অনেকেই পায় না., তবে আমরা মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি। যাক্, বলুন।

অভ্র ॥ বলছিলাম, একেবারে সেই পনেরো দিন পরে।

চায়না ॥ কি করব বলুন ? মাঝে একটাও ডেট আর খালি নেই।

অভ্র ॥ আমি, মানে, আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, রিহার্স্যালের ব্যাপারটা ঠিক নয়। বলছি, পনেরো দিন ধরে আপনাকে না দেখে—

চায়না ॥ (হাসি) আজ নিয়েতো মাত্র পাঁচদিন দেখলেন। এতদিন না দেখে ছিলেন কি করে ?

অভ্র ॥ যতদিন দেখিনি—দেখিনি। কিন্তু দেখার পর থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা পিকিউলিয়ার ঝড়—

চায়না ॥ প্লিজ অভ্রবাবু, মাত্রতো পনেরোটা দিন, তারপর যত পারেন দেখবেন।

অভ্র ॥ আর একটা কথা ছিল।

চায়না ॥ বলুন।

অভ্র ॥ আমি আপনাকে কিছু একটা দিতে চাই, যদি আপনি রাগ না করেন—

চায়না ॥ বেশতো, কি দেবেন, দিন না।

অভ্র ॥ (এ্যাটাচি খুলে প্যাকেট বার করে) সেদিন নিউ মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে এটা চোখে পড়ল···এটার পিকিউলিয়ার ডিজাইন দেখে চোখের

সামনে আপনার পিকিউলিয়ার মুখটা ভেসে উঠল। থাকতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেললাম।

চায়না ॥ কি ওটা ?

অভ্র ॥ কিছু না। সামান্য একটা শাড়ী।

চায়না ॥ বাঃ, বেশ হিসেব করেই কিনেছেন তো। শাড়ী দেখলে মেয়েরা সত্যি লোভ সামলাতে পারে না। তা দাম কত পড়ল ?

অভ্র ॥ তেমন কিছু নয়। মাত্র সাড়ে তিনশো।

চায়না ॥ মাত্র সাড়ে তিনশো ! তা হবে। শুনেছি কোটি কোটি টাকার শেষেও ইংরাজীতে নাকি ঐ 'মাত্র' কথাটাই লেখে। ঠিক আছে, আমি নিলাম। [নেয়]

অভ্র ॥ (খুশী) কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ?

চায়না ॥ সেকি, শাড়ী দিলেন আপনি। ধন্যবাদতো আমার জানাবার কথা।

অভ্র ॥ আমার খুব ভয় ছিল, যদি আপনি রিফিউজ করেন ?

চায়না ॥ আমি রিফিউজ করলেও শাড়ী নেবার মেয়ের অভাব হতো না নিশ্চয়ই। আন্না—আন্না—

[আন্না আসে]

আন্না ॥ কি বলছিস ?

চায়না ॥ এটা তুলে রাখতো।

[আন্নার হাতে দেয়]

অভ্র ॥ একবার দেখবেন না ?

চায়না ॥ নিশ্চয়ই দেখব। দেখব, পরব, ময়লা করব, কাচতে দেব। নইলে শাড়ীর দাম কি ? তবে ঝড়ের রাতে পাওয়া উপহার, ঝড়ের হাওয়ায় আর খুলব না। ধুলো লেগে যেতে পারে।

অভ্র ॥ তাহলে আমি চলি ?

চায়না ॥ আসুন।

অভ্র। শুক্রবার দিন কি আমি বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকব?

চায়না। অযথা কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমি আবার একটা রিহার্স্যাল সেরে যাব কিনা—বাসেও যেতে পারি, আবার রিক্সা করে গলি দিয়েও যেতে পারি।

আন্না। তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নে দিদি, আমার ঘুম পাচ্ছে।

অভ্র। ওহো, আমি আপনাদের দেরী করিয়ে দিচ্ছি। আমি চলি। নমস্কার।

চায়না। নমস্কার। আসুন।

[অভ্র চলে যায়। আন্না হেসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।]

এই মুখপুড়ী, হাসছিস কেন?

আন্না। বাবাঃ, আর একটা জুটল। আচ্ছা, এদের কি খেয়ে-দেয়ে অন্য কোনো কাজ নেইরে দিদি? মেয়ে দেখলেই প্রেম করতে হবে?

চায়না। কি করবে বল? পকেটে পয়সা আছে, হাতে সময় আছে, ওড়াবার ইচ্ছা আছে। দেখ্‌না, বেচারী আজ আর রাতে ঘুমুতে পারবে না। জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখবে,—আমার হাত ধরে মেঘের কোলে ভাসছে, আমার কাঁধে মাথা রেখে—ধাড়···নাক ঘষছে···আমার কোলের ওপর শুয়ে বাদাম ভাজা খাচ্ছে।

আন্না। তুই-ও পারিস বাপু। এই নিয়ে ক'জন হ'ল বলতো?

চায়না। প্রথম প্রথম গুণতাম। এখন আর গুণি না।

[চায়না ঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে চলেছে।]

ওরা কি ভাবে জানিস? ভাবে নাটকের মেয়েতো ওদের না আছে নারীত্ব, না আছে সতীত্ব। আমরা যেন সস্তার পোকাধরা আম। ওরা টাকা দিয়ে, শাড়ী দিয়ে আমাদের কিনবে। একটু চাকবে। ভালো লাগলে তরিয়ে তরিয়ে খাবে, না লাগলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।······নে, খাবি চল্।

আন্না। (হেসে) কি খাবি? ভালো ভাত, না, ধরা ভাত?

[দু'জনে হো হো করে হেসে ওঠে।]

চায়না॥ দেখলাম, বেচারী কিছু বলতে চায়, তাই কায়দা ক'রে তোকে সরিয়ে দিতে হ'ল।

আন্না॥ সে আমি সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পেরেছি হুজুর।

চায়না॥ তা আর বুঝবি না? তুই যে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী।

[আন্নার গাল টিপে ধরে]

আন্না॥ আঃ, ছাড়না—

চায়না॥ দাঁড়া, আগে তোকে একটা—[চুমু খায়।]

আন্না॥ এই, যা, লাগছে—

[বাইরে কোথাও বাজ পড়ে। চমকে চায়না আন্নাকে ছেড়ে দেয়। চায়নার মুখটা ভয়ে পাংশু হয়ে যায়।]

দিদি······এই দিদি······ও দিদি······ [ধাক্কা দেয়]

চায়না॥ য়্যাঁ!

আন্না॥ ভয় পেলি?

চায়না॥ কি জানি, কেমন যেন হয়ে গেলাম?

[হঠাৎ জানলার কাছে ছুটে যায়···বাইরের দিকে তাকায়। চিৎকার করে ওঠে]

আন্না···আন্না···

আন্না॥ কি হ'লরে দিদি?

চায়না॥ ঐ দেখ। ঐ দেখ্ আন্না—জ্বলছে, নারকেল গাছের মাথায় বাজ পড়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ আন্না···বাজ পড়েছে। চারদিকে বাজ পড়ছে। মা, তুই, মা-মণি, আমি, সবাই, সবাই—ঐ বাজের আগুনে জ্বলে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি, ছার-খার হয়ে যাচ্ছি।

আন্না॥ দিদি, দিদি, তুই চুপ কর। অমন করছিস কেন?

চায়না॥ মা মরে গেল, মা-মণিকে কেড়ে নিল, আমি সবকিছু হারিয়ে

বেলদায়। শুধু তুই বাকী আছিস আন্না, শুধু তুই। তোকে আমি কি করে বাঁচাব আন্না ?

আন্না॥ দিদি, অমন করিস না দিদি, আমার ভয় পায় না বুঝি ? আমার কষ্ট হয় না বুঝি ?

চায়না॥ আন্না, তুই আমায় কোনো দিন ছেড়ে যাবি না ! বল্ আন্না, কোথাও যাবি না : কথা দে আন্না। [কাঁদে]

আন্না॥ আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না দিদি, কোথাও না। তুই চুপ কর্। তুই কাঁদিস না।

চায়না॥ আর যে আমি পারছি না আন্না : ওরাতো আমার বুকের ভেতরটা দেখেনি, খালি মুখের মেকাপটা দেখেছে। সেই মুখটার পাশে কত পাপ, কত বন্য পশু, কত সাপের ছোবল ঘোরাঘুরি করছে। আমি আর পারছি না আন্না, আমি যে আর পারছি না।

[ছুটে ভেতরের ঘরে চলে যায়। আন্না নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে থেকে আওয়াজ আসে।]

নেপথ্যে॥ একবার ভেতরে আসব ?

আন্না॥ কে ?

নেপথ্যে॥ আমায় চিনবেন না। ভেতরে আসতে পারি কি ?

আন্না॥ দিদি, কে যেন ডাকছে।

চায়না॥ (নেপথ্যে) বসতে বল, আমি আসছি।

আন্না॥ আসুন।

[অনির্বাণ আসে—ধুতি বা পায়জামা, পাঞ্জাবী, কাঁধে সাইড ব্যাগ। বয়স প্রায় বিয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। সামনে একফালি চুল পাকা, মোটা ফ্রেমের চশমা।]

অনির্বাণ॥ উঃ বৃষ্টি বলে বৃষ্টি। কখন থেকে ঐ গ্যারেজের ছাউনীর তলায়

দাঁড়িয়ে আছি। হ্যাঁ, তা ঘণ্টা খানেক হবে। পা দুটো টন্ টন্ করছে। কোথায় বসব? হ্যাঁ, এই চেয়ারটায় বসি (বসে) এগুলো ধরতো।

[একটা প্যাকেট আম্রার হাতে ধরিয়ে দেয়। আম্রা ভ্যাবা-চ্যাকা খায়।]

আঃ, বাঁচলাম। বাঃ ঘরটাতো বেশ। ছোট্টর ওপর সুন্দর সাজানো গোছানো। ঘরের মধ্যে একটা গরম গরম ভাবও আছে। বাইরে যা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।……তা, কোথায় বলতো?

আম্রা॥ (হতভম্ব ভাবে) কি?

অনির্বাণ॥ ঐ যে, কি বলে? এ্যাসট্রে। ছাইদানি। ছাই ফেলব।

আম্রা॥ ছাই! কিসের ছাই?

অনির্বাণ॥ কেন, বিড়ির ছাই। বাইরের হাওয়ায় বিড়ি একদম ধরাতে পারলাম না। মাঝখান থেকে দশটা কাঠি নষ্ট হ'ল।

আম্রা॥ বিড়ি!

অনির্বাণ॥ হ্যাঁ, বিড়ি। এই যে—(পকেট থেকে কৌটো বার করে) সবুজ ফেট্টি, সাদা সুতো। লিলিপুটিয়ান সাইজ…চারটানেই বিড়ি খতম…মেজাজ ফ্রেস, নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট বিড়ি।

আম্রা॥ স্টুডেন্ট বিড়ি!

অনির্বাণ॥ বাংলায় মানে করলে দাঁড়াবে, ছাত্রবন্ধু সংক্ষিপ্তকার ধূমপান। ছাত্রেরা কলেজের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে খায় কিনা। ঝটপট দু-চার টান দিয়েই পরের ক্লাস রুমে ছুটতে হয়। দাও দেখি এ্যাসট্রেটা।

আম্রা॥ এ্যাসট্রেতো নেই।

অনির্বাণ॥ (যেন বিস্মিত) এ্যাসট্রে নেই! কেন নেই? তোমরা বিড়ি খাওনা?

আম্রা॥ আমরা! বিড়ি!!

অনির্বাণ॥ (ভুল বুঝতে পারে) না না, তোমরা নও। তোমাদের এ-বাড়ীতে কেউ কি বিড়ি সিগারেট খায় না? আচ্ছা, ঠিক আছে, একটা ভাঙা কাপ,

পাউডারের কৌটোর ঢাকনা, ফাঁকা দেশলাই-এর খোল? কিছুই নেই? তাহোলে মেঝেতে ফেলি। সকালে ঝাঁট দিয়ে নিও।

[বিড়ি ধরায়]

আঃ, ধড়ে প্রাণ এল বাবা।

আন্না॥ (সম্বিত পেয়ে যেন) ও দিদি—

চায়না॥ (নেপথ্যে) একটু বসতে বল, যাচ্ছি।

অনির্বাণ। উনি কে?

আন্না॥ আমার দিদি।

অনির্বাণ। দিদি? তার মানে তোমার চেয়ে নিশ্চয় বয়সে বড়। তুমি বড় বাচ্ছা, আর বড় ভীতু। তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে লাভ নেই। এক কাপ চা খাওয়াতে পার?

আন্না॥ (আবার ভ্যাবাচ্যাকা) চা?

অনির্বাণ॥ সে কি? চা বোঝো না? সেই যে দুধ-চিনি-লিকার মিশিয়ে—

[চায়না ঢোকে]

চায়না॥ কে এসেছেরে আন্না?

[অনির্বাণকে দেখে চমকে]

একি! আপনি!!

অনির্বাণ॥ (বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে) আপনি!!

[দু'জনে তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে। নেপথ্য হতে শুনতে পাওয়া যায়—অনির্বাণেরই একটি কণ্ঠস্বর।]

নেপথ্যে॥ চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না।
চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না।
চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না।

[সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। এটি হরিসাধনের কণ্ঠস্বর।]

কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি চাই. তুই মর, গলায় দড়ি দিয়ে মর্। গঙ্গায় ডুবে মর্। হারামী কোথাকার।

[চায়না টলছে।]

আন্না। দিদি……এই দিদি……অমন করছিস কেন……কি হ'ল……এই দিদি……

[চায়না ছুটে ভেতরের ঘরে চলে যায়। আলো নেভে।]

আমি

॥ দুই ॥

[আলো নেভা অবস্থাতেই হরিসাধনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—]

কণ্ঠস্বর। যাত্রাউলী যাত্রা বন্ধ করে এখন ঘরের মধ্যে যাত্রা করছে। বাড়ীটাকে যেন যাত্রার আসর পেয়ে গেছে…কোমর দুলিয়ে সখীর নাচ নাচা হচ্ছে… হারামী কোথাকার।

॥ আলো জ্বলে ॥

[ঘরে হরিসাধন একটা মোড়ার ওপর বসে গজ গজ করে চলেছে।]

হরিসাধন। গ্যামাকসিন পাউডার গিলে সাধ্যা অবে তো যা করেছিলি। মরলি না কেন? পাপ চুকে যেত। ডাইনী আবার সতীগিরি ফলায়। ঐ পাছা নাচানো মেয়ের কান্না দেখে আর যেই ভুলুক, এই হরিসাধন দাস ভুলছে না…আমার অমন ছেলে—তার মাথাটা অকালে চিবিয়ে ছেলেটার পরকাল ঝরঝরে ক'রে দিল একেবারে? হারামী কি আর সাধে বলে?

[যতীন আসে। সন্তর্পণে। যেন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তাকায় চারদিকে, তারপর আস্তে আস্তে মৃদু স্বরে ডাকে।]

যতীন। চায়না·· চায়না (সাড়া না পেয়ে এ-পাশ ও-পাশ তাকায়, আবার ডাকে) চায়না···চায়না···

[হরিসাধন দাঁড়ায়, ওধারের বারান্দা থেকে এ-ধারের বারান্দায় আসে।]

হরি। কি ব্যাপার যতীন? তুমি এ সময়ে?

যতীন। (আমতা-ফতেপুর অবস্থা) ঐ ইয়ে···মানে···

হরি। আজতো মাসের পয়লা তারিখ নয়, সুতরাং বাড়ীভাড়ার তাগাদায় আসোনি নিশ্চয়ই?

যতীন। না। এই তো বললাম, এমনি।

হরি। এমনি? বাড়ীওলা যতীন হালদার রাত দশটার সময় তার বাড়ীর ভাড়াটের দরজার কাছে এমনি ঘোরাঘুরি করছে? এ কথা আর যেই বিশ্বাস করুক, এই হরিসাধন দাস বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না। তুমি যে বিনা সুদে তোমার বৌকে পর্যন্ত ভালোবাস না যতীন।

যতীন। তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তুমিও আমাকে আর পাঁচজনের মত চশমখোর ভাববে হরিসাধন?

হরি। দেখো যতীন, আমি চট্‌ ক'রে কিছু ভাবি না। কিন্তু যখন ভাবি, তখন বেশ ভেবে-চিন্তেই ভাবি। তা তোমার ঠোঙায় মোড়া ওটা কি?

যতীন। (চমকে) ঠোঙা! (ধাতস্থ হয়ে) আরে, এই ঠোঙার জন্তেই তো এখানে আসা। কাউকে ডাকব কি ডাকব না ভাবছি, বৌমার নাম ধরেও দু-একবার ডাকলাম, এমন সময়ে তুমি এসে পড়লে। সকালে পাপাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম কালীঘাটে। মায়ের একটু পূজো দিয়ে এলাম।

হরি। সুদের ব্যবসা মন্দা চলছে না কি?

যতীন। আবার সেই প্যান্‌প্যানানি শুরু করেছ?

হরি ॥ না—না, তুমি বলো।

যতীন ॥ তাই ভাবলাম, মায়ের প্রসাদ তো, হরিসাধনদেরও একটু দিয়ে আসি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হ'ল।

[ঠোঙা দেয়]

হরি ॥ (ঠোঙা খুলে) ও বাবা! চিনি-সন্দেশ নয়। একেবারে কালাকাঁদ। না, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি যতীন···যখন কালাকাঁদ দিয়ে মায়ের পুজো দিচ্ছো তখন ব্যবসা মন্দতো চলছেই না, বরং কোথাও একটা মোটা দাঁও বাগিয়েছো, কি বলো?

যতীন ॥ (রাগ দেখিয়ে) তোমার যা খুশী তাই ভাব। প্রসাদ দিতে এসেছিলাম দিয়ে গেলাম। ব্যাস, আমার কর্তব্য শেষ।

[চলে যায়]

হরি ॥ হারামী কোথাকার। সুদখোর হাড় কিপ্‌টে যতীন গেল কিনা কালী-ঘাটে, তাও আবার তিরিশ টাকা কিলোর কালাকাঁদ কিনে? খুবই গোল-মেলে ব্যাপার।

[পাপাই ও ভুটকো আসে]

পাপাই ॥ টোটনদা, ও টোটনদা—

[হরিসাধনকে দেখে থতমত খেয়ে]

টোটনদা নেই কাকাবাবু?

হরি ॥ না, টোটন এখনও বাড়ী ফেরেনি। কি দরকার?

ভুটকো ॥ না, তেমন কিছু ব্যাপার নয়। পরে আসব'খন। চল্ পাপাই।

হরি ॥ দাঁড়াও। টোটনের খোঁজে যখন এসেছ, তখন ব্যাপার একটা নিশ্চয়ই আছে। ব্যাপারটা আগে খুলে পরিষ্কার করে বলো, তবে নড়বে। (পাপাইকে) তুমি···হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি এদিকে এসতো। তোমার নামতো পাপাই?

পাপাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

হরি। আজ যতীন···মানে, তোমার কাকা তোমার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়েছিল?

পাপাই। কালীঘাট? কই নাতো।

হরি। আসলে নিমতলার ঘাটে যাবার শখ হয়েছিল···ভুল করে কালীঘাট বলে ফেলেছে। হারামী কোথাকার। তা টৌটনকে এতরাতে হঠাৎ কি দরকার? তাড়াতাড়ি বলো।

পাপাই। ফুটকো, তুই বল্‌না।

ফুটকো। বলাবলি মানে, মানতুদা বলে পাঠালেন—

হরি। মানতুদা! মানতুদা আবার কোন মহাপুরুষ? রামকৃষ্ণদেব নাকি? তাই টৌটনের মত বিবেকানন্দকে এত রাত্রে খবর পাঠিয়েছেন।

ফুটকো। না-না, মানতুদা একটা ক্লাব করেছেন। আমরা সেই ক্লাবের মেম্বার তো।

হরি। কিসের ক্লাব?

পাপাই। আজ্ঞে খেলাধুলো আছে। ফুটবল, ভলি, ব্যাটমিন্টন, ব্যায়াম।

ফুটকো। তারপর আবৃত্তি, গণসঙ্গীত—

হরি। সঙ্গীত, মানে তোমরা গান গাও?

পাপাই। হ্যাঁ।

হরি। সেইজন্যে আর মাঝরাতে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে না।

দু'জনে। কুকুর!

হরি। হ্যাঁ, কুকুর। একই পাড়ায়তো আর নামকরা দু-দল গায়ক থাকতে পারে না। হয় তোমরা থাকবে, না হয় কুকুরেরা থাকবে। তাই বেচারীরা বোধহয় তোমাদের গান শুনে মনের দুঃখে অন্য পাড়ায় চলে গেছে।

পাপাই। আপনি ঠাট্টা করছেন কাকাবাবু?

হরি। ঠাট্টা নয়, তোমার আর টৌটনের দুজনের দুটো মাথায় চারটে ক'রে আটটা গাট্টা মারতে ইচ্ছে করছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো হচ্ছে? দেখো মানিক পাগড় আর ভুট্টা—

পাপাই ॥ আজ্ঞে, আমার নাম পাপাই।

হরি ॥ ও একই কথা। তোমাদের পাণ্ডা ঐ ছাম্বাদাকে বলে দিও—

ফুটকো ॥ ছাম্বা নয়, মানতুদা।

হরি ॥ ঐ মানতুদা নামে তোমাদের ক্লাবের রামকৃষ্ণটিকে বলে দিও, আমার ছেলে টোটন ঐ-সব ক্লাবের মেম্বার-টেম্বার হবে না। যাও।

ফুটকো ॥ হ্যাঁ, এই যে যাই। আয় পাপাই।

[দু'জনে যেন পালিয়ে বাঁচে।]

হরি ॥ সঙ্গীত গেয়ে গুষ্টির ছাদ্দের পিণ্ডি যোগাড় হবে। হারামী কোথাকার। কিন্তু এই যতীন হারামী কালাকাঁদ নিয়ে রাজপুরে এখানে ঘুর ঘুর করছিল কেন? শুধু এই একবার নয়, এর আগেও শালাকে এখানে আমি ছুঁক ছুঁক করতে দেখেছি।

[কানাই আসে। পুরো মাতাল।]

কানাই ॥ (নেশার গান ধরেছে)

'বাবা' বলে কাছে গিয়ে, 'শালা' বলে চড় মারি যে।
আবার 'দাদা' বলে জড়িয়ে বুকে, 'গাধা' বলে গড় করি যে।

(হরিকে) কে বাবা তুমি? পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছো? প্রীণ আলো দেখাও, আমি চলে যাই।

হরি ॥ দূর হতভাগা, বিদেয় হ। কি গন্ধরে বাবা, একেবারে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়ে ছেড়ে দিল।

কানাই ॥ (গান) কাকুকে আমি বাসি ভালো,
সে নয়কো বাসি টাটকা—আলো।
মদের সঙ্গে জমে ভালো, কুঁচো চিংড়ীর চচ্চড়ি যে।
'দাদা' বলে জড়িয়ে বুকে, 'গাধা' বলে গড় করি যে।

হরি ॥ ছিঃ ছিঃ, এই হারামী কিনা আমার ছেলে!

কানাই। হ্যাগো কত্তা, আই ম্যাম্ ইওর ছেলে, ব্যাটা ছেলে···মরদ। পুরুষ। জেন্টেলম্যান।

হরি। তোমার লজ্জা করে না, এইভাবে রোজ-রোজ মদ গিলে বাড়ী ফিরতে?

কানাই। তোমার লজ্জা করে না, এত বড় জেন্টেলম্যান মরদকে ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বকতে?

হরি। হারামী কোথাকার।

কানাই। এ্যাই খবরদার, গালি মত্ দেও ভাই। ম্যায় তুম্হারা লেড়কা হঁ, জেন্টেলম্যান লম্বী ড্রাইভার কানাই দাস। হারামজ্যাদা কাহে বোলতা হায়? বোলো মাই ডিয়ার সন, কেয়া নান্নী-মুন্নী বাচ্চা।

[হো হো করে হেসে ওঠে।]

কেমন ভড়কে গেলে বলোতো ফাদার?

হরি। তোকে ধরে চাবকাতে হয় হতভাগা।

কানাই। যাঃ মাইরী, চাব্কাবার জন্তে কেমন একটা ফুটফুটে বৌ এনে দিলাম, তাতেও কুলোচ্ছে না বাবা? ঠিক আছে, কালকেই টোটনের বিয়ে দিয়ে আর একটা বৌ নিয়ে আসব। ওদিকে দুটো বৌ, এদিকে আমরা চারজন। মায়ের ঝাঁটা, তোমার লাঠি, টোটনের লাথি, আমার খিস্তি—চালাও বোম্। দেখি শালা বৌয়েরা জেতে, না, আমরা জিতি?

(গান)

বৌ হারে না, বাবা হারে,
কোন্শালাতে হারবে দেখি?
আমি কেন হাগল হলাম?
বাবা যখন মানুষ একি?

[নিজের মনে হাসে, চায়না আসে।]

চায়না। বাবা, আপনি ভেতরে যান। আমি এঁকে নিয়ে যাচ্ছি।

হরি॥ এই আর এক হারামী। যেমন দেবা, তেমনি দেবী। হারামী কোথাকার।

[চলে যায়।]

কানাই॥ আরে ভাগ রহা হায় কিঁউ? মেরা জবাবতো শুনকার যাও।

[টলে পড়ে। চায়না ধরে।]

কে বাবা তুমি? ট্র্যাফিক পুলিশ নাকি? আমিতো কাউকে ওভারটেক করিনি বাবা, আমাকে মিছিমিছি পাকড়াচ্ছ কেন চাঁদ?

চায়না॥ ঘরে চলো।

কানাই॥ ঘরে? কার ঘরে? তোমার ঘরে? রেট কত?

চায়না॥ ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই। ভালো করে তাকিয়ে দেখো···আমি তোমার স্ত্রী।

কানাই॥ স্ত্রী! যাঃ শালা, আমার আবার স্ত্রী এলো কোত্থেকে? অনেকদিন আগে একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম বটে···কিন্তু সেকি এখনো বেঁচে আছে মাইরী? আমার ফাদার এণ্ড মাদার, আমার পূজনীয়, গুরুজন গো, বাবা আর মা, বৌটাকে ধরে এমন মারতে আরম্ভ করল—বৌটা না, মার খেতে খেতে—মার খেতে খেতে—এই, শোনো—শোনো, আমায় দুটো টাকা দেবে? তাহোলে আর একটা পাট মাল খেয়ে আসতাম।

চায়না॥ তুমি এত নীচে নেমে গেছো?

কানাই॥ ওপরে উঠলাম কবে বাবা? লেখাপড়া করতে গেলাম···বাবা এসে মাথায় চাঁটি মারল। বললে, লেখাপড়া শিখে চারটে হাত বেরুবে, না, একটা লেজ গজাবে? তার চেয়ে ড্রাইভারি শেখ্। হুঁহুঁ বাবা, লরী ড্রাইভার। পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশ বাঁ হাত বাড়িয়ে। আর ফাঁকা রাস্তার ধারে ধারে মেয়েগুলো থাকে···আড়চোখে চাউনী দিয়ে তাকিয়ে। ব্যাস্ শালা কানাই, নাম নীচে।

চায়না॥ ওসব আমাকে আর শুনিয়ে লাভ কি বলো? ঘরে চলো।

কানাই ॥ যা মাইরী, অমন ছটপট করছো কেন? আজ তোমার ঘরেই তো সারারাত কাটাব। জানো মাইরী, একদিন প্রেমে পড়ে বিয়ে করলাম। তা বৌটা না শালা এমন হারামী—নতুন বৌয়ের সঙ্গে কোথায় হনিমুন করব, তা নয়—তিনি আমাকে ঘরে ফেলে রাত জেগে যাত্রা করতে লাগলো। এ্যাক্টো গো···এ্যাক্টো। ভোরবেলা বৌটা বেটা ছেলের হাত ধরে ঘরে ফিরতে লাগলো। ব্যাস্, শালা কানাই, নাম নীচে।

চায়না ॥ তুমি তাকে বারণ করেছিলে কোনদিন?

কানাই ॥ কি বললে? বারণ? (হাসে) এই মেয়েছেলেটা কে রে বাবা? যেখানে ঘরের কর্তা, আমার বাবা, শ্রীচরণেষু পিতৃদেব, শাই পূজ্যপাদ ফাদার··· পয়সার লোভে ঘরের বৌকে যাত্রা করতে পাঠাচ্ছে, সেখানে আমি কে বাবা হরিদাস পাল, বৌকে বারণ করতে যাবো?

চায়না ॥ তাহোলে তাকে ভালোবেসেছিলে কেন? লজ্জা করেনি একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে?

কানাই ॥ লজ্জা! বেটা ছেলের আবার লজ্জা কিসের শুনি? মাঁয় মরদ হু, জেন্টেলম্যান। বুঝলে সোনামণি, লজ্জা নারীর ভূষণ! পুরুষকা লজ্জা নেহী হ্যায়।

[হাত ছাড়িয়ে চলে যায়। চায়না স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে টৌটন আসে।]

টৌটন ॥ বৌদি······বৌদি······

চায়না ॥ এত রাত হ'ল যে টৌটন?

টৌটন ॥ বলছি, দাদা ফিরেছে?

চায়না ॥ হ্যাঁ, এই মাত্র।

টৌটন ॥ একেবারে মূর্তিমান বেহায়া হয়ে তো? কি যে কপাল করেছিলে? আর বাবা—মহারাজ?

চায়না ॥ জেগেই আছে।

টোটন ॥ অর্থাৎ তোমার অষ্টোত্তর শতনাম গেয়েই চলেছে।

চায়না ॥ ও তো দু-বেলার ব্যাপার টোটন। এখন প্রথম কথাটা শুনলে পরের কথা কি হবে আমিই বলে দিতে পারি!

টোটন ॥ তা না হয় পারো। কিন্তু খারখোর গুলো?

চায়না ॥ (ম্লান হেসে) আগে আগে লাগতো, এখন আর লাগে না।

টোটন ॥ না, লাগে না আবার।

চায়না ॥ তোর বৌদি যে বাপ মরা গরীবের মেয়ে ভাই। পেটের দায়ে যাত্রার দলে অভিনয় করত! তার কি উচিত হয়েছে—তোর দাদার সঙ্গে ভালোবাসা ক'রে বিয়ে করা?

টোটন ॥ আর দাদা যেন ধোয়া তুলসী পাতা? সে তোমাকে ভালোবাসেনি?

[হরিসাধন দাঁড়িয়ে গেল ওদের ঘরের দরজায় কান পাতে।]

তোমাকে বিয়ে করতে না পারলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে বলে হুমকি দেয়নি? আজ সব ভালোবাসা উবে গেছে, না?

হরি ॥ ঘরের মধ্যে থেকে অত ভালোবাসার ধোঁয়া বেরুচ্ছে কেন?

টোটন ॥ (চেঁচিয়ে) তোমার চিতার ধোঁয়াতো বেরোয়নি। তাহোলে বুক ফাটছে কেন?

চায়না ॥ (টোটনের হাত চেপে ধরে) লক্ষ্মী ভাই আমার—

হরি ॥ হারামী কোথাকার। [মোড়ায় এসে বসে।]

টোটন ॥ এক একসময় কি ইচ্ছে হয় জানো বৌদি, ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ বুড়োটার গলা টিপে শেষ করে দিই।

চায়না ॥ ছিঃ ভাই, বাবা গুরুজন। ও কথা বলতে নেই।

টোটন ॥ কিসের ও গুরুজন? টাকার পিশাচ খালি টাকা চিনেছে। পয়সা খরচের ভয়ে—দাদার পড়া ছাড়িয়ে দিয়ে দাদাকে লরীর ড্রাইভার ক'রে দিয়েছে। আমাকে কলেজে ভর্তি হতে দিল না। বলে—উপায় কর্, পয়সা দে, তবে খেতে পাবি।

চায়না ॥ উনিও তো একা মানুষ। সবাই মিলে পয়সা না দিলে সংসার চলবে কি করে বল্ ?

টৌটন ॥ আর দাদাই গেয়োনাতো। পয়সা—পয়সা—পয়সা। বাবা ভেবেছিল, রোজগারে ছেলের বিয়ে দিয়ে কাঁড়ি খানেক টাকা পকেটে পুরবে। তা দাদা যে তোমার প্রেমে পড়ে পণ নেবেনা বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে বসবে, সে কি বাবা আর জানতো? তবু মন্দের ভালো হিসেবে তুমি মাঝে-মাঝে যাত্রা-টাত্রা ক'রে বাবার হাতে মাসে-মাসে কিছু টাকা তুলে দিচ্ছিলে : মা-মণি হওয়ার সময় থেকে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল।

হরি ॥ হ্যাঁ হলো·· মেয়ে হলো····· মেয়ে মানে, কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকার ছাদ্দ।

টৌটন ॥ (জোরে নয়) তোমার ছাদ্দের খরচ কমিয়ে ঐ-খান থেকে আমি টাকা বাঁচাব।··· তা মা-মণি ঘুমুচ্ছে ?

চায়না ॥ হ্যাঁ, একটু আগে কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল।

টৌটন ॥ যদি মা-মণি না থাকতো, আমি তোমাকে বলতাম বৌদি : এ পাপপুরী ছেড়ে তুমি চলে যাও : আবার যাত্রা করো। নাটক করো। পারলে আবার বিয়ে করো।

চায়না ॥ ছিঃ!

টৌটন ॥ কিন্তু এ-ভাবে আর কিছুদিন চললে তুমি যে মরে যাবে বৌদি। বাবার হাতে মার খাবে দাদার হাতের মার খাবে···দু'বেলা পেট ভরে তোমায় খেতে দেবে না। অথচ সংসারের প্রতিটি কাজ তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে · এ-রকম করে মানুষ বাঁচতে পারে না।

চায়না ॥ একবারতো গ্যামাক্সিন পাউডার গিলে দেখলাম টৌটন, মরণ আমার কপালে নেই, কষ্টটাই আছে। গ্যামাক্সিনে আমি মরলাম না, পেটের বাচ্চাটাই মরে গেল।

হরি ॥ এই টৌটন, ও-ঘরে অত গুজ-গুজ, ফুস-ফুস কি হচ্ছে শুনি ?

টৌটন ॥ যাই হোক না, তাতে তোমার কি ? বাড়ীর হোটেলের পয়সা যেটাই,

তবে দু-বেলা খাওয়া-থাকা জোটে। আর বেশী খবরদারী করতে যেও না বলে দিলাম।

হরি॥ দাঁড়া, বড়কা আসুক আগে।

চায়না॥ তোর দুটো পায়ে পড়ি টোটন, তুই চুপ কর্ ভাই।

টোটন॥ ঐ 'ভাই' বলেইতো আমাকে ডুবিয়েছো, তোমারও ভাই নেই··· আমারও দিদি নেই। যত জ্বালা হয়েছে তো ঐখানে। কিছু করতে পারি না। হাত চেপে ধরো, মাথার দিব্বি দাও। বসে-বসে আমাকে শুধু তোমার মার খাওয়া দেখতে হয়।······ যাক, শোনো, তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। মাসীমার খুব অসুখ।

চায়না॥ (উদ্বেগ) মায়ের অসুখ! কি হয়েছে?

টোটন॥ জানি না, আমি ডাক্তার এনেছিলাম। ডাক্তারে রোগ ধরতে পারছে না। তুমি চিন্তা ক'র না, আমিতো আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

চায়না॥ তুই আর কত সাহায্যে করবি ভাই?

টোটন॥ দিদির জন্যে একটি ভাই যতখানি সাহায্য করতে পারে, ততখানি —ইস্, একেবারে ভুলে গেছি।

চায়না॥ কি হ'ল?

টোটন॥ আমাকে এক্ষুণি একবার যতীন কাকার কাছে যেতে হবে।

চায়না॥ এত রাতে ঐ সুদখোর লোকটার সঙ্গে কি দরকার?

টোটন॥ মানতুদার হাজারখানেক টাকার খুব দরকার।

চায়না॥ হাজার টাকা! কেন?

টোটন॥ 'কেন' কি ছাই খুলে বলার লোক নাকি মানতুদা। পাগল আর কাকে বলে?

চায়না॥ যতীন-কাকার কাছে যেতে হবে না। গেলেও খালি হাতে হাজার টাকা বার করে দেবার লোক সে নয়। (গলার হার খুলে) এটা আমার বাপের বাড়ীর হার, এদের নয়, এটা অন্ত কোথাও বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে আয়।

টোটন ॥ কিন্তু তোমার গলার হার !

চায়না ॥ আমার হাতের ভাত-রুটি যখন তোর মানতুদা খেয়েছে, তখন আমার হার-বাঁধা দেওয়া টাকা নিলে, তাঁর জাত যাবে না।

টোটন ॥ মানতুদাকেতো তুমি এখনো চোখেই দেখলে না বৌদি।

চায়না ॥ তুইতো দেখেছিস। তাহলেই হবে। যা।

টোটন ॥ গোঁ যখন ধরেছ, তখন নিতে আমাকে হবেই। আর শোনো, আয়া একা পারবে না। যে-ক'দিন মাসীমার এই-রকম অবস্থা থাকবে, আমি তোমাদের বাড়ীতেই থাকব।··· আর এই আপেলটা রেখে দাও। মা-মণি কাল খুব বায়না ধরেছিল।

[আপেল দেয়।]

চায়না ॥ ভগবান তোকে কেন আমার মায়ের পেটের ভাই করলো নারে টোটন ?

টোটন ॥ করেনি ভালোই করেছে। করলে এতদিনে তোমার চামার শ্বশুরকে খুন ক'রে জেলে গিয়ে বসে থাকতাম। আমি আসি।

[চলে যায়। চায়না আপেলটা এক জায়গায় রাখে।]

হরি ॥ সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। হারামী কোথাকার !

[চায়নার কাছে আসে।]

টোটন এত রাতে হন্ হন্ করে কোথায় যাচ্ছে ?

চায়না ॥ আমাদের বাড়ীতে।

হরি ॥ কেন ?

চায়না ॥ মায়ের খুব অসুখ।

হরি ॥ অসুখতো ডাক্তার সারাবে। টোটন গিয়ে মাথায় জলপটি দেবে নাকি ?

চায়না ॥ (নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে) আপনার কি দয়া-মায়া সব-কিছু হারিয়ে ফেলেছেন ? একজনের অসুখে আর একজন সাহায্য করতে পারবে না ?

হরি॥ সাহায্য করার জন্যে অনেক লোক আছে। টোটন নিজের বাড়ী ছেড়ে পরের বাড়ী গিয়ে থাকবে কেন?

চায়না॥ পরের বাড়ী!! আমার বাপের বাড়ী, আপনার কাছে পরের বাড়ী?

হরি॥ (বিরক্ত) আরে যা-যা, ও-রকম চোখ বড় বড় করে কান্না-কান্না গলায় আর নটী-বিনোদিনী সাজিস না। (আপেলের দিকে চোখ পড়ে) এ আপেল এলো কোত্থেকে?

চায়না॥ জানি না। জানলেও বলবো না।

হরি॥ (চেঁচিয়ে) এই হারামী, চোখ রাঙিয়ে কথা বলবি না বলছি।

চায়না॥ চেঁচান। যত পারেন চেঁচান। এরপরেতো মারবেন? মারুন, তবুও আপনার নোংরা কথার কোনো জবাব আমি দোব না।

হরি॥ তা দিবি কেন? কানাই-এর মাথাটাতো আগেই চিবিয়েছিস, এবারে টোটনটাকে ছিবড়ে করতে চাস যে।

চায়না॥ এ-সব আপনি কি বলছেন বাবা?

হরি॥ আর বাবা দেখাস না হারামজাদী। আমি সব শুনি·· সব জানি। আর বসে বসে দেখি, তোর বাড় কতটা বাড়ছে।

চায়না॥ চুপ করুন বাবা, রাত-দুপুরে আর পাড়া জাগাবেন না।

হরি॥ (ক্ষেপে যায়) কি? আমি পাড়া জাগাই? রাত-দুপুরে কে তোর কাছেতে আসে আমি জানি না ভেবেছিস?

চায়না॥ বাবা!!

হরি॥ আমি জানতে চাই, যতীন কেন তোর ঘরে আসে? দে, উত্তর দে, ভয় পাচ্ছিস কেন?

[একদিকে আলো নেভে, অন্যদিকে আলো জ্বলে, সেখানে যতীন। সে সন্তর্পনে, চায়নাকে ডাকে।]

যতীন॥ চায়না······চায়না······

চায়না॥ (নেপথ্যে) কে?

যতীন ॥ আমি।

চায়না ॥ (নেপথ্যে) আসছি।

[চায়না আলোর বৃত্তে আসে।]

যতীন কাকা! আবার আপনি এত রাতে এসেছেন? আপনাকে আমি বলেছি না, এভাবে আমার কাছে আপনি আসবেন না।

যতীন ॥ তুমিতো বলেই খালাস চায়না। কিন্তু আমি পারি কই? তুমিতো জানো না চায়না, তোমার জন্যে আমার বুকটা মাঝে-মাঝে হু হু করে কেঁদে ওঠে।

চায়না ॥ আমার দুঃখের ভাগীদার হয়ে অযথা নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ আছে কিছু? আপনি যান। কোনদিন আসবেন না।

যতীন ॥ কিন্তু আমিওতো মানুষ চায়না। দোতলার জানলা দিয়ে তোমার মার খাওয়ার দৃশ্য রোজ আমাকে দেখতে হয়। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায় বলো?

চায়না ॥ আমরা ভাড়াটে. সহ্য করতে না পারলে আমাদের তাড়িয়ে দিন।

যতীন ॥ মাঝে মাঝে যে সে-রকম ইচ্ছে হয় না, তা নয়। ভাবি, তোমার ঐ মাতাল নরীওলা স্বামীটিকে আগাপাছতলা চাবকে জিজ্ঞেস করি, হাজার জন্মের তপস্যার ফলে যখন এমন একটা পরমা সুন্দরী বৌ পেয়েছিস, তখন তার জন্যে তোর একটুও মায়া হয় না? কষ্ট হয় না?

চায়না ॥ আপনার যদি আর কিছু বলার না থাকে—

যতীন ॥ অনেক কথা বলার আছে চায়না, অনেক কথা। তার আগে এই কালাকাঁদটুকু খেয়ে নাও।

চায়না ॥ আবার আপনি কালাকাঁদ এনেছেন?

যতীন ॥ সারাদিন খালি মারই খেয়েছ? পেটে কিছু পড়েনি।

চায়না ॥ না, যতীন কাকা, ওটা আপনি কাকীমার জন্যে নিয়ে যান। কাকীমা অসুস্থ মানুষ।

যতীন ॥ ঐ হয়েছে, আমার জীবনের এক রাহু। শুধু রাহু কেন··· শনি বললেই ভালো হয়। কি বলব চায়না, বিয়ের পর থেকে সেই যে বিছানাটাকে ইজারা নিয়েছে, তিরিশ বছর হয়ে গেল, বিছানা থেকে আর টেনে নামাতে পারলাম না। কবে যে মরবে?

চায়না ॥ ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই যতীন কাকা।

যতীন ॥ না বলেই বা থাকতে পারছি কোথায়? তাই মনে মনে ভাবি, তুমি যদি কানাই-এর বৌ না হয়ে আমার বৌ হতে—

চায়না ॥ এসব কি আবোল তাবোল কথা বলছেন আপনি? আপনি আমার শ্বশুরের বন্ধু···আপনাকে আমি কাকা বলে ডাকি।

যতীন ॥ কে তোমাকে 'কাকা' বলে ডাকতে বলেছে? কেন তুমি ডাক? কাকা ছাড়া কি অন্যকোনো সম্বোধন ছিল না? তোমার মত বৌ পেলে তাকে আমি সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করতাম।

চায়না ॥ যাকে পেয়েছেন তাকেই পুজো করুন। অসম্ভবকে পুজো ক'রে পুজোর মন্ত্রগুলো আর অপবিত্র করবেন না যতীন কাকা।

[আলোর বৃত্তের বাইরে চলে যায়।]

যতীন ॥ চলে গেল? নাকের ডগায় একগাদা থুথু ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল? ওঃ, আড়াইশো কালাকাঁদ। নগদ সাড়ে সাত টাকা খরচ করলাম। এই-বার নিয়ে তিন সাড়ে সাত··· মোট বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা খরচ হ'ল। শতকরা দশ টাকা সুদে খাটালে পরে প্রতি মাসে দু'টাকা পঁচিশ পয়সা ক'রে ঘরে আসত। এ কালাকাঁদ ঐ ঘাটের মড়া বৌটাকে খাওয়াব? কখনো না। কাউকে দেব না: আমি নিজেই খাব।

[এদিকের আলো নেভে। অন্যদিকে আলো। সেখানে চায়না, হরিসাধন ও কানাই।]

হরি ॥ আমি জানতে চাই, যতীন কেন তোর ঘরে আসে? তাহলে তুই উত্তর দিবি না?

চায়না ॥ না।

কানাই ॥ বা শালা, নেশাটা বিগড়ে দিচ্ছ মাইরী। ভাগাড়ের শিয়াল কুকুরের মত চেঁচামেচি কাহে করতা হ্যায় ?

হরি ॥ দেখ, দেখ কানাই...তেজ কাকে বলে দেখ। হারামী কোথাকার। বলি, টোটনের সঙ্গে তোর অত মাখামাখি কেন শুনি ?

চায়না ॥ আপনি না টোটনের বাবা! এইসব মিথ্যে বদনামগুলো তার সম্বন্ধে দিতে আপনার একটুও লজ্জা করছে না ?

হরি ॥ হ্যাঁ লজ্জা করছে। লজ্জা করছে তোর মত একটা মেয়েকে ঘরের বৌ করেছি বলে। আরো শুনে রাখ · কানাইয়ের আমি আবার বিয়ে দেব।

চায়না ॥ সেটার জন্যেই বুঝি আমার ওপর এত আদর যত্ন ? মা-মণি পেটে আসাই আমার কাল হয়েছিল, না ? সংসারে আগের মত আর ঝিয়ের অভাব মেটাতে পারি না। যাত্রা করে টাকা উপায় করতে পারি না। চায়নার যে রূপ দেখে আপনার ছেলে পাগল হয়েছিল, শরীর ভেঙে গিয়ে রূপেও ভাটা পড়ল। তাহলে আর কেন চায়নাকে ? তার আর কিসের দরকার ?

কানাই ॥ আমি কোনো কথা জানতে চাই না, আমি জানতে চাই—রাত দুপুরে কেন যতীন কাকা তোমার ঘরে আসে ?

চায়না ॥ আমি বলব না।

কানাই ॥ তবেরে।

[চড় মারে।]

চায়না ॥ বাঃ, এইতো আদর্শ স্বামীর মত কাজ।

হরি ॥ আর স্বামী-স্বামী করিস না। এরই মধ্যে তো অনেক স্বামী জুটিয়ে নিয়েছিস। ভেবেছিস—লুকিয়ে লুকিয়ে এ বাড়ী থেকে ভাত-তরকারী পাচার করলে আমার চোখে পড়বে না ? এই যে আজ সকালে দুধ-বার্লি তৈরী করলি, কার জন্যে শুনি ? এ-বাড়ীতে কার অসুখ করেছে ? কে দুধ-

বার্লি খেয়েছে ?…ঐ দেখ্ কানাই, তাকিয়ে দেখ্ ওর গলার দিকে সোনার হার গায়েব হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস কর্, কোন ভালোবাসার লোকের পেটে হারটা গিয়ে ঢুকেছে ?

কানাই ॥ হার কোথায় গেল ? কাঁহা গিয়া ?

চায়না ॥ ও হার তোমরা দাওনি। আমার বাপের বাড়ীর হার।

কানাই ॥ বকওয়াস ছোড়ো। হার যে বাড়ীরই হোক, তুমি এ-বাড়ীর বহু আয়। বৌ গো বৌ। মাথায় সিঁদুর, পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা, ঘোমটা ঢাকা বৌ।

চায়না ॥ (হেসে ওঠে) বৌ! (আবার হাসে) আর একবার বলোনাগো। আমি এ বাড়ীর বৌ, যাকে স্বামী ভালোবাসে, যাকে শশুর বাজারের নষ্ট মেয়ে না বলে 'মা' বলে ডাকে, যাকে শাশুড়ী 'চাকরানী' না ভেবে 'ঘরের লক্ষী' বলে মনে করে… হ্যাঁগো, আমি সেই বৌ তো ?

হরি ॥ ও কানাই, এ-যে ঘরের মধ্যেই যাত্রা করতে আরম্ভ করেছেরে।

চায়না ॥ শুনবেন, আপনাদের ঘরের বৌ তার গলার সোনার হারটা কাকে দিয়েছে ? যে রাতের অন্ধকারে আমার ঘরে লুকিয়ে এসে আমাকে কাগাকাঁদ খাওয়ায়, যে আমাকে দিনের পর দিন এমনি কত আপেল, আঙুর, বেদানা, কিসমিস দিয়ে যায়। তার জন্তে আমি দুধ-বার্লি রাঁধি। আরো শুনবেন ? সে আমাকে আদর করে। আমাকে জড়িয়ে ধরে।

কানাই ॥ বেরিয়ে যাও, এ-বাড়ী থেকে একুণি বেরিয়ে যাও।

চায়না ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেরিয়েতো যাবই। বললেও যাবো। না বললেও যাবো। মা-মণিকে নিয়ে জন্মের মত আমি এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো।

[মা-মণিকে আনতে এগোয়।]

হরি ॥ (পথ আটকে) মা-মণি ? তোর বাপের বাড়ীর মা-মণি নয়। কাউকে পাবি না। 'এক' কাপড়ে বেরিয়ে যাবি।

চায়না ॥ মা-মণিকে আপনারা দেবেন না ?

হরি॥ শুধু মা-মণি নয়। যে সিঁদুর তোর মাথায় আছে, সেটা নিয়েও তোকে বেরুতে দোব না।

[ধরে সিঁদুর মুছতে যায় · · চায়না বাধা দেবার চেষ্টা করে।]

চায়না॥ না-না, সিঁদুর মুছতে আমি দেব না।

হরি॥ দোব না কি? তোর বাপ দেবে।

[ধাক্কা-ধাক্কির মাঝে কোনোরকমে সিঁদুর মোছা হয়। চায়না মাটিতে পড়ে যায়, কাঁদতে থাকে।]

এবারে যা, যদি পাপের ভয় থাকে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে শুদ্ধ হোগে যা। হারামী কোথাকার!

[চলে যায়।]

চায়না॥ (কানাইকে) আর এই হাতের শাঁখাটা? এটাই বা বাকী থাকে কেন? দাও, ভেঙে দাও। তুমি আমার স্বামী, তাই না? তুমি আমার জীবন, তুমি আমার মৃত্যু, তুমি আমার নরক · · নাগো না, তুমি আমার যন্ত্রণা।

[মাটিতে আছাড় মেরে শাঁখা ভাঙে।]

এই নাও, তোমার শাঁখা। বাবার জন্তে দাসী এনেছিলে · · হাতের শাঁখার শেকল পরিয়ে। ফেরৎ দিয়ে গেলাম, অন্য দাসী এনো।

[চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়।]

মা-মণি আমার পেটে হলেও সে তোমারই মেয়ে। পারলে তাকে বাঁচিয়ে রেখো, মেরে ফেলো না।

কানাই॥ দাঁড়াও। আমার পা ছুঁয়ে বলোতো—তোমার ঘরে যতীনকাকা সত্যি আসতো?

[চায়না দাঁড়ায়।]

চায়না॥ তোমার পা ছুঁতেও আমার ঘেন্না করে।

[ছুটে চলে যায়।]

কানাই। (হেসে ওঠে) এতদিনে একটা খাঁটি কথা বলে গেলে ভাই, নে শালা কানাই, নাম নীচে।

[হাসতে থাকে। আলো নেভে।]

আমি

॥ তিন ॥

[আলো নেভা অবস্থাতেই শুনতে পাওয়া যায় অনিবাণের কণ্ঠস্বর।]

অনির্বাণ। জীবনে চাইনা কিছু আমি,
চাই শুধু এক ফোঁটা জল।
ঝিনুকের মুক্তো হতে নয়,
আঁখি হতে বিন্দু তরল।

॥ আলো জ্বলে ॥

[আলো ফোটে, আলো-আঁধারী ভাবে। মঞ্চে অনির্বাণ একা।]

অনির্বাণ। ঝরে কত বৃষ্টি বারি ধারা
বৃক্ষ-শাখে কেঁপে ওঠে ফুল।
বিজলী আলোর বাতি নিয়ে
কারে খোঁজ হৃদয় আকুল।
কারা যেন গেয়ে ওঠে গান
বেদনার করুণ ভাষায়,

কান পেতে শুনি আমি তাই,

কারা বলে, বিদায়, বিদায়।

[হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে।]

এই কে ওখানে ? আরে, কথা বলে না। এই কে ? ওখানে কি দরকার ? এই দেখ, সাড়া দেয় না। মেয়েছেলে বলে মনে হচ্ছে। এই···এই··· করছেন কি ? শুনুন···শুনুন···মনে হচ্ছে, এই এই···করছেন কি ? শুনুন ···শুনুন·

[ছুটে বেরিয়ে যায়। শোনা যায় নেপথ্যে চায়নার গলার আওয়াজ।]

চায়না॥ (নেপথ্যে) ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে।

অনির্বাণ॥ (নেপথ্যে) একটা কথাও নয়। আসুন, আসুন এদিকে।

চায়না॥ (নেপথ্যে আঃ, আঃ, ছাড়ুন হাত ছেড়ে দিন।

[চায়নাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে অনির্বাণ ঢোকে।]

ছেড়ে দিন, নইলে আমি চেঁচাব।

অনির্বাণ॥ একটাও কথা বলবেন না। চুপ ক'রে ঐ বেঞ্চে বসুন।

[চায়নাকে প্রায় জোর করে বসিয়ে দেয়।]

এত রাত্রে গঙ্গার ঘাটে কি করতে এসেছেন ?

চায়না॥ আপনি কে ? আপনাকে কথার জবাব দোব কেন ?

অনির্বাণ॥ এক থাপ্পড় মেরে গাল ফাটিয়ে দেব। পুচ্‌কে একটা মেয়ে, তার আবার গলার জোর দেখো ? ডাকছি, তা বাবুর হুশই নেই। সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তর্‌ করে নেমেই চলেছে। কি দরকার ছিল আপনার ওখানে ?

চায়না॥ এমনি, বেড়াতে এসেছি।

অনির্বাণ॥ ও, বেড়াবার যেন আর সময় পেলেন না ? এই মাঝ-রাতে গঙ্গার ঘাট যখন খাঁ-খাঁ করছে, তখন বেড়াতে বেরিয়েছেন ? এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ?

চায়না॥ আমার যা বলার আমি বলেছি। বিশ্বাস করা আর না করা, এবার আপনার ওপরে।

অনির্বাণ॥ দেখুন, আমি কচি খোকা নই। চল্লিশ অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। চুলও পেকেছে। যা বোঝাবেন, তাই বুঝব ভেবেছেন? আপনার ভাগ্য ভালো যে, সে-রকম বদ্‌লোকের পাল্লায় পড়েন নি। নইলে এতক্ষণে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে যেত।

চায়না॥ আপনি তুলে নিয়ে যাননি বলে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি চললাম। [উঠে দাঁড়ায়।]

অনির্বাণ॥ একদম উঠবেন না। বসুন।

চায়না॥ আপনি কি আমার অভিভাবক?

অনির্বাণ॥ অভিভাবকের কথা শুনে আপনি একেবারে যেন উল্টে যান। আসবার সময়ে কি অভিভাবককে বলে এসেছিলেন আমি গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছি।

[চায়না চমকে ওঠে দেখে।]

না বোঝারতো কিছু নেই। আপনার ফুলো চোখ, এলো চুল, গঙ্গারঘাট, তর্ তর্ ক'রে নামা—যে কেউ ধরতে পারবে। আচ্ছা, অকারণে মরে কি লাভ বলতে পারেন? (বিড়ির কৌটো থেকে বিড়ি বার করতে করতে) আপনার ঐ দেহটা নিয়ে গঙ্গা জলের কোন লাভ হবে না। আর যে কারণে আপনি মরবেন, গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার সঙ্গে-সঙ্গে সেটারও কি কোনো সুরাহা হয়ে যাবে?

চায়না॥ অন্ততঃ অশান্তির আগুনেতো জ্বলব না।

অনির্বাণ॥ মরে গেলেতো কিছুই পাবেন না। না শান্তি, না অশান্তি, পাগলামি ছাড়ুন, বাড়ী ফিরে যান।

চায়না॥ (দৃঢ় কণ্ঠে) না।

অনির্বাণ॥ বেশ, তাহলে আপনাকে একটু সবুর করতে হবে। আমার এক

বন্ধু এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেলে সে-ও চলে যাবে, আমিও চলে যাব। তখন আপনার যা খুশী তাই করবেন।

[চায়না নীরব। অনির্বাণ বিড়ি ধারায়।]

আপনি কে, জানতে আমি চাই না। কোথায় থাকেন, তাও জানার দরকার আমার নেই। কি আপনার দুঃখ, জিজ্ঞাসা করলে আপনি বলবেন না। তবে এটা জেনে রাখুন—আমার মত মৃত্যুকে কাছাকাছি খুব কম লোকই দেখেছে। তাই মৃত্যুর রূপটা আমি জানি, চিনি, বুঝি। শুধু লোকসান দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করার পক্ষপাতি আমি নই। হ্যাঁ, যদি লাভ থাকে, মরতে আমার আপত্তি নেই।

[এমন সময় মাথায় কালো চাদর মুড়ি দিয়ে বিকাশ আসে।]

বিকাশ ॥ অনির্বাণ ?

অনির্বাণ ॥ আছি।

বিকাশ ॥ ঝড় আছে ?

অনির্বাণ ॥ না, একটা মেঘ আছে। তবে ও মেঘে বৃষ্টি হবার ভয় নেই।

বিকাশ ॥ মেঘ ! (তাকায়। চায়নাকে দেখে) ও, ঐটে ? জোটালি কোথেকে ?

অনির্বাণ ॥ জোটাইনি, জুটে গেছে। আমার চলে যাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবে বলে কথা দিয়েছে।

চায়না ॥ আমি কাউকে কোনো কথা দিইনি।

বিকাশ ॥ বেঁচে থাকবে বলে ! বুঝতে পারলাম না।

অনির্বাণ ॥ আমিও সব বুঝতে পারিনি। ছেড়ে দে ও-কথা···সময় কম। এনেছিস ?

বিকাশ ॥ হ্যাঁ, এই নে।

[একটা প্যাকেট দেয়।]

অনির্বাণ ॥ গুলী ?

বিকাশ॥ লোড করা আছে, সঙ্গে এক-বাক্স ফিরেও দিয়েছি। তবে শুধুমাত্র—

অনিবাণ॥ জানিরে বাবা জানি, আত্মরক্ষার জন্যে।

বিকাশ॥ তোর ওপর হুকুম হয়েছে, তুই গুমানীতে গিয়ে কাজ করবি। ওখানে সংগঠনকে আরো জোরদার করে তুলতে হবে। মাঠের জন-মজুর, ছোট-ছোট চাষী আর আশে-পাশের গ্রামের বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিবি।

অনির্বাণ॥ বেশ, আর কিছু?

বিকাশ॥ মনে রাখবি, ওখানে বিরোধী পক্ষ অত্যন্ত প্রবল। বড়লোক চাষীদের বাস। ধরতে গেলে এক একটা সব ক্ষুদে জমিদার। মৌচাকে ঢিল পড়লে হুল্ ফোটাবার জন্যে তেড়ে আসবেই।

অনির্বাণ॥ মৌমাছির কাজ মৌমাছি করবে। আমার কাজ আমি ক'রে যাব।

বিকাশ॥ সেইজন্যেই কালকের মিটিং-এ গুমানীতে যাবার জন্যে তোরই নাম উঠেছে। মাথা ঠাণ্ডাওলা লোক না হ'লে ওখানে সংগঠন বাঁচিয়ে রাখা মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে। শত্রুপক্ষ গরম মাথার ফায়দা ওঠাবে।

অনির্বাণ॥ ঠিক আছে। আজ ভোরেই আমি যাচ্ছি। আর এ-দিকের খবর কি?

বিকাশ॥ ভালো নয়, সরকারের নতুন আইন চালু হওয়ায় আমরা এখন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেছি, সেতো তুই জানিস।

অনির্বাণ॥ আর সেই মামলার লেটেস্ট খবর কিছু পেলি?

বিকাশ॥ খবর বলতে—পুলিশ এখনো হাল ছাড়েনি। জোতদার খুনের আসামী হিসাবে তোকেই খুঁজছে। আমি যাই। মনে হ'ল ওদিকে মোড়ের মাথায় পুলিশের দুটো কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে।

অনির্বাণ॥ হ্যাঁ, যা। আর শোন, যদি পারিস, এই কপিগুলো একটু নব-পত্রিকা প্রেসে পাঠিয়ে দিসতো।

[এক তাড়া কাগজ দেয়।]

বিকাশ॥ তুই কখন লিখিস বলতো ?

অনির্বাণ॥ আমি তো লিখি না। কপিঞ্জল লেখে।

বিকাশ॥ ঐ কপিঞ্জলের জন্তে একদিন তোকে চোখের জল ফেলতে হবে, দেখিস ?

অনির্বাণ॥ জীবনে চাইনা কিছু আমি,
চাই শুধু আমি এক ফোঁটা জল
ঝিনুকের মুক্তো হ'তে নয়,
আঁখি হতে বিন্দু তরল।

বিকাশ॥ কপিঞ্জলের কবিতা বুঝি ?

অনির্বাণ॥ হ্যাঁ। তুই আর দেরি করিস না। চলে যা।

বিকাশ॥ যাই। সাবধানে থাকবি। (যেতে গিয়ে ঘোরে) টাকার যোগাড় করতে পেরেছিস ?

অনির্বাণ॥ হ্যাঁ।

বিকাশ॥ কত ?

অনির্বাণ॥ হাজার খানেক।

বিকাশ॥ ধার করলি ?

অনির্বাণ॥ নইলে কোথায় পাব।

বিকাশ॥ ঠিক আছে, তুই গুমানিতে যা। সংগঠনের জন্তে প্রাথমিক খরচ একটা লাগবেই। ওর থেকেই খরচ কর। পরে পার্টিফাণ্ড থেকে ওটা মিটিয়ে দেওয়া হবে। চলি।

[সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দ্রুত চলে যায়।]

চায়না॥ আপনার নাম তো বুঝলাম অনির্বাণ। কপিঞ্জল কার নাম ?

অনির্বাণ॥ এক কবি ! কবিতা লেখে। যার সঙ্গে অনির্বাণের কোনো মিল নেই। অনির্বাণের হাতে থাকে পিস্তল। কবির হাতে থাকে কলম। অনির্বাণ উত্তাপ। কবি স্নিগ্ধ। অনির্বাণ বলে, সামনে লড়াই, জোট বাঁধো ; এগিয়ে চলো, আদায় করো। কবি বলে—

কারা যেন গেয়ে ওঠে গান

বেদনার করুণ ভাষায়,

কান পেতে শুনি আমি তাই,

কারা বলে, বিদায়, বিদায়—

[পুলিশের বাঁশী বেজে ওঠে। চায়না চমকে যায়। অনির্বাণ সচকিত।]

পুলিশের বাঁশী? বিকাশ···বিকাশ কি ধরা পড়ল?

চায়না॥ (ভয়ে) পুলিশ? পুলিশ কি আপনাদের খুঁজছে?

অনির্বাণ॥ না খুঁজলে এই মাঝরাতে গঙ্গার ঘাটে দুই বন্ধুতে চুপি চুপি অভিসারে বেরুবো কেন?

চায়না॥ কেন? পুলিশ আপনাদের খুঁজছে কেন?

অনির্বাণ॥ বেচারীদের যে অনেক রাতের ঘুম আমরা কেড়ে নিয়েছি। আমি যাই। দেখি, বিকাশ ধরা পড়ল কি না—

[যেতে চায়। চায়না অনির্বাণের হাত চাপে ধরে।]

চায়না॥ না, আপনি ওদিকে যাবেন না। আপনি পালান।

অনির্বাণ॥ কিন্তু, বিকাশ—

চায়না॥ ধরা পড়লেও আপনি একা তাকে বাঁচাতে পারবেন না। উল্টে নিজেই ধরা পড়ে যাবেন। আর দেরী করবেন না।

[নেপথ্যে পুলিশের বাঁশী।]

যান আপনি। আর দেরী করবেন না।

অনির্বাণ॥ যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। আর হয়তো কোনোদিন আমাদের দেখা হবে না। জীবন-যুদ্ধে মরে যাওয়াটা খুবই সোজা। বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে শক্ত কাজ। আপনাকে সেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। আপনাকে বাঁচতে হবে। যদি আপত্তি না থাকে, আপনার নামটা?

চায়না॥ চায়না।

অনির্বাণ ॥ চায়না! চায় না। জানিনা কে কে আপনাকে চায় না? কেনই বা চায় না। আমি কিন্তু আপনার বেঁচে থাকাটাই চাই।

[বিড়ি ধরাতে যায়।]

চায়না ॥ না। আগুন জ্বালাবেন না। ওরা বুঝতে পারবে। আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান।

অনির্বাণ ॥ হ্যাঁ চলি।

চায়না ॥ দাঁড়ান। 'চলি' নয়, বলুন, 'আসি'।

অনির্বাণ ॥ (হেসে) আসি। (যেতে গিয়ে ঘোরে) মনে রাখবেন, চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না।

[চলে যায়।]

চায়না ॥ (নিজের মনে) চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না। চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না।···আমাকে বাঁচতে হবে। জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ···তাহলে কি আবার সেই নাটক! আবার সেই যাত্রা! পুরোনো জীবনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভালোবাসার জোয়ারে—নতুন জীবনকে পেতে চেয়েছিলাম। পেলাম না। তীরে পৌঁছোবার আগেই ভাটা পড়ে গেল। উল্টো স্রো'তে ফিরে চললাম আবার সেই পুরোনো জায়গাটাতে।

অনির্বাণ ॥ (নেপথ্যে) চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না।

চায়না ॥ (সিঁথিতে হাত দেয়) আমিও আর চাই না। সিঁথির সিঁদুরতো মুছে দিয়েছে। মা-মণিকে কেড়ে নিয়েছে। আর কেন? এবারে ওঠ্ চায়না। পায়ের ওপর ভর দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়া। এবারে পুরোনোটাকেই বুকে আঁকড়ে ধরে আর একবার নতুনকে খুঁজে পাবার চেষ্টা কর। সাবধান, আর যেন ভুল করিস না চায়না। আর যেন মাতাল হয়ে পড়িস না। চলতে গিয়ে আর যেন তোর পা টলে না।

[নেপথ্যে পুলিশের বাঁশী।]

—তোর জীবনে মূল মন্ত্র হবে. চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না। এবারে তুই

ছোট। পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে ছোট। ছোট চায়না। ছোট।

[নেপথ্যে পুলিশের বাঁশী বাজছে। চায়না ছুটছে।]

অনির্বাণ॥ (নেপথ্যে) চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না।

[আলো নেভে। অন্ধকারে নেপথ্য থেকে শোনা যায় অনির্বাণের কণ্ঠস্বর।]

অনির্বাণ॥ (নেপথ্যে) জীবন যুদ্ধে মরে যাওয়াটা খুবই সোজা, বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে শক্ত কাজ। আপনাকে সেই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হবে। আপনাকে বাঁচতে হবে। যদি আপত্তি না থাকে আপনার নামটা?

আমি

॥ চার ॥

[আলো জ্বলে। আলো ফিরে এসেছে সেই পুরোনো দৃশ্যটিতে, যেখানে অনির্বাণের দেওয়া প্যাকেট হাতে আত্মা। অনির্বাণ দাঁড়িয়ে আছে।]

অনির্বাণ॥ দুঃখিত। সত্যিই আমি খুবই দুঃখিত। এ-ভাবে যে আবার ওনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। যাক, প্যাকেটগুলো দাও, আমি চলি।

আত্মা॥ আপনার পরিচয়টা—

অনির্বাণ॥ ধরো, আমি এক ভবঘুরে। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে—দাঁড়াও, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিই।

[বিড়ি ধরাতে থাকে।]

আত্মা॥ আচ্ছা, আপনি কি সেই অনির্বাণবাবু?

অনির্বাণ॥ কি ক'রে বুঝলে?

আন্না ॥ আপনার ঐ বিড়ি খাওয়া দেখে।

অনির্বাণ ॥ বিড়ি খাওয়া দেখে!

আন্না ॥ হ্যাঁ, দিদি বলছিল, পুলিশ আপনাকে ধরবার জন্যে বাঁশী বাজাচ্ছে, তখনও আপনি বিড়ি খাবেন বলে দেশলাই জ্বালতে যাচ্ছেন।

অনির্বাণ ॥ তোমার দিদি তোমায় সব বলে বুঝি?

আন্না ॥ কেন বলবে না? আমি যে দিদির বন্ধু।

অনির্বাণ ॥ আমাকে তোমার দিদি কিন্তু সেদিন কিছু বলেনি। কে জানে আমি তার শত্রু কি না। তোমার দিদিতো আমাকে দেখে ছুটে পালিয়েই গেলো। তা তুমি আমাকে তোমার বন্ধু ক'রে নেবেতো ভাই?

আন্না ॥ বারে, আপনি ব'লে বয়সে কত বড়?

অনির্বাণ ॥ তাতে কি হয়েছে? রবি ঠাকুরের কবিতা পড়নি?

'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি থাকেন তফাতে।'

তোমার নাম বলো?

আন্না ॥ আমার নাম আন্না।

অনির্বাণ ॥ বাঃ, একজনের নাম, চায় না—চায়না, আর একজনের নাম, আর না—আন্না। ভালই হ'ল, আমি অনির্বাণ, তুমি আন্না।

অ-এ অনির্বাণ এলে পরে,
আ-এ আন্না চা সে করে।

আন্না ॥ বারে, মুখে-মুখে এক্ষুণি কবিতা বানালেন কি করে?

অনির্বাণ ॥ মনে এল, বলে দিলাম।

আন্না ॥ আর দিদি? দিদি তখন কি করবে?

অনির্বাণ ॥ তোমার দিদি? চ-এ চায়না দেবী চুপ করে রে—

আন্না ॥ বারে, দিদির বেলায় 'দেবী'। আর আমার বেলায় শুধু আন্না কেন?

অনির্বাণ ॥ ইস্, দারুণ ভুল হয়ে গেছেতো। দাঁড়াও, শুধরে নিচ্ছি।

আমা দেবী ছোট্ট বেবি,
পড়ে শুধু / অ-আ-এ-বি।
কচি মুখে পাকা কথা
শোনায় ভীষণ হেভী হেভী।

[আমা হাততালি দিয়ে ওঠে।]

এবার তাহলে যাই? আর হ্যাঁ, তোমার দিদিকে বলে দিও—সেদিন বেশ ভালো ভাবেই পালাতে পেরেছিলাম। মাঝে যে ওনার জন্যে চিন্তা হয়নি তা নয়, হয়েছে। যদি পুলিশ ওনাকে ধরে, উনি কি বলবেন? কি ওনার পরিচয়? কেন সেদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন? এখানে আর কে কে ছিল?—এই রকম আবোল-তাবোল অনেক কিছু···তারপর কাজ নিয়ে মেতে যাই।

আমা॥ কি কাজ আপনি করেন?

অনির্বাণ॥ কাজ? "নাহি মোরা ভীরু সংসারী,
বাঁধি না আমরা ঘর-বাড়ী।
দিয়েছি তোদের ঘরের সুখ,
আঘাতের তরে মোদের বুক।
চাইনা ধর্ম, চাইনা কাম,
চাইনা মোক্ষ, সব হারাম (অপবিত্র)
আমাদের কাছে, শুধু হালাল (পবিত্র)
দুষমন খুন লাল সে লাল॥"
—(নজরুল ইসলাম)

বুঝলে?

আমা॥ কিছুই বুঝলাম না।

[চায়না আসে।]

কিরে দিদি, তুই তখন অমনি করে ছুটে পালিয়ে গেলি কেন?

চায়না॥ মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল।

আন্না॥ অনির্বাণদা কি ভাবল বল্ দেখি?

চায়না॥ (হেসে) পরিচয় হয়ে গেছে?

অনির্বাণ॥ হ্যাঁ হ'ল। পরিচয় হ'ল, বন্ধুত্ব হ'ল, আর সেই সঙ্গে ধন্যবাদ যে, আপনার সঙ্গে আবার—দেখা হয়ে গেল।

চায়না॥ বৃষ্টির ভয়েতে আপনি এখানে ঢোকেন নি অনির্বাণবাবু।

অনির্বাণ॥ (কিছুক্ষণ তাকিয়ে) আপনি বুদ্ধিমতী, ঠিকই ধরেছেন, বৃষ্টির ভয়ে নয়, পুলিশের ভয়ে···কার বাড়ী না জেনেই ঢুকে পড়েছিলাম।

আন্না॥ পুলিশ আপনাকে খোঁজে কেন?

অনির্বাণ॥ ওটা যে পুলিশের ধর্ম ভাই, মুচি ছেঁড়া জুতো খোঁজে, নাপিত দাড়ি খোঁজে, গরু ঘাস খোঁজে আর পুলিশ—

[হেসে ওঠে।]

চায়না॥ চা খাবেন না?

অনির্বাণ॥ আর একদিন খাবো'খন।

চায়না॥ কবে আসবেন?

অনির্বাণ॥ তারিখ বলতে পারবো না। তবে যদি এখানে থাকি নিশ্চয়ই আসব।

চায়না॥ জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে বলেছিলেন? জয়ী হয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন না তো?

অনির্বাণ॥ ও-কথাতো আমি বলিনি। আমি বলেছিলাম, জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে শক্ত কাজ। আপনাকে সেই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

চায়না॥ চেষ্টা আমি করেছি।

অনির্বাণ॥ তাইতো আবার দেখা হ'ল। চলি—

চায়না॥ না।

অনির্বাণ॥ (অবাক) না? যাব না?

চায়না ॥ নিশ্চয়ই যাবেন, আপনিও থাকবেন না···আমিও আপনাকে থাকতে বলব না।

অনির্বাণ ॥ তবে?

চায়না ॥ 'চলি' নয়···বলুন 'আসি'।

অনির্বাণ ॥ (হেসে) বেশ, আসি।

চায়না ॥ আসুন।

[আমার হাত থেকে প্যাকেট নিয়ে চলে যায়। চায়না তাকিয়ে থাকে যাবার পথের দিকে। আলো নেভে।]

আমি

॥ পাঁচ ॥

[আলো নেভা অবস্থাতেই শোনা যায় সঙ্গীত :]

॥ আলো জ্বলে ॥

[আলো জ্বললে দেখা যায়—যতীন আর হরিসাধনকে।]

হরি ॥ না-না যতীন, তা হয় না, আমার ছেলে হবে কিনা ঘর-জামাই!

যতীন ॥ আরে বুঝছো না কেন? ওতো নামে ঘর-জামাই। বুড়োরতো ঐ একমাত্র মেয়ে। হাজার অসুখে ধুঁকছে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে একবছর ও বাঁচবে কিনা সন্দেহ আছে···তখনতো ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে আসবে, উল্টে মেয়ের বাপের সম্পত্তিটাও তখন তোমার একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে।

হরি। লোভ যে লাগছে না, তা নয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যে যে মরবে গ্যারাণ্টি কোথায়? আরো কুড়ি বছর বাঁচতেওতো পারে। তার আগে

হয়তো আমিই মরে যাব···না বাপু, ও ঘর-জামাই-এর মধ্যে আমি নেই। ঘরজামাই মানে ছেলে হাতছাড়া···ছেলে তখন শ্বশুরকে কলা দেখাবে···আর বাপকে কলার ছোবড়া দেখাবে।

যতীন॥ কিন্তু সম্বন্ধটা খুব ভালো ছিল।

হরি॥ তুমি কত কমিশন পাচ্ছিলে বলোতো যতীন?

যতীন॥ কমিশন? আমি?

হরি॥ আচ্ছা বেশ, কমিশন কথাটা বাদ দাও। দালালী? ওটাও না হয় বাদ দাও। ঘটক-বিদায়?

যতীন॥ দেখ হরিসাধন, তুমি জান—

হরি॥ আমি তোমাকে খুব ভাল ভাবেই জানি যতীন। ভাত খেতে বসেও হিসেব কর। ভাতগুলো না খেয়ে সুদে খাটালে মোট লাভ কত হবে। ঐ যে নবাব পুত্তুর আসছেন।

[টোটন ঢোকে।]

এতক্ষণে নবাব-নন্দন দর্শন দিলেন। তা যাওয়া হয়েছিল কোথায়?

টোটন॥ কেন, নিজে নবাব হয়ে জানো না, নবাব পুত্তুরেরা কোথায় থাকে? নাকি তোমার নবাবী এখন লাটে উঠে গিয়ে তুমি পাক্কীর বাঁট হয়ে গেছ?

হরি॥ এই হারামজাদা, বাপের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় শিখিসনি?

টোটন॥ যেমন বাপ, সেই রকম কথা। তা দাদার বিয়ে আবার কবে দিচ্ছ?

যতীন॥ দেখ না টোটন, একটা ভালো সম্বন্ধ নিয়ে এলাম, তা হরিসাধন—

হরি॥ তুমি থামবে যতীন? আমার ছেলের বিয়ে আমি কোথায় দোব, সেটা আমি বুঝব, তুমি নয়। (টোটনকে) হ্যাঁরে, তোর বৌদিতো আবার পুরোদমে যাত্রা-নাটক করছে, না?

টোটন॥ বৌদি নয়, দিদি। বৌদি নামতো তুমিই ঘুচিয়ে দিয়েছো।

হরি॥ হ'লয়ে বাবা হ'ল, দিদিই না হয় হ'ল। মাসে কি রকম রোজগার করছেরে?

টোটন ॥ শুনলে এক্ষুণিতো হার্টফেল করবে।

হরি ॥ তবু বল্‌না, শুনি।

টোটন ॥ কোনো মাসে বারোশো, কোনো মাসে পনেরোশো ··· আবার সিজ্‌ন্‌ পড়লে আরো বেশী।

হরি ॥ (দীর্ঘশ্বাস ওঃ, সেই মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি ? কেন, এ-বাড়ীতে থেকে যাত্রা করলে কি ক্ষতিটা হ'ত শুনি ?

টোটন ॥ তোমার গব্‌ভে গিয়ে ঢুকতো।

হরি ॥ হ্যাঁরে, আমাদের কথা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে ?

টোটন ॥ মা-মণির খোঁজ-খবর নেয়।

হরি ॥ আর আমার ?

টোটন ॥ তোমার নাম করে মাটিতে থুথু ফেলে।

হরি ॥ যাঃ, তুই বড় বাড়িয়ে বলিস।

টোটন ॥ কেন, ঠ্যাঙাতে না পেরে হাত নিস্‌পিস্‌ করছে বুঝি ?

হরি ॥ তোরা খালি আমার ঠ্যাঙানিটাই দেখলি, চায়নাতো আমার মেয়ের মত। তাকে বকব, মারব, আদর করব। উঃ, মাসে হাজার ··· বছরে বারো !

টোটন ॥ তা গিয়ে একদিন পায়ে ধরে দেখো না, যদি ফিরে আসে।

হরি ॥ আমি বাবা, সে মেয়ে। পায়ে ধরতে ক্ষতিটা কি শুনি ? হ্যাঁরে, বছর দু'য়েক হ'ল আবার যাত্রা করছে, না ? উঃ, দু'বছরে চব্বিশ হাজার টাকা। একদিন চলোনা যতীন, বেড়াতে বেড়াতে যাই।

যতীন ॥ আমি ? মানে চায়নার বাড়ীতে ?

হরি ॥ দাঁড়াও, আমি পাঁজি দেখে একটা শুভদিন বার করি।

[চলে যায়।]

টোটন ॥ তারপর যতীন কাকা, দিদিকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে বুঝি ?

যতীন ॥ একটু আস্তে বল্‌ টোটন, হরিসাধন যদি শুনে-টুনে ফেলে—

টোটন॥ তা যাবার সময় আড়াইশো কালাকাঁদ নিয়ে যাবেন তো? নইলে দিদি খুব রাগ করবে কিন্তু।

যতীন॥ আজ দু-বছর হয়ে গেল, এখনো তোমার রাগ গেলো না টোটন। চায়না তোমাকে বলে দেবার পর আমিতো তোমার কথামত দশবার কান ধরে উঠ্‌বোস করলাম ভাই।

টোটন॥ তাই এখনো দিদির বাড়ীর সামনে গিয়ে ঘুর ঘুর করেন। জান্‌লা দিয়ে উঁকি মারেন। যেদিন আমার চোখে পড়বেন না, সেদিন সিধে হাসপাতালে পাঠিয়ে দোব বলে দিলাম। যান, চলে যান।

যতীন॥ এই তো যাচ্ছি। ও নরেশ···নরেশ, দাঁড়াও, আমিও যাব।

[চলে যায়।]

টোটন॥ শালা, নরেশ কাকা কখন অফিসে চলে গেছে। আর হারামী এখন নরেশকে ডাকছে। শয়তানের জাসু।

[ছুটতে ছুটতে ভুটকো ঢোকে।]

ভুটকো॥ (হাঁপাচ্ছে) এই টোটন, টোটন—

টোটন॥ কিরে ভুটকো, কি হয়েছে?

ভুটকো॥ এসে গেছে।

টোটন॥ কে এসে গেছে?

ভুটকো॥ ঐ পাপাই ধরে নিয়ে আসছে। বাব্বা, এতদিনে এবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বে।

টোটন॥ দূর ছাই, কে আসছে বলবি তো?

ভুটকো॥ কে আবার? মানতুদা।

টোটন॥ (আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে) মানতুদা! কোথায়?

[পাপাই-এর হাতে প্রায় বন্দী হয়ে অনির্বাণের প্রবেশ।]

পাপাই॥ এই নে টোটনদা, আসামী হাজির।

টোটন॥ মানতুদা!

অনির্বাণ॥ খুব অবাক হয়ে গেছিস মনে হচ্ছে ?

টোটন॥ অবাক হব না ? সেই দু-বছর আগে, বলা নেই, কওয়া নেই, দুম্ করে যে ডুব মারলে আর পাত্তাই নেই।

অনির্বাণ॥ এসেও ছিলাম তো দুম্ করে।

পাপাই॥ তা অবশ্য এসেছিলে। কিন্তু ঐ দুম্ করে এসেইতো আমাদের বারোটা বাজালে।

ভুটকো॥ করতাম পাড়ায় রকবাজি। তুমি এসে যে কানে কি মন্ত্র দিলে—

পাপাই॥ এখন ক্যারাম টুর্ণামেন্ট বন্ধ হয়ে গেল।

ভুটকো॥ ব্যাটমিণ্টনের র‍্যাকেট ইঁদুরে কেটে দিল।

টোটন॥ নাটকের রিহার্স্যাল শিকেয় উঠে গেল।

অনির্বাণ॥ ভাবছিস কেন, আবার সব শুরু হবে। টোটন, তুই হয়তো ভেবেছিস, মান্তুদা জোচ্চর। হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল।

[বিড়ি ধরায়।]

টোটন॥ (জোরের সঙ্গে) কক্ষনো না। একদিনের জন্যেও আমি ও-সব কথা ভাবিনি। আমি জানতাম, তুমি আসবেই।

অনির্বাণ॥ হয়তো আরো আগে আসতে পারতাম। গুমানীতে ধান কাটার ব্যাপারে ছুরি খেয়ে ছ'মাস হাসপাতালে পড়েছিলাম কিনা।

ভুটকো॥ সে কি ?

পাপাই॥ এখন কেমন আছো মানতুদা ?

অনির্বাণ॥ একেবারে ভালো। ছুরির দাগটা ছাড়া আর কিছু নেই। তা হ্যাঁরে পাপাই, আমার ঘরটা আছেতো ? নাকি বকেয়া ভাড়ার জন্যে বাড়ীওলা ঘরের তালা ভেঙে আমার ভাঙা চৌকি আর মাটির কুঁজো বাজেয়াপ্ত করেছে ?

পাপাই॥ তাহলে বাড়ীওলাকে সিধে ওপরওলার কাছে চলে যেতে হত।

[ওপরের দিকে আঙুল তুলে দেখায়। সবাই হাসে।]

অনির্বাণ ॥ এসেছি পরশু। এক বন্ধুর বাড়ীতে দুদিন ছিলাম। শোন্ টোটন, আজ আর রুকারে ভাত বসাব না। তোর বৌদিকে বলবি, দু-খানা রুটি যেন পাঠিয়ে দেয়। আর এই নে ভাই টাকাটা। তোর বৌদির হারটা ছাড়িয়ে নিবি।

[টোটন টাকা নেয়। তবে মুখ নীচু করে বসে থাকে।]

ডাকনা ভাই একবার তোর বৌদিকে। আলাপ করে যাই। সত্যি, উনি আমার যা উপকার করেছেন, জীবনে তা ভোলাবার নয়। অসুখ করেছে, কোথায় সাবু, কোথায় বার্লি, ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছেন, ভাত-রুটি-তরকারি তোর হাত দিয়ে আমার কাছে গেছে। এমন কি শেষকালে নিজের গলার হারটা পর্যন্ত। ডাক ভাই, আমি তার কিছু উপকার করতে পারি, আর না পারি, অন্ততঃ একটু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাই।

টোটন ॥ আর কাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে মানতুদা? বৌদি আর এখানে থাকে না।

অনির্বাণ ॥ সে কি? বৌদি এখানে থাকে না মানে? কি বলছিস তুই?

টোটন ॥ হ্যাঁ মানতুদা। সেদিন তুমিও চলে গেল, বৌদিও এ-বাড়ী ছাড়ল।

অনির্বাণ ॥ কেন?

টোটন ॥ সে অনেক কথা। সে-সব কথা আমি তোমাকে বলতে পারব না মানতুদা। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, বৌদি মরেনি। বরং আগের চেয়ে এখন অনেক সুখে আছে। ও কথা ছাড়ো, এখন তোমার ঘরে চলো। খাবারের ব্যবস্থা আমি করছি। তার আগে তুমি আমাদের ব্যবস্থা করতো।

পাপাই ॥ হ্যাঁ মানতুদা, হাতে-পায়ে যা জং ধরেছে না, ও তুমি ছাড়া কেউ ছাড়াতে পারবে না। আবার তোমার ঘরটাকে নরক বানিয়ে তুলি।

ফুটকো ॥ টেনে ক্যারাম আর ফুটবল টুর্নামেন্ট।

টোটন ॥ আর সেই সঙ্গে নাটক—

[আলো নেভে।]

আমি

॥ ছয় ॥

[আলো জ্বলে। আলোতে অভ্র দাঁড়িয়ে।]

অভ্র॥ হ্যাঁ, নাটক। আজকের নাটক 'ইতিহাস কাঁদে'। মঞ্চের ওপর একটা অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়েছে। চরিত্রগুলো এখনো মঞ্চে এসে হাজির হয়নি। দূর থেকে ভেসে আসছে এক অদ্ভুত হাসির আওয়াজ। এক হতভাগিনী মা তার অসুস্থ ছেলে বাবুলকে বাঁচাতে নিজের দেহের বিনিময়ে সংগ্রহ করে এনেছে ডাক্তারের ভিজিট আর ওষুধ কেনার পয়সা।···চায়না দেবী, স্টার্ট, এ্যাকসন।

[চায়না ঢোকে। হতাশা, কান্না আর মদের প্রভাবে এক অপ্রকৃতিস্থ ভঙ্গী।]

চায়না॥ (হাসছে) আমার বাবুল বাঁচবে। আর আমার বাবুলকে কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তুমিও না, কেউ না। [হাসে]

অভ্র॥ রমলা, তুমি অমন করছ কেন রমলা। থামো রমলা, হাসি থামাও।

চায়না॥ তুমি বেকার। ডাক্তার দেখাবার তোমার পয়সা নেই। কি বোকা, কি বোকা তুমি। এত সহজে পয়সা উপায় করা যায়, কই, তুমিতো আমায় আগে বলনি ?

অভ্র॥ কিসের উপায় ? কোথায় পয়সা ?

চায়না॥ এই দেখ বাবুল, আমি তোর জন্যে কত টাকা নিয়ে এসেছি। আরো আনব, অনেক···অনেক টাকা—

অভ্র॥ এত টাকা ! এত টাকা তুমি কোথায় পেলে রমলা ?

চায়না ॥ কোথায় পেলাম ? কোথায় পেলাম বলোত ? কিন্তু জানো, লোকটা না কত ভালো···কত দয়া। সে বলেছে—আমাকে আরো···আরো টাকা দেবে।

অভ্র ॥ (চিৎকার) রমলা।

চায়না ॥ আঃ, চেঁচিও না। বাবুলের ঘুম ভেঙে যাবে যে। (হাসে) এখন ডাক্তার আসবে। বাবুলকে ওষুধ খাওয়াবে। কি মজা হবে বলোত ? কি মজা হবে, না ?

[কথা জড়িয়ে গিয়ে টলে পড়ে যায়। যেন বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। অভ্র এসে চায়নাকে ধরে।]

অভ্র ॥ রমলা—রমলা, ওঠো রমলা। তাকাও আমার দিকে, তাকাও।

[চায়না কোনরকমে তাকায়। চিৎকার করে ওঠে অভ্র।]

রমলা ! তুমি মদ খেয়েছ ?

[ছিটকে চলে আসে অন্য দিকে।]

চায়না ॥ জানো, প্রথমে বড় ঝাঁঝ লাগছিল। কেমন যেন তেতো তেতো। বুকটা না জ্বলছিল।

অভ্র ॥ (মাথার চুল ছিঁড়তে চায়) রমলা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না রমলা।

চায়না ॥ আমিওতো প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। আমিতো টাকা ধার করতে গিয়েছিলাম। কত কাঁদলাম, দু-পায়ের ওপর মাথা খুঁড়লাম। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল···দেখলাম, বাবুল কাঁদছে, বাবুল আমায় ডাকছে —মা, মাগো, আমি মরতে চাই না মা, আমি বাঁচতে চাই···আমি মরতে চাই না মা, আমি বাঁচতে চাই, আমি মরতে চাই না মা, আমি বাঁচতে চাই।

অভ্র ॥ রমলা—

চায়না ॥ আমি চিৎকার করে উঠলাম, বা-বু-ল।

[কাঁদে, তারপরই পাগলের মত হেসে ওঠে।]

অভ্র॥ রমলা—

চায়না॥ (হাসি থামিয়ে চোখে জলন্ত দৃষ্টি এনে) তারপর ঝড় এল—

অভ্র॥ না—

চায়না॥ ঘরের দরজায় খিল পড়ল—

অভ্র॥ না—

চায়না॥ আলো নিভল—

অভ্র॥ (চেঁচিয়ে) না।

[চায়নার স্বর তীব্র হয়। অভ্র হাততালি দেয়। রিহার্স্যাল শেষ হয়।]

অভ্র॥ অপূর্ব, অপূর্ব চায়নাদেবী। পিকিউলিয়ার। আপনার প্রশংসা করার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। সত্যি কথা বলতে কি, গতবারে আপনিতো একাই মাত করে দিয়েছিলেন। প্রতিটি দৃশ্যে হাততালি। দর্শক একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

চায়না॥ দর্শকে দেখেছি···একটুতেই বড় পাগল হয়ে যায় অভ্রবাবু।

অভ্র॥ তবুও নিজের কৃতিত্বটা স্বীকার করবেন না ?

চায়না॥ কেন করব না ? যতটুকু অভিনয় করেছি, তারচেয়ে বেশী হাততালি পেয়েছি। আবার যতটা না হাততালি পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশংসা আপনার কাছ থেকে শুনছি।

অভ্র॥ আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, প্রশংসা যার প্রাপ্য, তাকে প্রশংসা না করাটাই অন্যায়। যাক্, বলছিলাম কি—

[এ-পাশ ও-পাশ তাকায়।]

চায়না॥ একি ? চারদিকে অমন উঁকি ঝুকি মারছেন কেন ?

অভ্র॥ না, কথাটা একটু পিকিউলিয়ার কিনা। আপনি আমার সেই প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছেন ?

চায়না॥ কি প্রস্তাব বলুনতো ?

অভ্র। (আবার চারদিকে দেখে নিয়ে) আমি আপনাকে ভালোবাসি। তার প্রতিদান কি আপনার কাছ থেকে আমি পাব না?

চায়না। কি রকম প্রতিদান চান বলুন?

অভ্র। শুধু একটুখানি ভালোবাসা। আর কিছু নয়।

চায়না। (হেসে) আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে শুধু একটুখানি ভালোবাসা চান? অনেকখানি নয়?

অভ্র। চায়নাদেবী, এ-ভাবে আমার মনে আঘাত দেবেন না—আমি যে আপনাকে কতখানি ভালোবাসি—

চায়না। (যেন অভ্রের বাক্য পূরণ করে দিচ্ছে) সেটা আশেপাশের কাউকে শোনাতে চাই না। (হেসে ওঠে) তাই বার বার উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে নিতে হচ্ছে, পাছে কেউ শুনে ফেলল কি না।

অভ্র। না না। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, আসলে ডিরেকটার হিসাবে আমার তো একটা প্রেস্টিজ আছে। আর ভালোবাসা হচ্ছে এমন একটা পিকিউলিয়ার কেস—

চায়না। যেটা পাঁচজনের সামনে বুক ফুলিয়ে করা যায় না, বলাও যায় না, তাই না?

অভ্র। আপনি সব সময় সব কথায় পিকিউলার একটা উল্টো মানে করেন।

চায়না। সোজা মানে করে জীবনে যে অনেক ঠকেছি অভ্রবাবু। এবারে একটু উল্টো মানে করে দেখি না? ক্ষতি কি?

অভ্র। সত্যি। আপনি কি পিকিউলিয়ার পাষাণ। একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখুন আমার দিকে। চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে। রাতে ঘুমুতে পারি না। সব সময় আপনার কথা মনে পড়ে।

চায়না। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায় অভ্রবাবু? যাক না আরো ক'দিন। আপনি বিবাগী হ'য়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাচ্ছেন না, আর আমিও গলায় দড়ি দিয়ে মরছি না।

অভ্র। একটু আস্তে। ক্লাবের ছেলেরা শুনতে পাবে।

চায়না। আসি। অনেক রাত হয়ে গেছে।

[চলে যায়।]

অভ্র। পিকিউলিয়ার মেয়ে। (ক্লাবের ছেলেদের উদ্দেশে) এই, শোনো তোমরা, চায়না দেবীর সঙ্গে কথা-বার্তা হ'ল। আমাদের পরের বইতে উনিই অভিনয় করবেন। আর সুব্রত—সহ-নায়িকা চিনুর কাছে তোমাকে যে একবার যেতে হবে ভাই। আচ্ছা চলো, আমি তোমাকে স্কেচ করে বাড়ীর ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

[অভ্র প্রস্থান করে। আলো নেভে।]

আমি

॥ সাত ॥

[আলো জ্বলে। আলোয় দেখা যায় কানাই···আঙুলের ডগায় মদের বোতল বসিয়ে ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা করছে। মত্তাবস্থা। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।]

কানাই। কিঁউ মেরী বুলবুল, কেমন আঙুলের ওপর সিধে হয়ে আছে বলোত? হুঁ-হুঁ বাবা, এর নাম হ'ল ব্যালেন্স। ব্যাঁলেন্স হারিয়েছো তো—ধুপ। একেবারে মাটিতে। আমি লর্ডি ক্লাইভার কানাই দাস, ছ' বোতল মাল খাইয়ে দাও···তবু শালা ষ্টিয়ারিং-এর ব্যালেন্স হারাই না। লেকিন ওই লেড়কি—কি যেন নাম ছিল ওই মেয়েটার? ধাঃ শালা, বিয়ে করা বৌটার নামই ভুলে মেরে দিয়েছি? (হাসে) সেই মেয়েটা আমাকে কাপুরুষ-টাপুরুষ বলে গলায়

গিয়ে ঝুপ্‌ ক'রে ডুবে গেল। সেদিন থেকে না···শালা স্টিয়ারিংটা হাতের বশে রাখতে পারি না। দু'টো কুকুরকে চাপা দিয়েছি; একটা গরুকে ধাক্কা মেরেছি, আর আজ একটা লাইট পোস্টের খাম্বা উঠিয়ে দিয়ে লরী ফেলে পালিয়ে এসেছি।

[যতীন আসে।]

যতীন। কে? কানাই নাকি? এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি করছ?

কানাই। নাচ দেখছি।

যতীন। নাচ? কোথায়?

কানাই। আঙুলে।

যতীন। আঙুলে!

কানাই। এই যে আমার আঙুলে বোতল নাচছে। যদি শালা সবাই এই-ভাবে নাচতে পারতাম।

যতীন। কপালে ব্যাণ্ডেজ কিসের?

কানাই। কাচগো কাচ। লরীর সামনে যে কাচ থাকে, সেই স্বপ্নের কাচগুলো সব ঝন্‌ঝন্‌ করে, ভেঙে গিয়ে চারদিকে ঢুকে গেল যে। যতীনকাকা, আমায় একটু ছোঁবে?

যতীন। ছোঁব? মানে?

কানাই। যাঃ শালা, বাংলা ভাষাও ভুলে গেছ নাকি? ছোঁবে মানে আমার গায়ে একটু হাত দাও। দাও—দাও—

[যতীন হতভম্ব হয়ে কানাই-এর গায়ে হাত দেয়।]

যতীন। এই তো দিয়েছি।

কানাই। শুদ্ধ হয়। এবারে বলো—আমি তোমায় ঘেন্না করি।

যতীন। কেন?

কানাই। বারে, সে যে বলল, আমার গা ছুঁতে তার ঘেন্না করে।

যতীন। কে বলেছে?

কানাই। নামটাইতো মাইরি ভুলে গেছি। আমার সেই বৌটার নাম কেন কি ছিল যতীন কাকা ?

যতীন। তুমি কী চায়নার কথা বলছ ?

কানাই। চায়না। ঠিক বলেছ। আমার সাত পাকে বাঁধা সেই পাঁটছড়ার নাম ছিল চায়না। চায়না না মাইরি··· আমাকে ঘেন্না করে ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে জলে ডুবে মরে গেল।

যতীন। মরবে কেন ? চায়নাতো দিব্বি নাটক-যাত্রা ক'রে বেড়াচ্ছে। দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে।

কানাই। তাতে আমার কি বাবা ? বিনা পয়সায় তার ঘরে আমাকে ঢুকতে দেবে ? তবে ? আমার বৌটা তো মরে গেল। তাকে তো আর বাঁচানো গেল না।

যতীন। মদ খেয়ে-খেয়ে মাথার বারোটা বাজিয়ে ফেলেছ একদম। আমি চলি, দু' জায়গায় সুদের তাগাদা আছে।

[যেতে চায়, কানাই হাত ধরে।]

আঃ, আবার হাত ধরে টানাটানি করছ কেন ?

কানাই। আচ্ছা মাইজিয়ার যতীন কাকা, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি হ'লে এক কিলো তরমুজের দাম কত ?

যতীন। এ আবার কি ধরণের প্রশ্ন ? কাঁকুড়ের সঙ্গে তরমুজের কি সম্পর্ক ?

কানাই। হনুমানের মাথায় যদি শিং গজাত, তবে তাকে হনুশিং বলত, না মানশিং বলত ?

যতীন। হনুমানের মাথায় শিং গজাবে ?

কানাই। কেন গজাবে না বাবা ? যদি ও শালা যতীন কাকার লেজ গজাতে পারে, তাহলে হনুমানের মাথায় শিং গজাতে দোষ কি ?

যতীন। পুরো মাত্রায় নেশার ঘোরে আছে। হাত ছাড়ো। আমার কাজ আছে।

কানাই। আরে শোনোই না রেরে পূজনীয় কাকা। তোমার যদি লেজ না

গজাবে তাহলে ছুপ্ ছুপ্ করে মাঝরাতে আমার বোনের ঘরে আসতে কেন?

যতীন। আমি? চামনার ঘরে? (স্বগত) যাবার সময় হারামী মেয়েটা সবাইকে বলে দিয়ে গেছে নাকিরে বাবা!!

কানাই। বলো, কেন আসতে? চুমু খেতে, না?

যতীন। মি-মিথ্যে কথা।

কানাই। আরে ভাই মরদ বলো, জেন্টেলম্যান। বুক ফুলিয়ে বলো, যাগ্‌নামে খাড়া হ্যায়? কালাকীর দিয়া, চুমু দিয়া।

যতীন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

কানাই। দূর মাইরি, ছুঁচোর মতন চিঁ চিঁ চিঁ করছো কেন? এই শোন, শোন, রূপালীর ঘরে যাবে? একেবারে ড্যাম্‌চীপ। পাঁচ-টাকার আটঘণ্টা ডিউটি দেবে।

যতীন। (রেগে) হাত ছাড়ো। (ছাড়িয়ে নেয়) এতদিন কিছু বলি নি। আজকেই হরিসাধনকে বলছি, এইসব মদ-মাতালকে আমার বাড়ীতে আমি থাকতে দেবো না।

কানাই। তাড়িয়ে দেবে? যেমন করে আমরা চামনাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেইভাবে তাড়িয়ে দেবে? ঠিক হ্যায়, কোই বাত নাহি হ্যায়। আমরাও সবাই মিলে তোমাকে ঘেরা ক'রে গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মরব।

যতীন। তাই মরো।

[চলে যায়।]

কানাই। দূর শালা, মরো বললেই মরা যায় নাকি? এখনো পকেটে দশ টাকা আছে বাবা। পাঁচ টাকা রূপালীর ··আর পাঁচ টাকার মদ।

[হিন্দী গান ধরে]

চল্ চল্ মেরে ভাই
মেরে হাত জোর তা হুঁ, হাত জোর তা দিছে

ভেরে পাও পরতা হুঁ। (ইত্যাদি)

[চলে যায়। অনির্বাণ আসে। আবৃত্তি করছে।]

অনির্বাণ। সুতীব্র সুধার হলাহল
আকণ্ঠ করেছি আমি পান।
শুনিনি কোনই কোলাহল
লিখে গেছি সংগোপনে গান।

[চায়না এসে দাঁড়িয়েছে, অনির্বাণ খেয়াল করেনি।]

অপূর্ণ যে স্বপ্ন জ্যোতির্ময়,
তারি মাঝে সুতীক্ষ্ণ করুণ
মুখখানি দেখি আমি তার,
আছে সেথা অতৃপ্ত আগুন।

চায়না। তারপর ?

অনির্বাণ। (তাকায়) আপ‌নি ?

চায়না। তারপর ?

অনির্বাণ। কিসের তারপর ?

চায়না। 'মুখখানি দেখি আমি তার, আছে সেথা অতৃপ্ত আগুন'—এরপর ?

অনির্বাণ। (আবৃত্তি শুরু করে)

নির্ঝ‌রিণী ঝরে চোখ দিয়ে
বুকে তার পাষাণের ভার।
হৃদয়ে কোমল শতদলে
ফুটে আছে পূজার সম্ভার। [থামে]

চায়না। থামবেন না।

অনির্বাণ। হ'য়ে আজ পিপাসী ভ্রমর
ভাবি তাকে কেন নিশিদিন ?

কেন সে যে স্বপন উচ্ছ্বাসে
স্মৃতি থেকে হয় না বিলীন ?

চায়না॥ কে সে ? আপনার মানসী ?

অনির্বাণ॥ আমার নয়। কপিঞ্জলের।

চায়না॥ কপিঞ্জল আপনার খুব প্রিয় কবি, না ?

অনির্বাণ॥ কপিঞ্জল আমার গুপ্ত অনুভূতির মূর্ত প্রকাশ।

চায়না॥ আপনিও তো কবি। মুখে মুখে কি সুন্দর কবিতা মিলিয়ে দেন।

অনির্বাণ॥ অক্ষরের সঙ্গে অক্ষরটাই মেলাতে পারি শুধু। কিন্তু মনের সঙ্গে আবেগকে, কামনার সঙ্গে যন্ত্রণাকে, বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়াকে যে মেলাতে পারি না। তাই তখন কপিঞ্জলকে আঁকড়ে ধরি। যাক্, ছেড়ে দিন ও-সব কথা। এদিকে কোথায় এসেছিলেন ?

চায়না॥ অম্বুবাবুদের ওখানে রিহার্সাল ছিল। ফেরার সময় ভাবলাম, পুরোনো সেই গঙ্গার ঘাটটা একবার ঘুরে যাই। এখান থেকেই তো আমার নতুন জীবনের শুরু। এখানেই এক অনির্বাণ আমার পুরোনো জীবনের নির্বাণ ঘটিয়ে আমাকে নতুন পথের সন্ধানে এগিয়ে যেতে বলেছিল।

অনির্বাণ॥ না-না, অনির্বাণকে অতবড় চোখে দেখবেন না। বেচারী যে ফেরারী আসামী। জোতদার খুনের মামলায় পুলিশের ভয়ে সে পালিয়ে বেড়ায়।

চায়না॥ তবু ও তো পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে ছাড়েন না।

অনির্বাণ॥ কি করি বলুন, পথে ভয় আছে ঠিকই, কিন্তু ঘরে সে স্বস্তি নেই। তাই কপিঞ্জলকে বুকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ি। (কথা পাল্টে) আম্মা কেমন আছে ?

চায়না॥ ভালই। আপনার কথা দিনরাত বলে। কবে আসবেন ?

অনির্বাণ॥ কেউ যদি বেশী আপন করে নেয়, তখনই খুব ভয় লাগে চায়না দেবী।

চায়না॥ ঐ 'দেবী' টা বাদ দেওয়া যায় না।

অনির্বাণ॥ থাক না। ক্ষতি কি? ঠাকুর দেবতা মানি না। তবুও দুর্গা প্রতিমার দিকে তাকিয়ে, কি জানি কেন মনে হয়েছে ; প্রতিমার মুখের ঐ যে প্রশান্তি, ঐ যে মাধুর্য, ঐ যে বরা বরাভয় প্রসাদের অব্যক্ত প্রকাশ—এ যেন দেবীতেই মানায়, অন্য কোথাও নয়।

চায়না॥ আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি জোতদার খুন করেছিলেন?

অনির্বাণ॥ সুযোগ পেলে হয়তো আমি খুন করতাম। কিন্তু আমার সে চেষ্টা কাজে লাগাবার আগে নিজের দলের হাতেই খুন হয়ে গেল সে। পরে সেটার ওপর রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাতে আমাকে খুনের আসামী করা হয়েছে।

চায়না॥ একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব?

অনির্বাণ॥ করুন।

চায়না॥ আপনি কোনদিন কাউকে ভালোবেসেছেন?

অনির্বাণ॥ বেসেছি। আমার মা-কে। আমার কাজকে। আর সেই কপি-ঞ্জলকে।

চায়না॥ অন্য কোন মেয়েকে?

অনির্বাণ॥ (চায়নার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে) বোধ হয় না।

চায়না॥ (চায়না নিভে যায়) আপনার কথাগুলো খুব সুন্দর। কিন্তু ভেতরটা বোধহয় পাথর দিয়ে তৈরী।

অনির্বাণ॥ সেই পাথর কেটেই তো অপরূপা অজন্তা সৃষ্টি হয়েছে। সেই পাথর ভেদ করেই তো নেমে আসে ঝর্ণার নাচের ছন্দ।

চায়না॥ আর একটা কথা—

অনির্বাণ॥ বলুন।

চায়না॥ সিঁদুরের রং লাল কেন?

অনির্বাণ॥ (চায়নার সিঁথির দিকে তাকায়) আমরা বলি, লাল বিপ্লবের প্রতীক। ড্রাইভারেরা বলে, লাল থেমে যাওয়ার প্রতীক। আমার কপিঞ্জল

বলে, লাল যেমন নতুন জীবনের প্রতীক, তেমনি আবার আসন্ন মৃত্যুরও প্রতীক। তাইতো সূর্যোদয়ের রং লাল, আবার সূর্যোস্তেরও রং লাল। চলি—

চায়না। আবার ?

অনির্বাণ। ওহো, না, আর ভুল হবে না। আসি—

চায়না। আসুন।

[আলো নেভে।]

● বিশ্রাম ●

আমি

॥ আট ॥

[আলো জ্বলে। মঞ্চে টোটন, পাপাই ও ভুটকো। ওরা গণসঙ্গীত গাইছিল। গান শেষে—]

টোটন ॥ ধুর, মানতুদা না থাকলে রিহার্স্যাল জমে নাকি?

ভুটকো ॥ মানতুদার সব ভালো। কিন্তু এই এক বিশ্রী দোষ। থেকে থেকে কোথায় যে হাওয়া হয়ে যাবে কে জানে?

পাপাই ॥ এদিকে নাটকের তারিখ চ-চ করে এগিয়ে আসছে, এখনো মেয়ে পাওয়া গেল না।

টোটন ॥ মানতুদা বলল, তার কে চেনা-শোনা মেয়ে আছে, তাকে নিয়ে আসবে।

ভুটকো ॥ কিন্তু আনবে টা কে? মানতুদা তো নিজেই গায়েব।

পাপাই ॥ যাকগে, যাক। আমরাই রিহার্স্যাল চালিয়ে যাই।

টোটন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ। সেই ভালো। ভুটকো তুই পালুই বুড়ো হয়ে যা। পাপাই—

পাপাই ॥ আমি তো চঞ্চল।

টোটন ॥ আমি পালুই বুড়োর বন্ধু। আর মেয়েটার প্রক্সি দিচ্ছি। নে, শুরু কর।

ভুটকো ॥ (পকেট থেকে একটা গোল চশমা বার করে চোখে পরে। তারপর বুড়োর ভঙ্গিতে)

খিদে খিদে করে দুনিয়াটা যেন চলে গেল রসাতলে।
এত কেন খাস, এ খিদে তোদের যাবে না তোরা না ম'লে।

তোমরাই দেখালি খাওয়াটাই সব, কেন বাপু কত কাজ
পড়ে আছে যত, সে-সব কর না। তা নয়তো দমবাজ,
সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে খিদে খিদে ক'রে কাঁদে,
অ্যাম্প্লিফায়ার বেজে যায় যেন করুণ আর্তনাদে।
খাওয়া-দাওয়া ছাড়া কোন কথা নেই, সকলে উঠছে মেতে।
ওরে এই কালি, কত বেলা হ'ল, কখন ফিরিবে খেতে?
কোন সে সকালে বারোখানা লুচি, কিছুটা আলুরদম,
হজম হয়ে তা মিলিয়ে গিয়েছে ফাঁকা পেট একদম।
তোমরাই দেখছি পেটেতে আমার গ্যাসটিক আলসার,
ধরিয়ে ছাড়বি খালি পেটে রেখে, শুনে নাকো একবার।
রান্নার যদি থাকে দেরি, তবে তাড়াতাড়ি আয় নিয়ে
এক থালা মুড়ি, মাখিয়ে আনবি আচারের তেল দিয়ে।

[পাপাই হাতজোড় ক'রে কুটকোর সামনে বসেছিল।
এবার পাপাইকে।]

তা যেন কি তুই বলছিলিস বল্
তবে খাওয়ার কথাটি বাদ।

পাপাই। পূর্ব জন্মে করেছিনু পাপ, তাই সেই অপরাধে
গরীব ঘরেতে জন্মেছি বাবু। খিদেই করেছি সার।

কুটকো। ওরে ওরে বাবা, কান জ্বলে গেল শুনে শুনে বার বার।
যে সময় তোরা খরচ করবি খিদে খিদে ক'রে বুকে,
ঠাকুরের নাম নিলে যে আখের লাভ হবে পরলোকে।
কেন যে এতই খিদের বায়না? কালি, মুড়ি নিয়ে এলি?
হারামজাদিটা কালা হ'লি নাকি, মুখপুড়ী কোথা গেলি?
এখন বলত, বাবা চকল, কোন দরকারে আসা?

পাপাই ॥ বাবা বললেন, যত ছিল সব বাসন পেতল-কাঁসা, আপনার
কাছে বাঁধা আছে সবি। তাই বলি, দয়া করে গোটা কুড়ি
টাকা দেন যদি বাবু, পুরো দুটো দিন ধরে উপোস রয়েছি।

ফুটকো ॥ তাহলে আমাকে করে দিলে উদ্ধার। সাফ কথা বাপু,
জিনিস না পেলে দেবো নাকো কোনো ধার।

পাপাই ॥ আর কিছু নেই, পালুই কাকাগো, শুধু খিদে আছে পেটে।

ফুটকো ॥ আমাকেই তবে খেয়ে নে না তোরা চিবিয়ে, কি, চেটে, চেটে।
পালুই কাকার তালুক আছে যে, মোহরের গাছ ধরে নাড়া,
দিলে টাকা আসমান থেকে পড়বে যে ঝরে ঝরে। পেটেতে
যখন খিদে জমে আছে, কর গিয়ে তবে চুরি। হ্যাঁরে এই
কালি, আনতে যে মুড়ি, হয়ে গেলি বুড়ি?
[অন্য পাশে চলে যায়।]

পাপাই ॥ পেটেতে যখন খিদে জমে আছে, কর গিয়ে তবে চুরি।
পেটেতে যখন খিদে জমে আছে, কর গিয়ে তবে চুরি ॥
তাহলে সেটাই হোক।
তুমি খুলে দিলে পালুই মশাই, আমার এ-দুটি চোখ।
[হাসতে হাসতে সামনে আসে।]
আজকে আমার কত খাতির! মিলের-মালিক আর মন্ত্রীরা সব
আমায় নিয়ে করছে তারা স্বার্থ-সিদ্ধির মহা-উৎসব।
আজকে সবাই দিচ্ছে গুঁজে টাকা আমার দু-পকেটে।
এমনও দিন গেছে আমার হাড়-ভাঙানি খাটনি খেটে
সারাদিনেও পারিনিকো করতে জোগাড় একটি টাকা।
আজকে আমার নেই তুলনা, ঘুরে গেছে ভাগ্য-চাকা।
(এখন) ঐ হারামী পালুই মশাই আমার পায়ে লাগাচ্ছে তেল
নেইরে জবাব, মজেদার খেল। একেই বলে, জিও কিসমত্‌
[আলো নেভে।]

আমি

॥ নয় ॥

[আলো নেভা অবস্থায় সঙ্গীত শোনা যায়।]

॥ আলো জ্বলে ॥

[আলো জ্বললে দেখা যায়—চায়না বই পড়ছে। আয়া একটা ধাঁধার উত্তর খুঁজছে।]

আয়া॥ চোখে চোখে রাখে তারে পুরুষ রমণী,
সকলের শেষে তার থাকে যে জননী।
কি হবেরে বোবা ? লোকে চোখে চোখে কি রাখে ? টাকা পয়সা ? তার পেছনে জননী আসবে কি করে ? হ্যাঁ হয়েছে, বাচ্চা ছেলে। বাচ্চা ছেলেকে চোখে চোখে রাখতে হয়। তার মাও চোখে চোখে রাখে। তাই নারে দিদি ?

চায়না॥ কি জানি। আমার পার্টটা মুখস্থ করতে দে।

আয়া॥ কি নাটকের ?

চায়না॥ (পড়তে পড়তে) চায়না।

আয়া॥ (অবাক) চায়না ! তোর নামে নাটক ? কার লেখা ?

চায়না॥ কপিঞ্জলের।

আয়া॥ কপিঞ্জলের ! কপিঞ্জল তোর নাম জানল কি ক'রে ?

চায়না॥ (পড়ছে) কি জানি।

আয়া। (বিরক্ত) দূর, একটা প্রশ্ন করলে কেউ উত্তর দেয় না। অনির্বাণদা থাকলে ঠিক ধাঁধার উত্তরটা বলে দিতে পারত। সেই যে আসি বলে কাশী গেছে আর পাত্তা নেই। এবারে এলে ভালো ক'রে চা তৈরি করে দোব 'খন। বল্ না দিদি, ধাঁধার উত্তরটা কি হবে?

চায়না। (বই বন্ধ করে) দেখি চেষ্টা করে. বল্।

আয়া। চোখে চোখে রাখে তারে পুরুষ রমণী,
সকলের শেষে তার থাকে যে জননী।

চায়না। চোখে চোখে রাখে তারে পুরুষ রমণী,
সকলের শেষে তার থাকে যে জননী।
কি জানি বাবা।

[অনির্বাণ আসে।]

অনির্বাণ। উত্তর কিন্তু আমার চোখে।

আয়া। (খুব খুশী) আরে, অনির্বাণদা—

চায়না। এতদিন বাদে আবার মনে পড়ল?

অনির্বাণ। বেশীদিন কোথায়? মাত্র দু'মাস। তা আয়া, তোমার ধাঁধার উত্তর আমার চোখে পেয়ে গেছ?

আয়া। আপনার চোখে আমার ধাঁধার উত্তর?

অনির্বাণ। পেলে না? বেশ, তুমি দেখ্। এবারে আপনি তাকিয়ে দেখুন্।··· কি দেখছেন?

চায়না। দু'টো চোখের তারা। যেখানে স্নেহ, মমতা, প্রীতি, ভালোবাসা কিছু নেই।

অনির্বাণ। আপনিও দেখ।

[চোখ থেকে চশমা খুলে হাতে নেয়।]

এটা কি?

আয়া। চশমা।

অনির্বাণ॥ তবে? তোমার ধাঁধার উত্তর হ'ল চশমা।

আয়া॥ চশমা!

অনির্বাণ॥ নিশ্চয়ই। চশমা কোথায় পরে? কানে? নাকে? হাতে? পায়ে?

আয়া॥ চোখে।

অনির্বাণ॥ তাহলে, চোখে চোখে রাখে তারে পুরুষ রমণী, হ'ল?

আয়া॥ হ্যাঁ। আর 'সকলের শেষে তার থাকে যে জননী'—ওটা?

অনির্বাণ॥ 'চশমা'র শেষ অক্ষরটা কি?

আয়া॥ মা।

অনির্বাণ॥ মা মানে কি?

আয়া॥ (আনন্দে) জননী।

[সবাই হাসে। অনির্বাণ বিড়ি ধরায়।]

হঠাৎ পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন অনির্বাণদা? পুলিশের ভয়ে নাকি?

অনির্বাণ॥ পুলিশ নয়। তোমার দিদির ভয়ে।

চায়না॥ আমার ভয়ে! কেন?

অনির্বাণ॥ আপনি হলেন রয়েল বেঙ্গল বাঘ

তাই না পালালে শীঘ্র

মুণ্ডু হবে লোপাট।

ঘরে গিয়ে ছিলাম বসে দিয়ে ঘরের কপাট।

আয়া॥ সঙ্গে সঙ্গে কি ক'রে বানালেন?

অনির্বাণ॥ এইযে, বিড়ির গুণ।

চায়না॥ বেশী বিড়ি খেলে কিন্তু ক্যানসার হয়।

অনির্বাণ॥ মোটেই এটা বিড়ির গুণের এ্যানসার হ'ল না। এটা কি বাস্তা বিড়ি নাকি? সবুজ কৌটা, সাদা সুতো, সাইজ হাফ-আঙুল। এতে কি আছে জানেন?

চায়না॥ শুনি ?

অনির্বাণ॥ এতে আছে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ফ্যাট, সুগার, ভিটামিন।

চায়না॥ থামলেন কেন? যোগে যান—এলাচ, লবঙ্গ, আমলকী, বিট লবন, তেজপাতা—

আয়া॥ সেই সঙ্গে এঁটো শালপাতা, পথের ধুলো, নর্দমার জল, পচামাছের পিত্তি—

অনির্বাণ॥ তাই বিড়ি, শত্রুপক্ষ প্রবল। ওরা দু'জন, আমি একা। এখন কিছুক্ষণ কৌটোবন্দী হয়ে থাকো। পরে দেখা যাবে।

চায়না॥ না। যেটা খাচ্ছেন—খাচ্ছেন। এরপর আর একটাও নয়। বিড়ির ডিবেটা নিয়ে নেতো আয়া।

আয়া॥ (ডিবে তুলে নেয়) নিন, এবারে বসে বসে আঙুল চুষুন।

[ছুটে পালিয়ে যায়।]

অনির্বাণ॥ এতো জুলুম।

চায়না॥ এতদিন পুরুষেরা আমাদের ওপর জুলুম চালিয়েছে, এবারে আমরা শুরু করব।

অনির্বাণ॥ তা সেই বলির প্রথম ছাগলটি কি আমি ?

চায়না॥ ধরুন তাই। ও-কথা ছাড়ুন। আপনার প্রিয় কবি কপিঞ্জল এক কাণ্ড করেছে।

অনির্বাণ॥ কি কাণ্ড? লঙ্কাকাণ্ড, না, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ?

চায়না॥ একটা নাটক লিখেছে, তার নাম 'চায়না'।

অনির্বাণ॥ চায়না ? মানে, আপনি ?

চায়না॥ কি মজা দেখুনতো, নাটকের নাম 'চায়না'। নায়িকার নাম চায়না। আর তাতে অভিনয়ও করছে এই চায়না। আচ্ছা, কপিঞ্জল কথাটার মানে কি বলুন তো ?

অনির্বাণ। কপিঞ্জল মানে চাতক পাখী। মেঘের আশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বসে থাকে। বৃষ্টির জল না হলে তার তেষ্টা মেটে না।

চায়না। বৃষ্টির জলের বদলে যদি চোখের জল হয়?

অনির্বাণ। (উত্তর না দিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর কথা পাল্টে) আমি চলি। হাওড়া স্টেশন থেকে সিধে এখানেই চলে এসেছি। এখনো ঘরে যাওয়া হয়নি। ভাঙা চৌকি আর জলের কুঁজোটা খুব কাঁদছে বোধহয়।

চায়না। আপনার জন্তে তাহলে ভাঙা চৌকিটাও কাঁদে। কিন্তু আপনি বোধহয় কারোর জন্তে কাঁদেন না।

অনির্বাণ। কি জানি। কাজের মধ্যে এমন মেতে থাকি, কাঁদলেও বুঝতে পারি না। উঠলাম।

[ওঠে। আন্না আসে।]

আন্না। চলে যাচ্ছেন? বিড়ির কৌটো ফেরৎ নেবেন না?

অনির্বাণ। কে ফেরৎ দিচ্ছে ভাই?

আন্না। দিতে পারি, একটা শর্তে।

অনির্বাণ। কি শর্ত?

আন্না। দিদির নামে একটা ছড়া বানিয়ে দিতে হবে এক্ষুণি।

অনির্বাণ। (চায়নার দিকে তাকায়) আমার কিন্তু কোন দোষ নেই।

চায়না। ঠিক আছে। আমারই না হয় দোষ। আপনি বলুন।

অনির্বাণ। একটা বিড়ি ধরাই?

চায়না। না।

অনির্বাণ। ওঃ এর চেয়ে মৃত্যুদণ্ড ভালো ছিল। থাক্, ছড়াকেটেই বিড়ির ধোঁয়া টানি।

সে যে মিষ্টি মেয়ে চায়না,
(সে) ধরেছিল এক বায়না

কিনবে বলে একটি শুধু
হৃদয় দেখার আয়না।
(সে) করল অনেক কান্নাকাটি,
হাত-পা ছুঁড়ে হাসন-হাটি।
কিন্তু সবই হ'ল মাটি
আয়নাতো আর পায় না।
(সে) রাগ করে ভাত খায় না,
(তার) কাজেতে মন যায় না।
অনেক দিনের পরে যদি
পেল একটি আয়না,
(হায়রে) কাঁচটা যে তার ঝাপসা এমন
কিছুই দেখা যায় না।

চায়না। নিষ্ঠুর।

অনির্বাণ। কে? আমি?

চায়না। আপনি এবং আপনার কবিতা—দুটোই।

অনির্বাণ। দেখো, দেখো আন্না, বিচারটা একবার দেখো। তোমরা নিষ্ঠুরের মত আমাকে বিড়ি খেতে দিলে না। আর উল্টে আমিই হয়ে গেলাম নিষ্ঠুর?

চায়না। আপনি সেদিন 'অনির্বাণ' কথাটার মানে বলেছিলেন, যা কোনোদিন নেভে না। কিন্তু ওর আরো একটা মানে হয়, দুঃখের আগুনকে যে কোনোদিনও নিভতে দেয় না।

আন্না। দূর বাবু, 'অনির্বাণ' কথার মানে অত শক্ত শক্ত হবে কেন? 'অনির্বাণ'-এর সোজা মানে হচ্ছে 'চা-খোর' আর 'বিড়ি খোর।'

[তিনজনেই হেসে ওঠে। আন্নার কাছ থেকে বিড়ির ছিবে নিয়ে]

অনির্বাণ। চলি—

[চায়না অনির্বাণের হাত ধরে।]

মনে থাকে না যে, আমি।

চায়না। আসুন।

[অনির্বাণ চলে যায়। চায়না তাকিয়ে থাকে।]

আয়া। অনির্বাণদা আমাদের ঘরের লোকের মত হয়ে গেছে, না দিদি ?

চায়না। (আয়ার দিকে তাকিয়ে) জানিনারে। কোনটে ঘর আর কোনটে বাইরে—আমি আজও বুঝতে পারলাম না আয়া।

[নেপথ্যে যতীনের কণ্ঠস্বর।]

যতীন। (নেপথ্যে) ঐ ইয়ে মানে, চায়না আছো নাকি, চায়না ?

চায়না। কে ?

যতীন। আমি যতীন, মানে, যতীন কাকা। হরিসাধনও সঙ্গে আছে।

আয়া। তোর শ্বশুর।

চায়না। তুই ও-ঘরে যা।

[আয়া চলে যায়।]

আসুন।

[যতীন ও হরিসাধন ঢোকে।]

বসুন।

[দু'জনে বসে।]

বলুন।

যতীন। বলাবলি বলতে হরিসাধনই আমাকে টেনে নিয়ে এল।

চায়না। মা-মণি কেমন আছে ?

যতীন। ভালোই আছে। তাই না হরিসাধন ?

হরি। কেন, এক বাড়ীতেইতো থাকো। নিজের চোখে দেখতে পাওনা আমাকে

যতীন। আহা, সেতো দেখতেই পাচ্ছি। কেমন খেলা করছে, কথা বলছে, লাফাচ্ছে।

হরি। আমি গোটা দুই কথা বলতে এসেছি।

চায়না। বলুন। আয়া, চায়ের জল চাপা।

হরি। চা খেতে আমি আসিনি।

চায়না। ওহো, মনে ছিল না। এটা বারবণিতার বাড়ী—

যতীন। না—না, হরিসাধন—ঐ ইয়ে মানে, ঠিক ও-কথা বলতে চায়নি।

হরি। তুমি থামবে যতীন? তুমি কি জ্যোতিষী? আমি কি বলতে চাই আর না চাই—সেটা তুমি আমার মুখ দেখে বলে দেবে?

চায়না। (হেসে) যতীন-কাকা জ্যোতিষী না হোক, তবে আমার হিতৈষী নিশ্চয়ই। তাই না যতীন কাকা?

যতীন। ঐ ইয়ে মানে—

চায়না। এই প্রথম ভাইঝির বাড়ীতে আসছেন। একেবারে খালি হাতে এসেছেন? অন্ততঃ আড়াইশো কালাকাঁদ কিনে আনা উচিত ছিল।

যতীন। (ঢোঁক গিলে) কালাকাঁদ!

চায়না। বাঃ, কালাচাঁদের হাতেতো কালাকাঁদ মানায়!

হরি। শুনলাম তুমি নাকি এখন পাড়ায় পাড়ায় নেচে বেড়াচ্ছো?

চায়না। (গম্ভীর) নাচ আমি জানি না।

হরি। ঐ হ'ল। আরও ভালো করছো। তুমি যদি ফিরে যেতে চাও, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজী আছি।

চায়না। আমি যেতে রাজী নই।

হরি। কিন্তু এতে আমার মুখ পুড়ছে।

চায়না। বারবণিতার নাচে ভদ্রলোকের মুখ পোড়ে না।

হরি। পোড়ে। কারণ, আমি তোমার শ্বশুর।

চায়না॥ ছিলেন। এখন নয়। আপনি নিজের হাতে আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছেন।

হরি॥ তাহলে তোমার শেষ কথাটা কি?

চায়না। এইতো সবে নতুন জীবন শুরু হয়েছে। শেষ যে এখন অনেক দূরে।

হরি। বেশ। কাজটা তবে ভালো করলে না। এখন এই কাগজটায় সই ক'রে দাও।

চায়না। কিসের কাগজ?

হরি। ডিভোর্সের।

চায়না। সেটা ঘরে নয়, কোর্ট থেকেই করে নেবেন।

হরি॥ তাহোলে তুমি সই করবে না?

চায়না। কোর্টের কাঠগড়ায় কোনদিন উঠিনি, একবার ওঠার বড় ইচ্ছে আছে।

হরি। ঠিক আছে, তাই হবে। আমি আবার আমার ছেলের বিয়ে দোব। তুমিও ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পার।

চায়না। পাত্রটি কি আপনিই দেখে দেবেন?

হরি। তুমি কি আমায় অপমান করছ?

চায়না। আপনারা যে বেটাছেলে মাথায় সিঁদুর পরেন না। পরলে সেটা মুছে দেবার চেষ্টা করতাম। নিন উঠুন, এখানে বেশীক্ষণ বসলে আপনার গা দিয়ে আবার বারবণিতা-বারবণিতা গন্ধ বেরুতে পারে।

হরি। ও, ঘরে পেয়ে অপমান করছ? ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব···এসো যতীন।

[প্রস্থান।]

যতীন। তা, আসি মা চায়না।

[প্রস্থান। আলো নেভে।]

আমি

॥ দৃশ্য ॥

[আলো জ্বলে। আলোতে দেখা যায়—অনির্বাণ ও চন্দন। অনির্বাণ উত্তেজিত।]

অনির্বাণ ॥ আসলে ব্যাপার কি জানিস চন্দন, হীরে নামে জিনিসটা সহজে পাওয়া যায় না, তাই তার দাম অনেক। কিন্তু এই পোড়া দেশে মেয়ের অভাব নেই, তাই তার দামও নেই, সম্মানও নেই।

চন্দন ॥ তা তুই হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠছিস কেন অনির্বাণ? আমি শুধু তোকে বলছি, আমাদের দেশের একটা ঐতিহ্য আছে, সেটাকে বিসর্জন দিয়ে পথে-ঘাটে হোটেলে মেয়েরা নেচে বেড়াবে—এটা শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, সমস্ত নারী জাতির অসম্মান।

অনির্বাণ ॥ আর সমগ্র পুরুষ জাতি তার নিজের সম্মান বজায় রাখতে কি করছে? না, পয়সার লোভ দেখিয়ে অসহায় মেয়েগুলোকে এনে তোদের লালসার আগুন বাড়িয়ে দেবার জন্যে, তাদের দেহের পোষাক খুলিয়ে নাচাচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলে তার প্লাসটিকের খেলনাকে যতটা ভালোবাসে, আমরা তার সিকির সিকি ভালোবাসা কি মেয়েদের দিই? তুই বলতে পারিস চন্দন, কেন এককালে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হ'ত, অথচ স্ত্রী মরলে স্বামী তার সঙ্গে চিতায় উঠে পুড়ে মরত না? কেন স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে একবেলা খেয়ে, আতপ চালের পিণ্ডি গিলে, মাথার চুল কেটে, থান কাপড় পরে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হ'ত? আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামী মহারাজ, মহানন্দে পরদিনই দিকে দিকে ঘটক পাঠাত? কি সম্মান আমরা

এতদিন নারীজাতিকে দিয়ে এসেছি? আজও বেশীর ভাগ মেয়েরই বিয়ের সময় গরু-বাছুরের মত দরকষাকষি হয় কেন?

চন্দন। নে বাবা, আমার ঘাট হয়েছে। আমি ক্ষমা চাইছি।

অনির্বাণ। না চন্দন, ক্ষমা-অক্ষমার প্রশ্ন উঠছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, দেশের অর্ধেক মানুষ ওরা, বাকী অর্ধেক আমরা। অথচ হাজার বাধা-নিষেধ শুধু ঐ আধখানার জন্যে কেন? কেন সতীত্বটা শুধু মেয়েদের জন্যে, পুরুষদের জন্যে নয়? কেন তাদের একটু ভুল, একটু বিচ্যুতি, একটু পদস্খলনের একটি পয়সাও ক্ষমা নেই? আর পুরুষের ক্ষেত্রে একশো পয়সাই মাফ? শুধু পুঁথি পড়া বিদ্যে নিয়ে সবকিছু বিচার করতে যাসনা চন্দন। রামায়ণ মহাভারতে কি লেখা আছে, মনু-সংহিতা কি বিধান দিয়েছে, গীতা-চণ্ডী আমাদের কি বাণী শোনাচ্ছে ও কচকচানিতে কোনো ফল নেই। যে যুগে যে পরিস্থিতিতে যা লেখা হয়েছে পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত পরিবেশে তা যে কার্যকরী হবেই—একথা জোর ক'রে বলা যায় না। তা ছাড়া এই সব শাস্ত্রের বিধান যারা লিখেছেন তারা সবাই যে পুরুষ মানুষ। নিজের দিকে ঝোল টেনে সব সময় সবাই কথা বলে। বরং ভালো ক'রে বর্তমান সমাজটাকে দেখ্। দেখে বিচার কর্। তবেই ধরতে পারবি আমরা মেয়েদের কতটা নিঙড়ে নিই, আর তার বদলে কতটুকু দিই।

চন্দন। ওঃ, একেবারে তুবড়ী ছুটিয়ে দিলি। ও কথা ছাড়, কোথায় আছিস এখন?

অনির্বাণ। শয়নং যত্র তত্র, ভোজনং হট্ট মন্দিরে। আমার কথা বাদ দে। তোর খবর শোনা। কত বছর বাদে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল বলত? বছর কুড়ি-পঁচিশ হবে, না?

চন্দন। সেই কলেজ ছাড়ার পর তুই মেতে উঠলি রাজনীতি নিয়ে, আমি গেলাম চাকরী খুঁজতে। ব্যস্ সেই ছাড়াছাড়ি···আর আজ এই গঙ্গার ঘাটে দেখা। বিয়ে করেছিস?

অনির্বাণ ॥ সময় পেলাম কই ? তুই ? [বিড়ি ধরায়]

চন্দন ॥ এক বৌ, এক ছেলে, এক মেয়ে। ছোটো পরিবার, সুখী পরিবার—টুং টাং—একেবারে রেডিওর সঙ্গে মিলিয়ে নে।

[দু'জনেই হাসে।]

তা তোর সেই লেখার বাতিক-টাতিক আছে, না, গেছে ?

অনির্বাণ ॥ চালিয়ে যাচ্ছি আর কি।

চন্দন ॥ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—তুই ফার্স্ট। কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা—তুই ফার্স্ট। ক্রিকেটে—সেই তুই। আজকেই দেখ না, কি কুক্ষণেই না পথ দিয়ে একটা মেয়েকে যেতে দেখে একটা মন্তব্য করলাম, আর তুই অমনি আমাকে ক্রিকেটের যাঁতাকলে ফেলে এমন পিষতে লাগলি আমারতো দম বন্ধ হবার দাখিল। চলিরে, মেয়েটার অসুখের সময় গিন্নীর সোনার হারটা বাঁধা দিয়েছিলাম, আজ টাকা যোগাড় করেছি, ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অনির্বাণ ॥ আরে বাবা, হারতো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। না হয় কালকেই ছাড়াবি।

চন্দন ॥ তাহলে গিন্নীই আমাকে ছেড়ে পালাবে। পনেরো বছরের অভিজ্ঞতায় এটুকু বুঝেছি যে, সোনার মত প্রিয় জিনিস মেয়েদের কাছে আর কিছু নেই।

অনির্বাণ ॥ মানতে পারলাম না। আমি এমন মেয়েকে জানি, যে অচেনা, অজানা, এমন কি অদেখা লোকের বিপদে নিজের হার খুলে অবলীলাক্রমে তাকে সাহায্য করেছে।

চন্দন ॥ সে ভাই লাখে একজন। আজ যদি হার না নিয়ে যাই, তাহলে আর দেখতে হবে না। উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি লাফিয়ে আসবে খাটের বিছানায়। বিছানার বালিশগুলো চলে যাবে বাড়ীর উঠোনে। থালা, গ্লাস, বাটি এ-ওর ঘাড়ে পড়ে ডিস্কো গানের সঙ্গে টুইস্ট নাচ আরম্ভ করবে।

অনির্বাণ॥ (হেসে) লঙ্কাকাণ্ড বল্‌?

চন্দন॥ শুধু লঙ্কা কি বলছিস? লঙ্কা-জিরে-হলুদ-পাঁচফোড়ং মিলিয়ে সে এক লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড। চলিয়ে, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু'জনে আবার থিয়েটার দেখতে যাব। দুটো টিকিট পেয়ে গেলাম হঠাৎ।

অনির্বাণ॥ থিয়েটার? কি নাটক?

চন্দন॥ কপিঞ্জলের লেখা একটা নাটক। নাম হ'ল, চায়না।

[আলো নেভে।]

আমি

॥ এগার ॥

[আলো জ্বলে। আলোতে দেখা যায়—চায়না একা।]

চায়না॥ আমার নাম চায়না। সবাই শোনো, আমার নাম চায়না। আমি চায়না…আমি চায়না…আমি চায়না।

[সমগ্র মঞ্চ জুড়ে চায়না ছুটছে। এবারে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।]

আমি চায়না। চায়না দাস। চায়না ব্যানার্জী। চায়না চৌধুরী। চায়না হালদার। আমি অনেক। তবু আমি একজন। যার নাম শুধু চায়না। আপনারা আমাকে দেখেছেন…অফিস ক্লাবের কত ফাংশনে। আমাকে স্টার, বিশ্বরূপা, রঙনা, রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির মঞ্চে দেখেছেন। দেখেছেন পাড়ার মঞ্চে। দেখেছেন রাত দেড়টা, দুটোর সময়ে কোনো যুবক অথবা প্রৌঢ়ের

সঙ্গে আমার বাড়ী ফিরতে। শুধু যেটা আপনারা জানেন না, ভেবেও ভাবেন না, বুঝেও বোঝেন না, আজ সেইটে আপনাদের জানাব। আমার দিকে তাকান, গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকান। দেখতে পাচ্ছেন না···এই মেকাপের রঙের তলায় কেমন করে আমি আমার নারী সত্তাকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছি? দেখতে পাচ্ছেন না ··· আমার চোখ দুটোর মধ্যে কতো কান্নার জল মনভোলানো কটাক্ষ দিয়ে আমি আটকে রেখে দিয়েছি? পাবেন না, পাবেন না, আপনারা কিছুই দেখতে পাবেন না। আপনারা শুধু অভিনয় দেখেন। চায়নাকে দেখেন। আমাকেতো দেখেন না। আমাকে বোঝার, জানার, চেনার সময় আপনাদের নেই। ইচ্ছেও আপনাদের নেই। চেষ্টাও আপনাদের নেই।

[মঞ্চ জুড়ে সবুজ আলো। অভ্র ঢুকছে।]

অভ্র ॥ স্নিগ্ধ প্রেমের ব্যর্থতাতে / রিক্ত মনের চিত্ত জ্বালায়,
সন্ধ্যাকাশের বন্ধ্যা মেঘে / আটকে আছো বন্দী-শালায়।
নেইকো ভ্রমর কুঞ্জবনে, আরতো অলি গুঞ্জরণে
গায়নাকো গান, নিদাঘ তাপে বাতাস শুধু অগ্নি বিলায়।

চায়না ॥ অনির্বাণ—

অভ্র ॥ ছন্দহারা পুষ্পগুলো / গন্ধ কেন ছড়ায় না আর?
বক্ষ কেন দাবদাহের / রূপ নিয়েছে আজ সাহারার?
সন্ধানে পথ ঘুরলে কত / পথ পেল না, শুধুই ক্ষত
অঙ্গে নিয়ে করছো বহন / তীব্র দহন সেই যাতনার।

চায়না ॥ অনির্বাণ—

অভ্র ॥ সূর্যালোকের নবীন প্রান্তে / তোমার হাতে আমার এ-হাত
সঁপতে আমি এগিয়ে এলাম / দূর ক'রে যে অন্ধ ও-রাত
সীমন্ত ঐ রেখার পরে / লোহিত আভা ছড়িয়ে পড়ে।
বক্ষে আমার বক্ষরেখা / ঐ দেখনা নতুনপ্রভাত।

চায়না ॥ অনির্বাণ—

[সাদা আলো।]

অভ্র ॥ আঃ চায়নাদেবী, তখন থেকে কি অনির্বাণ, অনির্বাণ করে যাচ্ছেন ? নায়কের নাম অনির্বাণ নয়, অংশুমান।

চায়না ॥ আমার মনে হয় নাট্যকার কপিঞ্জল ওটা ভুল করেছে। নায়কের নাম অংশুমান হবে না, অনির্বাণই হবে।

অভ্র ॥ আপনি কখন যে কি পিকিউলিয়ার কথা বলেন, বোঝা মুস্কিল।

চায়না ॥ অংশুমানতো সূর্য, রাত নামলেই নিভে যায়। কিন্তু অনির্বাণ কখনো নেভে না।

অভ্র ॥ পিকিউলিয়ার অংশুমান মানে সূর্য ? আমি জানতাম নাতো। এই জন্যেই আপনি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। প্রতিটি কথার মানে জেনে নিয়ে তারপরে সংলাপ বলেন। কিন্তু সে যাই হোক, আর যেন অংশুমানের বদলে 'অনির্বাণ' বলবেন না।

চায়না ॥ আসলে দুটো নামেরই প্রথম অক্ষর তো 'অ'। তাই গুলিয়ে গিয়েছিল।

অভ্র ॥ পিকিউলিয়ার। আমার নামের প্রথম অক্ষরও তো 'অ', কই ভুল ক'রে একবারও অভ্র বলে ডাকলেন নাতো ?

চায়না ॥ 'অমাত্য'-এরও প্রথম অক্ষর 'অ'। সেটাও তো ভুল ক'রে মুখ দিয়ে বেরোয়নি অভ্রবাবু। আজ আসি। আর রিহার্স্যাল দিতে ইচ্ছে করছে না।

অভ্র ॥ আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে 'তুমি' বলি আপনার আপত্তি আছে ?

চায়না ॥ বেশতো। বলে যদি আনন্দ পান, তাই বলবেন।

অভ্র ॥ কিন্তু তুমি আমাকে 'আপনি' বলেই ডাকবে ?

চায়না ॥ এই তো মাত্র দু দিন আপনার সঙ্গে সিনেমা গেছি। আর দুদিন যাক। তারপর তুমি বলতে আর কতক্ষণ ?

অভ্র ॥ সত্যি, তুমি একটি পিকিউলিয়ার চরিত্রের মেয়ে। যাক শোনো, চিৎপুরের

সেই যাত্রা কোম্পানীর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেলেছি। মাইনে অবশ্য এখন খুবই কম দেবে।

চায়না॥ কত ?

অভ্র॥ ছ'শো।

চায়না॥ ছ'শো টাকায় আমার কি হবে ?

অভ্র॥ আঃ, বুঝছ না কেন ? কোনোরকমে একটা বছর কাটিয়ে খালি নাম কেনা। পরের বছরতো আমি নিজেই যাত্রার দল খুলব। সেখানে একেবারে টপ বোল থাকবে—নাট্য সম্রাজ্ঞী চায়না দেবী। খবরের কাগজে এই বড় বড় বিজ্ঞাপন।

চায়না॥ তখন মাইনে কত দেবেন ?

অভ্র॥ মাইনে! এই পিকিউলিয়ার প্রশ্নটা তুমি করতে পারলে চায়না? কোম্পানীর প্রোপাইটারতো তুমিই হবে।

চায়না॥ আমি! আমি আপনার কোম্পানীর মালিক হব কি ক'রে ?

অভ্র॥ খুব সহজেই হওয়া যায় চায়না। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীরই অধিকার থাকে।

চায়না॥ আপনি···আপনি আমায় বিয়ে করবেন ?

অভ্র॥ জানো চায়না, আমি একটা পিকিউলিয়ার অভাগা। এ্যামেচার পার্টির মেয়েরা মৌমাছির মত ছুটে আসে আমার কাছে। প্রেমপত্র লেখে। সে সব চিঠি আমি তোমাকে দেখাব চায়না। কিন্তু সবাইকে আমি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি। শুধু তোমাকে দেখার পর থেকে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। বিশ্বাস করো চায়না, তুমি আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট। বলো চায়না, তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

চায়না॥ (যেন অন্য লোকে চলে যায়) বিয়ে! সানাই! মালাবদল! সিঁথিতে সিঁদুর পরানো!

অভ্র॥ হ্যাঁ চায়না। তারপর ছোট্ট একটা সংসার। খুব সুখের সংসার।

চায়না। সুখ! (সংযত হয়) এখনি কোনো কথা দিতে পারছি না অভ্রবাবু। ভাবতে হবে। ওয়েটিং লিস্টে অনেকেরই নাম আছে তো। দেখা যাক, সেগুলো ক্যানসেল করা যায় কিনা।

অভ্র। আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যাত্রা কোম্পানীতে তোমাকে কত মাইনে দিচ্ছে, তুমি বারোশো টাকা বলবে, কেমন?

চায়না। আমি আসি—

[চলে যায়।]

অভ্র। পিকিউলিয়ার মেয়ে। চান্স পাব কি? না, আরো চড়া ডোজ দিতে হবে? মেয়েদের মন। যাত্রাদলের মালিকানাতে কাজ হবে না মনে হচ্ছে। লাইন বদলাতে হবে। যাই, এই ফাঁকে একটু বীনার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। ওর স্বামী ফিরবেতো সেই রাত দশটার পরে। একঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে।

[প্রস্থান। আলো নেভে।]

আমি

॥ বারো ॥

[আলো জ্বলে। আলোতে দেখা যায়—বিকাশ ও অনির্বাণ।]

বিকাশ। না, অনির্বাণ না। তোর কোনো অজুহাতই আমি শুনতে চাই না। তোর মনের মধ্যে কিছু একটা তোলপাড় করছে। তুই কিছু লুকিয়ে যাচ্ছিস।

অনির্বাণ। লুকোবার তো কিছু নেই বিকাশ।

বিকাশ॥ আছে, আছে, আছে। নিশ্চয়ই কিছু আছে। নইলে কেন তুই পার্টির কাজে আর আগের মতো মন দিতে পারছিস না? কেন তুই গুয়ানীতে কাজ শেষ না করেই বার বার চলে আসছিস এখানে?

অনির্বাণ॥ আমার ভালো লাগছে না বিকাশ, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

বিকাশ॥ কিন্তু কেন ভালো না লাগার কারণ নিশ্চয় একটা আছে। পার্টির হাতে এখন অনেক দায়িত্ব। তুই একজন সক্রিয় কর্মী। তুই যদি এ-ভাবে হাল ছেড়ে দিস, ক্যাডারদের মনোবল ভেঙে পড়বে যে।

অনির্বাণ॥ কিন্তু আমার মন বলে একটা বস্তু আছে। ক্ষমতা বলে একটা জিনিস আছে, তার ওপরে আমি উঠি কি করে বলতে পারিস বিকাশ?

[বিড়ি ধরায়।]

বিকাশ॥ তবু তোকে উঠতে হবে। তোর মাথার ওপর এখনো সরকারী খাঁড়া ঝুলছে। জোতদার খুনের মামলা এখনো মেটেনি। পুলিশও তোকে খোঁজা ছেড়ে দেয়নি। এইভাবে চললে তুই যে ধরা পড়ে যাবি অনির্বাণ।

অনির্বাণ॥ (বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়) আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি কিছু করতে পারছি না। আমি কিছু বলতে পারছি না।

বিকাশ॥ ঠিক আছে, তোকে কিছু বলতে হবে না। ক'দিন তুই বিশ্রাম নে। আমি পার্টিকে রেকমেণ্ড করব তোকে ছুটি দেবার জন্যে। তুই ততদিন লেখ। লেখা নিয়ে পড়ে থাক। তোর নতুন নাটক 'চায়না' আমি পড়েছি, খুব ভালো লেগেছে। মনে হয় নাটকটা জনপ্রিয় হবে

অনির্বাণ॥ তবুও অনেকেই জানবে না, কপিঞ্জল আর অনির্বাণ একই লোক।

বিকাশ॥ চল্, গলির মোড় থেকে একটু চা খেয়ে আসি।

অনির্বাণ॥ চল্।

[দু'জনে চলে যায়। আলো নেভে।]

আমি

॥ তেরো ॥

[আলো জ্বলে। আলোতে দেখা যায়—আন্না ও টৌটন।]

টৌটন ॥ "আমি ছেড়েই দিতে রাজী আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাইনা হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাই-বা গেলাম বিলাত,
নাই-বা পেলাম রাজার খিলাত—
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল-বালক
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।"
(জন্মান্তর—রবীন্দ্রনাথ)

আন্না ॥ কপিঞ্জল ছেড়ে আবার রবীন্দ্রনাথ কেন ?

টৌটন ॥ কি ক'রে বুঝলি ? এ কবিতা রবীন্দ্রনাথের ?

আন্না ॥ তুই-ই তো সেদিন বললি, তোদের মানতুদা নাকি রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করানো শেখাচ্ছে। ব'লেই তো এই কবিতাটা শোনালি।

টৌটন ॥ আগে একবার শুনিয়েছি ? তাহলে তো সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড হয়ে গেলরে। যাক্‌গে থাক্, দিদি কখন ফিরবে ?

আন্না ॥ আজকেতো শো আছে। তবে আসবার সময় হয়ে এল বলে।

টোটন॥ নাটকটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। ওদিকে মানতুদা এমন ঝামেলা পাকালো না—কোনদিকে যে সামলাই ?

আন্না॥ কেন ?

টোটন॥ আরে কাজে নামিয়ে দিয়ে আবার কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেছে কে জানে ?

আন্না॥ তোদের মানতুদা আর আমাদের অনির্বাণদা দুটোই সমান।

টোটন॥ অনির্বাণদাকে আমি এখনো চোখেই দেখলাম না।

আন্না॥ আমিও তো মানতুদাকে দেখিনি। একদিন এখানে নিয়ে আয় না।

টোটন॥ নারে আন্না, মানতুদার সঙ্গে দিদির বোধহয় একটা গ্রহের কোনো কিছু গণ্ডগোল আছে। বৌদির সামনে যখন মানতুদাকে হাজির করতে পারিনি, তখন আর দিদির সামনেও হাজির করব না।

আন্না॥ ঠিক আছে বাবা, তোদের মানতুদা তোদেরই থাক। আমাদের অনির্বাণদাই ভালো।

টোটন॥ (কৃত্রিম রেগে) তবেরে দুরাচারিণী…টোটন ছাড়িয়া তুমি খোঁজো অনির্বাণ ? গলায় থাকিলে পৈতে ব্রহ্মতেজ হানি ভস্ম করিতাম তোমায় আধপোড়া ক'রে।

আন্না॥ এ জন্মেতে আর পৈতে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, যে জন্মে হবে, সেই জন্মে না হয় ভস্ম করিস।

টোটন॥ উঁহু। ও-সব চলবে না। কখন মাথায় সিঁদুর দিয়ে কার সঙ্গে কোথায় সটকান মারবি, তখন তোকে কোথায় খুঁজতে যাব ?

আন্না॥ অতই যখন খোঁজবার ভয়…তখন নিজেই তো সিঁদুর লাগিয়ে দিতে—

[কথা শেষ করতে পারে না। লজ্জা পেয়ে দু'হাত মুখ চাপা দেয়। টোটন কাছে আসে। কাঁধে হাত রাখে।]

টোটন॥ সত্যি !

[আন্না একই ভাবে আছে। টোটন ওকে দু'হাতে সামনের দিকে ঘুরিয়ে নেয়। কেউ খেয়াল করে না চায়না ঢুকেছে।

চায়না দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। মুখে ক্লান্তির ছাপের মাঝে তৃপ্তির আভাস। টোটন আয়ার হাতের চেটো দুটো ওর মুখ থেকে সরিয়ে দেয়। আয়া চোখ বুজে আছে।]

টোটন॥ আয়া?

আয়া॥ উঁ—

টোটন॥ তুই আমাকে ভালোবাসিস?

আয়া॥ জানি না।

টোটন॥ না, তোকে বলতেই হবে। বল্।

আয়া॥ যদি না বলি?

টোটন॥ তাহলে চোখ মেলে তাকিয়ে বল্, আমি ভালোবাসি না।

আয়া॥ উঁহু, বলব না।

[টোটনের বুকে মাথা রাখে।]

চায়না॥ (হেসে) কোনটে পুলিশ আর কোনটে চোর, বোঝা মুস্কিল।

আয়া॥ (চমকে) এইরে—

[ছুটে পালায়।]

টোটন॥ (খুব যেন সহজ ভঙ্গীতে

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

[চায়না এসে টোটনের কান ধরে।]

চায়না॥ কি হচ্ছে?

টোটন॥ (আরও সহজ হতে গিয়ে ঘাবড়ে যায়) কবিতা হচ্ছে।

চায়না॥ কবিতা হচ্ছে?

টোটন॥ কবিতা কেন হবে? আবৃত্তি হচ্ছে।

চায়না॥ আবৃত্তি?

টোটন॥ হ্যাঁ, সেই যে—"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—"

চায়না ॥ (ধমকে) চুপ। (কান ছেড়ে দেয়) একটুও নড়বি না। যেমন আছিস, সেই রকম দাঁড়িয়ে থাকবি। (গম্ভীর গলায়) আন্না—আন্না—

[আন্না আসে, ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে।]

কাছে আয়।……আরো কাছে আয় বলছি না?

[দারুণ ভয়ে আন্না চায়নার মুখোমুখি দাঁড়ায়।]

নমস্কার কর। (আন্না অবাক) কি হ'ল? কথা কানে যাচ্ছে না? নমস্কার কর্।

আন্না ॥ (ভয় ও বিস্ময়) কা-কাকে?

চায়না ॥ আমাকে।

আন্না ॥ কে-কেনো?

চায়না ॥ আবার 'কেনো'? এক চড় মারব গালে। জানিস না, শুভকাজের আগে গুরুজনদের নমস্কার করতে হয়। (টোটনকে) এই বাঁদর, এদিকে আয়, নমস্কার কর।

[দু'জনে কাছে আসে। প্রথমে আন্না প্রণাম করে। তারপর টোটন এসে প্রণাম করেই ছুটে বাড়ীর বাইরে পালিয়ে যায়। চায়না হেসে ওঠে হো হো করে।]

চায়না ॥ খুব লজ্জা পেয়েছে রে।

আন্না ॥ দিদি, তুই রাগ করিসনিতো?

চায়না ॥ বারে, রাগ করব না মানে? আমি কোথায় ঘটক হয়ে তোদের দু'জনের বিয়ের পাকা ব্যবস্থা করব, আর তোরা তার আগে নিজেরাই ব্যবস্থা করে ফেলেছিস। আমার ঘটকালির পাওনাটা মাঠে মারা গেল। আচ্ছা শোন, তোকে এক্ষুনি একটা কাজ করতে হবে যে।

আন্না ॥ কি কাজ?

চায়না ॥ চট্ করে একবার রবীনদার বাড়ী চলে যা। বলবি, সামনের রবিবার হরিপালে আমার যে অভিনয় আছে, তাতে আমার তিনখানা গান

আছে। একটা গানও তোলা হয়নি। আমি কাল দুপুরে রবীনদার কাছে যাবো গানগুলো তুলতে। রবীনদা যেন বাড়ী থাকে, কেমন ?

আয়া। ঠিক আছে। আর শো-এর দিনও রবীনদাকে বাজাতে হবে তো ?

চায়না। সেতো বাজাবেই। যা তাই চট্‌ করে খবরটা দিয়ে আয়।

[আয়া চলে যায়। চায়না বিছানায় শুয়ে পড়ে। নিজের মনে বলতে থাকে।]

সে যে মিষ্টিমেয়ে চায়না
ধরেছিল এক বায়না
ফিরবে বলে একটি শুধু হৃদয় দেখার আয়না।

[অভ্র আসে। গম্ভীর মুখ।]

চায়না। আসুন অভ্রবাবু। কি ব্যাপার ? আজ এত গম্ভীর কেন ?

অভ্র। তোমার পিকিউলিয়ার কাণ্ড-কারখানার জন্যে।

চায়না। আমার ?

অভ্র। এইভাবে আমার প্রেষ্টিজটা হ্যাম্পার করার কোনো দরকার ছিল কি ? যখন যাত্রা দলে যাবার ইচ্ছে নেই, তখন সই করেছিলে কেন ?

চায়না। সই করতে পারি। এ্যাডভান্সতো নিইনি। ওদের ব্যবহার আমার ভালো লাগেনি। এক নম্বর নায়িকার জন্যে মুর্গীর মাংস, আমাদের জন্যে আলুদ্দম, কারো জন্যে ডানলোপিলোর গদী···কারোর জন্যে ছেঁড়া মাদুর। এটা কি ধরণের ব্যবস্থা ?

অভ্র। যাক, যা ভালো বুঝেছ, করেছ। আমার আর কিছু বলার নেই। শুধু একটা কথা তোমাকে আমি বলতে এলাম, আমিও যাত্রা দল ছেড়ে দিলাম।

চায়না। কেন ? আমি ছেড়ে দিয়েছি বলে ?

অভ্র। না। আচ্ছা চায়না, বলো, হঠাৎ যদি তুমি শুনতে পাও, আমি মারা গেছি, তাহলে তুমি আমার জন্যে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলবে না ?

চায়না। এ কথা কেন বলছেন ?

অভ্র। অবশ্য তোমাকে বলা আর না বলা বৃথা। তবু, কি জানি কেন, না বলে থাকতে পারছি না। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না চায়না।

চায়না। (উদ্বিগ্ন) সত্যি করে বলুন, কি হয়েছে আপনার? আমাকে লুকোবেন না।

অভ্র। আজ না হোক, একদিন না একদিন জানতে পারবেই। কতদিন এ রোগের কথা লুকিয়ে রাখব।

চায়না। কি রোগ? কি হয়েছে?

অভ্র। যে গলা আমার সম্পদ···যে গলার জন্যে অভিনেতা, পরিচালক অভ্র মজুমদারের নাম, সেই গলা দিয়েই নেমে এল আমার মৃত্যুর পরোয়ানা।

চায়না। খুলে বলুন, দোহাই আপনার, খুলে বলুন, কি হয়েছে আপনার গলায়?

অভ্র। 'আপনি' নয়। শুধু একবার 'তুমি' বলো। আর আমি তোমার কাছে কিছু চাইব না। এক মৃত্যুপথযাত্রীর আর কিইবা চাওয়ার থাকতে পারে? একবার আমাকে 'তুমি' বলে ডাকবে না চায়না?

চায়না। (কেঁদে ফেলে) তুমি বল না তোমার কি হয়েছে?

অভ্র। আঃ, বুকটা আমার ভরে গেল। এত আনন্দ আর আমি কোনোদিন পাই নি।

চায়না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কি হয়েছে তোমার বলো।

অভ্র। সহ্য করতে পারবে? মনের জোর আছে? তবে শোন, ক্যানসার।

চায়না। কি বললে?

অভ্র। যে রোগের ওষুধ নেই, শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া—

[চায়নাকে কাছে টেনে নেয়। চায়না বাধা দেয় না।]

জানি না আর ক'দিন বাঁচব? শুধু যে-কদিন আছি সে ক'দিন তুমি আমার পাশে থাকবে না চায়না?

চায়না। ডাক্তার কি বলেছে গো?

অভ্র॥ (চায়নাকে আদর করতে করতে) ডাক্তাররা তো হতাশ করে না। আমাকেও করেনি। বলছে, কুড়ি দিনের মধ্যে ধরা পড়েছে। ফার্স্ট স্টেজ। দু'বার রেডিয়াম দে দিয়েছি। সেরে যাবে।

চায়না॥ তাহলে নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

অভ্র॥ আমারও মন বলছে, সেরে যেত, যদি তোমাকে আমি এইভাবে পাশে পেতাম। একমাত্র তুমিই পারো চায়না আমাকে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে।

চায়না॥ কিন্তু —

অভ্র॥ না-না, আমি কোনো 'কিন্তু' শুনব না।

[অনির্বাণকে এক হাতে ধরে আন্না আসে।]

আন্না॥ এই দেখ দিদি, কাকে ধরে এনেছি ?

চায়না॥ (অভ্রের হাত ছাড়িয়ে) আরে অনির্বাণবাবু, আসুন। কি ব্যাপার, খুব আমার নাটক দেখতে গেলেন তো ?

আন্না॥ রাস্তায় দেখি কাবলার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে...কিছুতেই আসবে না। জোর ক'রে ধরে নিয়ে এলাম।

চায়না॥ বেশ করেছিস। চা চাপা।

আন্না॥ অনির্বাণদা, আজ আপনাকে ছাড়ছি না। দুপুরে খেয়ে তবে যাবেন।

অনির্বাণ॥ খিদে না থাকলেও ?

চায়না॥ আমার কাছে খিদে হবার ওষুধ আছে। দিয়ে দোব।

অনির্বাণ॥ জুলুম ?

আন্না॥ জুলুম এবং হুকুম। জুলুম আমার। হুকুম দিদির।

অনির্বাণ॥ আমি পুলিশে খবর দোব।

আন্না॥ পুলিশে— ? আপনি ?

[হাসতে হাসতে চলে যায়। এদিকে অভ্রের মুখ কালো হয়ে গেছে · আষাঢ়ের মেঘের মতো মুখ করে বসে থাকে।]

চায়না। সত্যি, কি চেহারা করেছেন বলুন দেখি। ইস্‌, জামাটা কি ময়লা যে বাবা। ওটা খুলুনতো, কেচে দিচ্ছি।

অনির্বাণ। কি মুস্কিল, জামা খুলব?

চায়না। হ্যাঁ, জামা খুলবেন।

[চায়না নিজেই জামার বোতাম খুলে দিতে থাকে।]

অনির্বাণ। এই দেখুন, ওদিকে আমার রাজ্যের কাজ—

চায়না। (জামা অনির্বাণের মাথা গলিয়ে খুলে নিচ্ছে) রাজ্যের কাজ মানেতো ভাঙা চৌকিতে শুয়ে থাকা, আর জলের কুঁজো থেকে জল খাওয়া। ওহো ভালো কথা, আপনার কপিজনের 'চায়না' নাটকের পরিচালকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

[অভ্র দাঁড়ায়]

অভ্র। আমি চলি। তোমাদের হয়তো অসুবিধে হচ্ছে।

চায়না। (অবাক) কি হ'ল হঠাৎ?

অভ্র। দূরে ঠেলে দিয়ে যাত্রা দল থেকে সরে এসেছিলে। আজ আবার কাছেও টেনে নিয়েছিলে। কিন্তু পরশুদিন সন্ধ্যে ছ'টায় সময় ক্লাবে গিয়ে একবার দেখা করবে। অবশ্য যদি তোমার সময় হয়। আর আজ আমার গলা সম্বন্ধে যে কথা জানলে, দয়া করে এই পিকিউলিয়ার কথাটা ঢাক পিটিয়ে পাঁচ জায়গায় বোলো না। চললাম।

[চলে যায়।]

অনির্বাণ। কি ব্যাপার? আমি আসতে উনি খুব রেগে গেছেন বলে মনে হ'ল।

চায়না। রাগলে নিজের মান নিজেই ভাঙাবেন। আপনাকে মান ভাঙাতে ছুটতে হবে না। কি জানেন অনির্বাণবাবু, আমি বড় বোকা। একটুতেই লোককে বড় বিশ্বাস ক'রে ফেলি। তাই পদে পদে আমাকে ঠকতে হয়। আপনার সেই ছড়াটা আমার জীবনে বড় বেশী সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে।

অনির্বাণ। কোনটে ?

চায়না। অনেক দিনের পরে যদি পেল একটা আয়না।

কাচটা যে তার ঝাপ্‌সা এমন, কিছুই দেখা যায় না।

[আলো নেভে।]

আমি

। চোদ্দ ।

[নেপথ্যে অন্ধকারে শোনা যায় সঙ্গীত, আলো জ্বললে দেখা যায়—মঞ্চে হরিসাধন ও যতীন।]

হরি। সত্যিই দেখা যায় না যতীন। ভবিষ্যত আগে থেকে দেখতে পেলে আমার এ দুরবস্থা হয় ?

যতীন। তোমার অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে বলেতো মনে হচ্ছে না হরিসাধন। ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে নগদ আট হাজার টাকা ট্যাঁকে গুঁজলে। মন্দ কি ?

হরি। ঐ তোমাদের এক দোষ। খালি টাকা গুঁজতেই দেখেছ। তারপরে জ্বালাটা কেমন লক্ষ্য করেছ কি ? দারোগার মেয়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ করাই আমার ভুল হয়েছে। কথায় কথায় বৌ খালি পুলিশ দেখায়।

যতীন। তার মানে, আগের বৌটার মতো এটাকে আর লাঠি দেখাতে পারছ না ?

হরি। লাঠি কি বলছ যতীন। দেশলাই কাঠি দেখালেই হয়তো হারামী বৌ-এর বাবা আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে দেবে। বলে, আট হাজার টাকা দিয়ে

আমার ছেলেকে ওরা কিনে নিয়েছে। ছেলে বৌয়ের সম্পত্তি, বাপের নয়। হারামী কোথাকার।

যতীন॥ কথাটায় যুক্তি আছে, এ কথা মানতে হবে।

হরি॥ আরে তোমার যুক্তির মাথায় মারি লাথি। আগেরটাকে যদি বুঝিয়ে-বাজিয়ে রাখতে পারতাম। ওফ্, মাসে মাসে হাজার টাকা। আর এর বাবাতো একবার আট হাজার টাকা দিয়েই খালাস। তাও আবার কথায়-কথায় চোখ রাঙায়···হারামী কোথাকার। এই দেখোনা, মাথাটা গোল আলু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছো?

যতীন॥ (চুল সরিয়ে দেখে) আলু কি বলছ? এ যে ফুলে একেবারে বেল হয়ে গেছে।

হরি॥ ঐ হারামী নতুন বৌয়ের হাতের কাজ। চুপ করেই থাকি আজকাল। তবে অনেক দিনের অভ্যেস, হঠাৎ মুখ ফস্কে কি যেন একটা কাঁচা খিস্তি বেরিয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাটনা বাটা নোড়া ছুঁড়ল, তাও গা ঘেঁষে লেগেছিল···নইলে হরিসাধন সঙ্গে সঙ্গে হরিবোল হয়ে যেত।

যতীন॥ থানায় গেলে না কেন?

হরি॥ আবার আকাঠের মত কথা বলছ? থানা মানেতো, সেখানে গ্যাট হয়ে বসে আছে আমার বেয়াই-মশাই··· হারামীর বাবা! হয়েছিল বেল, কলের বাড়ী মেরে হয়তো সেটাকে করে দিত তরমুজ।

[কানাই আসে। মত্ত।]

কানাই॥ ওরে বাবা, গৌর নিতাই যে। প্রেম বিলুতে বেরিয়েছ নাকি জোড়া-মাণিক?

হরি॥ এই হারামজাদা যদি মানুষের মত মানুষ হতো, তাহলে আমার এই অবস্থা হয়?

কানাই॥ কেন মাই ডিয়ার পিতাজী, চাঁদনা গেছে পূর্ণিমা এসেছে···ট্যাঙাও না বাবা মনের সুখে। পেটো···উল্টোপাল্টা পেটো।

যতীন॥ দেখো কানাই, তুমি কি এভাবে দিনরাত মদ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে, নতুন বৌটার কথা একটুও ভাববে না?

কানাই॥ ও-সব ভাবনা-টাবনা আমার আসে না বাবা। ভানাকাটা পরীকে বিয়ে করতে বলেছ, কিয়া হ্যায়। এবারে পরীর ভাবনা বাবা ভাববে, আমি নরীর ভাবনা ভাবি। পরী আর নরীতে গুলিয়ে ফেলছ কেন মাই ডিয়ার কালাচাঁদ।

যতীন॥ তুমি একটা যাচ্ছেতাই জঘন্য।

কানাই॥ কারেক্ট। পুরো খাঁটি বাত। ক'দিন ধরে পেটে না খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। আজ শালা গেলাম ডাক্তারের কাছে। তা ডাক্তার কি বললে জানো? বলল, তুমি একটা যাচ্ছেতাই, জঘন্য, একটা রাবিশ। লিভার পুরা ড্যামেজ! পচ্ গয়া। মদের জোরে আর মনের জোরে নাকি বেঁচে আছি। অন্য কেউ হলে এতদিনে ফুট।

হরি॥ সে কিরে? এসব কি বলছিস?

কানাই॥ একদম সাচ্ বাত মেরে পিতাজী।

হরি॥ ঐ নতুন বৌটাই তোকে খেল। বেছে বেছে আমি রাক্ষসীকে ঘরে এনেছিলাম। হারামী কোথাকার।

কানাই॥ নেহী মেরে পিতাজী। রাক্ষসী কাহে বোল্তা হ্যায়? ওতো পূর্ণিমা হ্যায়, পূর্ণিমা। ফুটফুটে আলো। আমার নরীর হেড্ লাইটের চেয়ে মাড়-মেড়ে নয় মাইরী। চায়নাটাতো বোকা। একদম বোকা নইলে আমাকে একটা একশো টাকার নোট দেয়?

যতীন॥ একশো টাকা!

হরি॥ চায়না তোকে টাকা দিয়েছে? তুই তার বাড়ী গিয়েছিল নাকি?

কানাই॥ দূর শালা, বাড়ী যাব কেন? রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম যে। যে দিকেই তাকাই, দেখি, পুলিশ হাতে লালবাত্তি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুরপাক খাচ্ছি··· ঘুরপাক খাচ্ছি—কে যেন আমার পিঠে হাত দিল। দেখি, আমার সেই মরে যাওয়া বৌটা।

যতীন॥ তারপর ?

কানাই॥ বলল, কেমন আছো ? আমি বললাম, লিভার গায়েব। বলল, বৌ কেমন হয়েছে ? আমি বললাম, দারুণ···একেবারে নতুন চেসিস। তারপর কি যেন বলল ···

[যন্ত্রণায় পেট চেপে কুঁকড়ে যায়।]

দুর শালা, মনেও করতে পারি না। তারপর দেখি···হাতে একশো টাকার নোট। চায়না ধাঁ।

[আবার যন্ত্রণা।]

এ শালা শুরু হ'লে আর ছাড়ে না।

[টাকাটা বার করে।]

হুঁ হুঁ বাবা, এ টাকা আমি খরচ করব না। বাঁধাকে রাখ্ দেগা। যে ক'দিন বাবো বাঁচব এটাকে আমি চুমু খব। আদর করব। এক পয়সাও খরচ হবে না। ম্যায় মরদ হুঁ। জেন্টেল ম্যান।

[পেট চেপে বসে পড়ে।]

হরি॥ ও কানাই এ তুই কি সর্বনাশ করলিরে কানাই ? চল্ বাড়ী চল্। যতীন যাবে নাকি ?

যতীন॥ তোমরা এগোও। আমি পরে যাচ্ছি। এক জায়গায় তাগাদা সেরে যেতে হবে।

কানাই॥ জিন্দেগী বহুত খতরনাক চীজ হ্যায় মাই ডিয়ার কাদার। এখানে মরতে চাইলে মরণগুলো দৌড়ে পালায় আর বাঁচতে চাইলে জীবনটা বারে বারে হারিয়ে যায়। ক্যায়া মজেদার খিলৌনা হ্যায়রে বাবা।

হরি॥ না-না কানাই, তোকে আমি মরতে দোব না। [ধরে]

কানাই॥ বাঁচাতে পারলে বাঁচাও না ভাই, আমিতো আপত্তি করিনি। কিন্তু

পিতাজী, পক্ষ যার দুটো। কৃষ্ণ পক্ষ আর শুক্ল পক্ষ। কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যাকেও দেখেছি···আর তোমার শুক্লপক্ষের পূর্ণিমাকেও দেখলাম। এরপর বাঁচিয়ে রেখে আর কি পক্ষ দেখাবে বাবা আমার হরিসাধন দাস? তার চেয়ে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি পক্ষ মেলে পোঁ করে আকাশে উড়ে যাই।

[দু'জনের প্রস্থান।]

যতীন। ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ, বাড়ী থেকে তাড়াতেই হবে। আরে কে যায়? ও মানতুবাবু, মানতুবাবু···

[অনির্বাণ আসে।]

যতীন। আপনি মশাই তাজ্জব লোক। কবে যে আছেন, কবে যে নেই, বোঝা মুস্কিল। আসুন····· আসুন। এখানটায় বসি। মাঝে মাঝে এই গঙ্গার ধারটিতে আমি আসি। ফুরফুরে হাওয়ায় শরীরটাকে একটু ঠাণ্ডা করে নিই। কবে ফিরলেন? আজকেই নাকি? পাড়ার ছেলেরাতো খুব মুষড়ে পড়েছে মশাই। আমার ভাইপোটাও ঐ দলে আছে কিনা? পাপাই, চেনেন নিশ্চয়। সেই বলছিল, আপনাদের রিহার্স্যাল যখন বেশ জমে ওঠে তখনই আপনি হাওয়া হ'য়ে যান। তা আপনাদের কি নাটক হচ্ছে? ঠাকুর-দেবতার পালা?

অনির্বাণ। না।

যতীন। তবে?

অনির্বাণ। ঐ সাধারণ নাটক আরকি।

যতীন। তবু ভালো সাধারণ, আমি তো মশাই কাল একটা অসাধারণ নাটক দেখলাম। উঃ গা একেবারে বমি বমি করছে। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে যেতে হ'ল। বাইরের পোস্টারে লেখা···অসাধারণ নাটক। ভেতরে দেখি মশাই ···বস্তু মাজ্যের কেচ্ছা।

অনির্বাণ। আমার একটু কাজ ছিল।

যতীন। আরে মশাই, কালতো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। মজাটা শুনুন না। যাকে বলে একেবারে ত্রেয়োস্পর্শ (ত্র্যহস্পর্শ) যোগ। কোনদিন শুনেছেন নাটকের নাম চায়না হয় ?

অনির্বাণ। আপনি ঐ নাটকটা দেখতে গিয়েছিলেন ?

যতীন। লেখকের নাম কপিঞ্জল, না নাকের জল—কি যে পড়লাম, মনে নেই। তা বলব কি মশাই, ওটা নাটক ? 'চায়না' নাম শুনে ভেবেছিলাম বিপ্লব-টিপ্লবের ব্যাপার আছে। আজকাল শুনি কি না, বিপ্লব মানে হয় চায়না, নয় রাশিয়া, নয় ভিয়েৎনাম· গিয়ে দেখি, না রাশিয়া, না ভিয়েৎনাম, একেবারে হয়ে কেষ্ট হয়ে রাম।

অনির্বাণ। ত্র্যহস্পর্শ যোগ কি যেন বলছিলেন ?

যতীন। সে এক মজার ব্যাপার মশাই। নাটকের নাম 'চায়না'··যে মেয়েটা অভিনয় করছে তারও নাম 'চায়না', আর তার চেয়ে মজা হচ্ছে, মেয়েটা আমার চেনা মেয়ে। আমার বাড়ীতেই থাকতো কি না।

অনির্বাণ। আপনার বাড়ীতে ?

যতীন। হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। ঘরের বৌ ছিল। বাজারের মেয়ে হয়ে গেলো। স্বভাব অবশ্য বরাবরই খারাপ।

অনির্বাণ। (ভেতরটা যেন ছটপট করছে) চায়না আপনাদের বাড়ীতে থাকতো ? টোটনেরাতো আপনারই ভাড়াটে ? ঐ বাড়ীতে থাকে ?

যতীন। মেয়েটাতো মশাই, ঐ টোটনেরই বৌদি।

অনির্বাণ। (বজ্রাহত) কি বললেন ?

যতীন। একেবারে চরিত্রহীনা মেয়ে। একদিন খপ্ ক'রে আমার হাত ধরে বলে, কালাকাঁদ খাওয়াবেন ?

অনির্বাণ। চায়না··চায়না টোটনের বৌদি ? আপনি ঠিক চিনতে পেরেছেন যতীনবাবু ?

যতীন। না চেনার কি আছে মশাই ? ও-সব ঘর-জ্বালানি, পাড়া-জ্বালানি

মেয়ে। দুশ্চরিত্রা না হ'লে কখনো কোনো শ্বশুর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়।

অনির্বাণ॥ সিঁদুর মুছে দিয়ে!!

যতীন॥ দেবে না? প্যারাকসিন খেয়ে একটা মরা বাচ্চা বিয়োলো। ঘরে দু-তিন বছরের মেয়ে। তবু স্বভাবের দোষ যাবে কোথায়? কে জানে পাড়ার কোন্ ছেলের সাথে ঢলাঢলি করছিল। ঘর থেকে শ্বশুর শাশুড়ীকে লুকিয়ে খাবার পাঠায়। এটা-ওটা পাঠায়। একদিন তো গলার সোনার হারটাই সেই নাগরের পায়ে গছিয়ে দিল।

অনির্বাণ॥ (অস্থির) সোনার হার! চায়না! টৌটনের বৌদি! না—না, হতে পারে না। এসব হতে পারে না। কক্ষনো হতে পারে না।

[দ্রুত চলে যায়।]

যতীন॥ কি হ'ল? ভদ্রলোক অমন রকেটের মত ছিটকে বেরিয়ে গেল কেন? বে-ফাঁস কিছু বলে ফেললাম নাকি? ভেবে না, কাকাকাদের কথাটা বলেছি ঠিকই। তবে সেতো ঘুরিয়ে বললাম। তাহলে? নাকি 'চায়না' নাম শুনেই পাগল হয়ে গেল? না বাবা, চল মন নিজ বৃন্দাবন। দেরী হ'লে আবার ঘাটের মড়া বুড়ী গালাগালির ফোয়ারা ছোটাবে। মরেও না—।

[চলে যায়। আলো নেভে।]

আমি

॥ পনেরো ॥

[আলো জ্বলে। আলোতে দেখা যায়—টৌটন আপন মনে গান গাইছে। খুব খুশী। অনির্বাণ আসে। উদ্‌ভ্রান্ত।]

টৌটন ॥ (আনন্দে) আরে মানতুদা? এসে গেছ? উঃ যা ভাবিয়ে তুলেছিলে না—

অনির্বাণ ॥ (অদ্ভুত গলার স্বর) টৌটন—

টৌটন ॥ কি হ'ল? জ্বর বাধিয়েছ বুঝি?

অনির্বাণ ॥ টৌটন, তোর বৌদির নাম কি?

টৌটন ॥ হঠাৎ বৌদির নাম?

অনির্বাণ ॥ আমার প্রশ্নের উত্তর দে। তোর বৌদির নাম কি?

টৌটন ॥ চায়না।

অনির্বাণ ॥ (যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না) আঃ। চায়না।

টৌটন ॥ অমন করছ কেন মান্‌তুদা?

অনির্বাণ ॥ তোর বৌদি এখন কি করে?

টৌটন ॥ নাটক করে।

অনির্বাণ ॥ (প্রায় মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে) নাটক করে ···নাটক করে···নাটক করে। কপিঞ্জলের লেখা 'চায়না' নাটকে 'চায়না'র রোল কে করেছে জানিস?

টৌটন ॥ বৌদি।

অনির্বাণ ॥ (টৌটনকে ধরে ঝাঁকাতে থাকে) উঃ! কেন টৌটন, কেন, এ-কথা এতদিন বলিসনি কেন?

টোটন। (উৎকণ্ঠা) কি হয়েছে মানুতুদা ? বৌদি কি করেছে ? আমায় খুলে বলো। আমার খুব ভয় লাগছে।

অনির্বাণ। আগে বল্, চায়নার বোনের নাম আন্না ?

টোটন। হ্যাঁ।

অনির্বাণ। চায়না যে ভায়ের কথা আমাকে বলে···তুই কি সেই ভাই ? সেই এক—এক—এক লোক। কি ক'রে আমি তাদের কাছে মুখ দেখাব ? কি ক'রে আমি বলব—

টোটন। মানতুদা—

অনির্বাণ। খালি 'ভাই-ভাই'-ই ক'রে গেছে, একদিনও তার নামতো আমাকে বলেনি।

টোটন। তুমি···তুমিই কি তাহলে আমার অনির্বাণদা ?

অনির্বাণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি। আমি অনির্বাণদা, আমি মানুতুদা (টোটনের হাত ধরে) আয়, আয় তুই আমার সঙ্গে।

টোটন। কোথায় ?

অনির্বাণ। চায়নাদের বাড়ীতে।

[দু'জনের প্রস্থান। আলো নেভে।]

আমি

॥ যোগ ॥

[আলো জ্বলে। আলোতে দেখা যায়—আন্না চুপ করে বসে আছে। একপাশে অভ্র। মাঝে মাঝে অভ্র পায়চারী করছে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে।]

অভ্র। পুরো একঘণ্টা হয়ে গেল। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব বলতে পারো ?

আন্না। পথে কোথাও আটকে গেছে হয়তো।

অভ্র। ছাই গেছে। আসলে আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

আন্না। কেন, আপনার কাছ থেকে দিদি টাকা ধার করেছে বুঝি ?

অভ্র। ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না।

আন্না। বারে, আমিতো চুপ করে বসেছিলাম, আপনিইতো আমাকে কথা বলালেন।

অভ্র। যেমন দিদি, তেমন বোন। এ বলে আমায় দেখ্...ও বলে আমায় দেখ্। দুটোই পিকিউলিয়ার।

আন্না। এখন কাকে দেখবেন ? সেটা আপনি ভেবে ঠিক করুন।

অভ্র। (বসে) না, না। তুমিই বলো আন্না, এইভাবে আমাকে ভোগাবার যুক্তি কি ? বাড়ীতে আসি...দেখা হয় না। দেখা করতে সময় দিয়ে যাই... দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ব্যথা হয়ে যায়, উনি দিব্যি অন্য জায়গায় রিহার্স্যাল দিতে চলে যান। বলি, আমারতো ধৈর্যের একটা সীমা আছে। এইরকম পিকিউলিয়ার ভাবে কাঁহাতক আর ঝুলে থাকি বলো।

আন্না। (দরজার দিকে তাকিয়ে) ঐতো দিদি আসছে। আপনারা ঝোলা-ঝুলি করুন। আমি রান্নাঘরে যাই।

[চলে যায়। চায়না আসে। ক্লান্ত।]

অভ্র। আমার সঙ্গে কথা বলার একটু সময় হবে কি ?

চায়না। কি কথা ?

অভ্র। আমার ভালোবাসার কোনো প্রতিদানই কি তোমার কাছে পাব না আমি ?

চায়না। কি রকম ? যাত্রা দলে নতুন মেয়ে নিয়ে গিয়ে কমিশন খাওয়ার মতো ভালোবাসা ? না নতুন শাড়ী, ভ্যানিটিব্যাগ, ল্যাভেণ্ডার ভিউ সাবান আর বিদেশী ছোট্ট টর্চ উপহার দেবার ভালোবাসা ?

অভ্র। এ-সব তুমি কি বলছ চায়না ?

চায়না। সান্ত্বনার প্রেমপত্র সুলতাকে দেখিয়ে, সুলতার প্রেমপত্র আমাকে দেখিয়ে নিজেকে মহাপুরুষ সাজাবার ভালোবাসা ?

অভ্র ॥ তুমি আজ এরকম পিকিউলিয়ার ভুল বকছ কেন ?

চায়না ॥ ভুল ? ভুল করে তোমার ফাঁদে পা দিয়েছিলাম বলেই আজ আমাকে ভুল বকতে হচ্ছে অভ্র। তোমার অমন সাংঘাতিক কালনায় রোগ পর্যন্ত আমাকে একবার আদর করেই একেবারে সেরে গেল, না ?

অভ্র ॥ আশ্চর্য। তুমি বলতে চাও, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছি ?

চায়না ॥ কটা মিথ্যে কথার প্রমাণ তুমি চাও অভ্র ?

অভ্র ॥ ঠিক আছে, আমি চললাম। তবে তোমার কাছ থেকে আমার ভালো-বাসার প্রতিদান পাই আর না পাই, তোমাকে ভালো যখন বেসেছি, সে ভালোবাসা আমার অন্তরে চিরকাল থাকবে।

চায়না ॥ কেন ? তোমার এই নাটকীয় অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতিদান কি তোমাকে আমি দিইনি ?

অভ্র ॥ প্রতিদান দিয়েছ ?

চায়না ॥ নিশ্চয় দিয়েছি। তোমার প্রলাপ মাখানো কথায় মনে মনে বিরক্ত হলেও তোমাকে খুশী করতে আমি হেসেছি। গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠলেও তোমার গায়ে গা ঠেকিয়ে বসেছি। তোমার কাঁধে মাথা দিয়ে তোমার মিথ্যে ভালোবাসার কথাগুলো শুনেছি।

অভ্র ॥ (রাগে) চায়না—

চায়না ॥ দাঁড়াও, বলতে দাও। তোমার ঐ দামী আংটি পরা নোংরা হাত আমার শাড়ীর ওপর দিয়ে আমার শরীরের ওপর ঘুরেছে। গা-ঘিন্-ঘিন্ করে উঠলেও সেটাও সহ্য করেছি।

অভ্র ॥ আমি তোমাকে ভাতে মারবো। যাতে কোথাও চান্স না পাও সেই পিকিউলিয়ার ব্যবস্থা আমি করবো।

[অভ্র চলে যায়। আয়া আসে। দিদির কপালে হাত দেয়। চায়না তাকায়।]

আয়া ॥ দিদি, যা, মুখ-হাত ধুয়ে নে।

চায়না। হ্যাঁ যাই।

[চায়না চলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টৌটনকে টানতে টানতে অনির্বাণ আসে।]

আন্না। (আনন্দে) আরে অনির্বাণদা—

অনির্বাণ। (উত্তেজিত) চায়না কোথায় ?

আন্না। ঘরে।

অনির্বাণ। তাড়াতাড়ি ডাকো।

আন্না। ও দিদি···অনির্বাণদা এসেছে। তাড়াতাড়ি আয়।

চায়না। (নেপথ্যে) যাই।

আন্না। থাক্ বাবা, এতদিন বাদে তাহলে টৌটনদার সঙ্গে অনির্বাণদার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

[চায়না আসে।]

চায়না। কি ব্যাপার ? ক'দিন যে আসেননি বড় ? (দু'জনের মুখের অবস্থা দেখে) কি হয়েছে ? (অনির্বাণের কাছে আসে) শরীর খারাপ ? (অনির্বাণের কপালে হাত দেয়) কি হয়েছেরে টৌটন ?

টৌটন। মান্তুদা—

চায়না। মান্তুদা ? কোথায় ?

টৌটন। আমাদের মান্তুদাই তোমাদের অনির্বাণদা।

[আন্না ও চায়না দু'জনেই চমকে ওঠে।]

চায়না। কি বললি ? অনির্বাণ··· ·অনির্বাণবাবু·····মান্তুদা !

অনির্বাণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মান্তুদা। আমি অনির্বাণ। কিন্তু কেন, কেন তুমি আমাকে বলোনি, তুমিই টৌটনের বৌদি ?

[চায়নার দু-বাহু, দু-হাতে চেপে ধরে।]

আমার জন্যে আজ তোমার মাথার সিঁদুর মুছে গিয়েছে। আমার জন্যে

আজ তুমি মা হয়েও নিজের সন্তানকে হারিয়েছ। আমার জন্যেই সেদিন তুমি গঙ্গার জলে সব জ্বালা জুড়োতে যাচ্ছিলে।

[চায়নাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পাশে যায়।]

চায়না॥ সে আমার ভাগ্য।

অনির্বাণ॥ না-না, ভাগ্য আমি মানি না।

চায়না॥ আমি যে মানি।

অনির্বাণ॥ তবুও তোমার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি দায়ী। আমাকে খাবার যোগাতে, টাকা যোগাতে নিজের গলার হার বাঁধা দিয়ে লোকের চোখে তুমি দুশ্চরিত্রা হয়েছো।

চায়না॥ অথচ আজ আমার মতো সৌভাগ্যবতী কে আছে? হাতে টাকা, নতুন শাড়ী, কত গয়না, কত আমেজ, কত আমার প্রেমিক···ছিলাম চায়না, হয়েছি বেদেনী। আজ আমি বিষধর সাপগুলোকে ধরে ধরে নাচাই। হ্যাঁ, অনির্বাণবাবু, আমি সাপুড়ে, সাপ নাচাই।

অনির্বাণ॥ চায়না!

চায়না॥ না অনির্বাণবাবু, গলার সেই হারটাই ছিল বোধহয় আমার এত সৌভাগ্যের পথের কাঁটা। ওটা বিদায় করতেই তো গৃহবধূ আজ পাল্টে গেছে গণবধূ চায়নাতে।

অনির্বাণ॥ কিন্তু তোমার সংসার? তোমার স্বামী?

চায়না॥ সংসার তো আমার ছিল না। ওতো আমার শ্বশুরের, আর স্বামী? হ্যাঁ, এককালে তাকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম। এখন শুধু তার জন্যে করুণা হয়।

অনির্বাণ॥ তোমার মেয়ে?

চায়না॥ আমার মেয়ে? (কান্না চাপে) আমার মা-মণি? মা-মণিতো আমাকে আর 'মা' বলে ডাকে না। দূর থেকে তাকে আমি দেখি···কই মা-মণিতো আমায় চিনতে পারে না, তাহলে? তাহলে আমি মা-মণির জন্যে কাঁদব

কেন ? বলুন না, কেন আমি তার জন্যে কাঁদব ? (কান্নায় আকুল হয়ে ওঠে) কেন, কেন, কেন আমি কাঁদব ?

অনির্বাণ ॥ (কাছে আসে) আমি তোমাকে কাঁদাতে চাইনি চায়না।

চায়না ॥ (অনির্বাণের হাত দুটো চেপে ধরে) কিন্তু আমি যে কাঁদতে চাই অনির্বাণ। অনেক—অনেক কাঁদতে চাই। মরণের দরজা থেকে তুমি আমায় ফেরৎ দিয়ে দিয়েছিলে···জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে বলেছিলে। শুধু বলনি, সেই যুদ্ধে আমাকে কতটা কাঁদতে হবে ? আর কতটা তুমি আমায় কাঁদাবে ?

অনির্বাণ ॥ (আবার অস্থির) না-না, আমি কাউকে কাঁদাতে চাই না। আমি কাউকে কাঁদাতে পারি না। আমি অনির্বাণ। আমি জোতদার খুনের আসামী। আমার জীবনের কি দাম · কোনো দাম নেই। না-না, আমার জন্যে কেউ কাঁদবে না। আমিও কারো জন্যে কাঁদব না। কখনো কাঁদব না। কোনোদিন কাঁদব না।

[ছুটে বেরিয়ে যায়।]

টোটন ॥ মানতুদা, দাঁড়াও।

[পিছনে পিছনে যায়।]

আন্না ॥ অনির্বাণদা, শুনুন, টোটনদা অনির্বাণদাকে আটকা।

[আন্নাও চলে যায়।]

চায়না ॥ (কাঁদছে) পারবি না আন্না, পারবি না। কাউকে তোরা আটকাতে পারবি না। চায়নাকে যে কেউ চায় না আন্না, কেউ চায় না। বুকে হাত দিয়ে তুমি বলতো অনির্বাণ, একদিনও কি তোমার মনে হয়নি, আমার বুকের যন্ত্রণায় তুফানে আমি নিজেই হারিয়ে যাচ্ছি ? একদিনও কি তুমি ভাবনি, আমার কান্নার চোখের জলে আমিই কোন্ পাতালের অতল তলায় তলিয়ে যাচ্ছি ? বলো নাগো, একবার বলো না, একবার আমার গা ছুঁয়ে বলো না, তুমি কি একবারও বুঝতে পারনি, আমি তোমায় ভালোবেসে

নিজের মরবার পথটা কত সহজ করে কত কাছে এনে হাজির করেছি ? তবুও তুমি আমার অনির্বাণ···তুমি আমার, তুমি আমার।

[আলো নেভে।]

আমি

॥ সতেরো ॥

[অন্ধকারে নেপথ্য সঙ্গীত। আলো জ্বলে দেখা যায়—পাপাই কুটকো বিরস বদনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। টোটন এক জায়গায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে—সে কাঁদছে। পাপাই ও কুটকো একটা গণ সঙ্গীত গাইবার চেষ্টা করছে। যাতে প্রাণ নেই।]

দু'জনে॥ মানব না এ বন্ধনে,
মানব না এ শৃঙ্খলে।
মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা অধিকার
খর্ব করে যারা দুষ্ট কৌশলে।
মানব না এ বন্ধনে,
মানব না এ শৃঙ্খলে।

পাপাই॥ দূর, মানতুকা না থাকলে গান জমে নাকি ?

কুটকো॥ আমার কিছু ভালো লাগছে না পাপাই।

পাপাই॥ মানতুকা বোধহয় আর কোনোদিন ফিরে আসবে না কুটকো।

কুটকো॥ আবার ব্যাটমিণ্টনের র‍্যাকেট ইঁদুরে কাটবে।

পাপাই॥ সব টুর্ণামেণ্ট বন্ধ হয়ে যাবে।

কুটকো॥ কোনদিন আর নাটক হবে না।

পাপাই॥ আবার সেই রকে বসে রকবাজী শুরু হবে।

ফুটকো॥ টোটন, একটু গা-নারে। সময় কাটতে চাইছে না যেন।

পাপাই॥ টোটন একটু গা-নারে। সময় কাটতে চাইছে না। 'দুই শতাব্দীর নাগপাশ বন্ধন'—কি সুর হবেরে টোটন? একদম মনে করতে পারছি না।

[টোটন মুখ তোলে। তার চোখে জল।]

টোটন॥ নারে পাপাই, আজকে আর সুর আসবে না। (কেঁদে ফেলে) মানতুয়া, তুমি ফিরে এস মানতুয়া·· তুমি ফিরে এস।

[আন্না ঢোকে পাগলের মতো।]

আন্না॥ টোটনদা···টোটনদা···

টোটন॥ কিরে আন্না, তুই এখানে?

আন্না॥ (কাঁদছে) দিদি?

টোটন॥ (উৎকণ্ঠা) কি হয়েছে দিদির?

আন্না॥ দিদি চলে গেছে টোটনদা! এই চিঠি লিখে রেখে দিদি চলে গেছে।

[টোটন চিঠিটা প্রায় ছিনিয়ে নেয়। পড়তে থাকে।]

টোটন॥ টোটন,

আমায় তুই ভুল বুঝিস না ভাই। আন্নাকে আমি তোর হাতে দিয়ে গেলাম।

[চিঠি পড়তে থাকে, আলো নেভে।]

আমি

॥ আঠেরো ॥

[আলো জ্বলে। আলোতে দেখা যায়—অন্ত পাশে চায়নাকে। চায়নার মুখটুকু শুধু। সে বলে—]

চায়না॥ নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে আমার ভবিষ্যতটা একই সঙ্গে বেঁধে রাখিস

তাই। ও বড় হতভাগিনী। তবু একটা সান্ত্বনা, ওর জন্যে তুই রইলি। আমার সামান্য যা কিছু আছে, সবই তোদের জন্যে রেখে দিয়ে গেলাম। আমাকে খুঁজিস না। খুঁজে পাবি না। চায়না তার ভবিষ্যতের সঙ্গে আর কোনো ভবিষ্যত জড়াতে চায় না রে। তোরা সুখী হ। দিদিকে ভুলে যা।

[চায়নার মুখ অন্ধকারে হারিয়ে যায়। আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে অন্যপাশে একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠে। সেখানে অনির্বাণ। সামান্য আলো পড়ে। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির দিকে অনির্বাণ তাকিয়ে আছে। কাঠি নেভে। বিড়ি বার করে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিড়িটা দেখে। দু-আঙুলে গুঁড়ো করে। একটু একটু করে গুঁড়োগুলো মেঝেতে ছড়ায়। বিকাশ আসে। আলো বাড়তে থাকে।]

বিকাশ॥ অনির্বাণ?

অনির্বাণ॥ বিকাশ।

বিকাশ॥ আমি খুব খুশী হয়েছি অনির্বাণ। সত্যিই আমি খুশী হয়েছি। তুই যে আবার নতুন উদ্যমে গুমানীতে গিয়ে কাজ করতে চাস, এতে ক্যাডাররা নতুন করে প্রেরণা পাবে। কবে যাবি বলে ঠিক করেছিস?

অনির্বাণ॥ আজই। এখনই।

বিকাশ॥ আজ? এখনি? ঠিক আছে, তাই যা। এই শহর ছেড়ে সেই গ্রামের পরিবেশে, পার্টির কাজের ফাঁকে ফাঁকে, তুই তোর কপিঞ্জলের সত্তাকে কাজে লাগাতে পারবি অনির্বাণ।

অনির্বাণ॥ কপিঞ্জলের শেষ কলমের অনুভূতি, তার সকল কামনার সমাধি, তার সর্বশেষ রচনা 'চায়না'-তেই শেষ হয়ে গেছে বিকাশ। কপিঞ্জল আর কোনোদিন লিখবে না।

বিকাশ॥ লেখা ছেড়ে দিবি?

অনির্বাণ॥ লেখা নাই থাকুক, কাজতো থাকবে। মন নাই থাকুক, দেহটাতো থাকবে। আশা নাই থাকুক, জীবনটাতো থাকবে।

বিকাশ॥ বেশ, যা ভালো বুঝিস করবি। তাহলে আমি চলি। আবার দেখা হবে।

অনির্বাণ॥ হ্যাঁ বিকাশ, আবার দেখা হবে।

বিকাশ॥ চলি।

অনির্বাণ॥ দাঁড়া।

বিকাশ॥ কিছু বলবি?

অনির্বাণ॥ 'চলি' বলতে নেই, বল্ 'আসি'।

বিকাশ॥ কবে থেকে আবার এ-সব কুসংস্কার আমদানি করলি? চললাম।

[চলে যায়। আলো নেভে।

আলো জ্বলে। অন্ধকারে, আলোতে দেখা যায়—সেই গঙ্গার ধারে চায়না বসে আছে। এমন সময় অনির্বাণের প্রবেশ।]

অনির্বাণ॥ চায়না—

চায়না॥ কে? অনির্বাণ!

অনির্বাণ॥ তুমি যাবে চায়না, আমার সঙ্গে শ্মশানীতে?

চায়না॥ তুমি!!

অনির্বাণ॥ পারবে চায়না, এক জোতদার খুনের আসামীর সঙ্গে নিজেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ফেলতে?

চায়না॥ আমি পারব। পারব অনির্বাণ।

অনির্বাণ॥ পাওনি সোজা পথ তাইতো ঘুরে
জীবন খুঁজে পেতে গিয়েছ দূরে।
কত না আশা নিয়ে
হতাশা ছুঁড়ে দিয়ে
জীবন খুঁজেছ তুমি নতুন সুরে।

চায়না। অনির্বাণ—

অনির্বাণ। দেখেছ শুধু তারা লোভের লোভে
বিকৃত লালসাতে এসেছে সবে।
দেখায় মাদকতা
শোনায় প্রেম কথা,
প্রেমিকা কয়ে তারে অবাক কোতে।

চায়না। অনির্বাণ—!! আমি জানতাম, তুমি আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

অনির্বাণ। সূর্যাস্তের নয়, তোমার সিঁথিতে আমি যে
পরাতে চাই সূর্যোদয়ের সিঁদুর।
হারিয়ে গেছে তব স্বপ্ন মধুর।
হারিয়ে গেছে আজ অদূর সুদূর।
তাইতো কাছে এসে
বলেছি ভালোবেসে
পরাব আজ আমি সোহাগ সিঁদুর।

চায়না। ভোরের আলো ফুটছে অনির্বাণ।

অনির্বাণ। ভোরের লাল আলোতে গঙ্গার জলের ঐ ছোট ছোট ঢেউগুলো কি আমাদের শোনাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছো?

চায়না। কি গো?

অনির্বাণ। ওরা বলছে চায়নার মৃত্যু অনির্বাণ চায় না।

চায়না। ওরা সেই সঙ্গে আরো একটা কথা বলছে, সেটা তুমি শুনতে পাচ্ছো না?

অনির্বাণ। কি?

চায়না। অনির্বাণের নির্বাণও চায়না চায় না।

● যবনিকা ●